PG Education : 07 : 2

একক ৬ ❐ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ধারণা (Concept of Guidance and Counselling)

গঠন (Structure)

৬.১ সূচনা

৬.২ উদ্দেশ্য

৬.৩ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং বলতে কি বোঝায়?

৬.৩.১ গাইডেন্সের ধারণা

৬.৩.২ কাউন্সেলিং এর ধারণা

৬.৪ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর সম্পর্ক ও পার্থক্য

৬.৫ কাউন্সেলিং এর মৌলিক নীতিসমূহ

৬.৬ কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপী

৬.৭ সারসংক্ষেপ

৬.৮ প্রশ্নাবলী

৬.১ সূচনা (Introduction)

আধুনিক সমস্যাবহুল জটিল জীবনে অধিকাংশ মানুষই কখনও না কখনও দিশাহীনতা বা সিদ্ধান্তহীনতার সমস্যায় পড়েন। নিজের জীবনকে কোন পথে পরিচালিত করলে সাফল্য ও সার্থকতা আসবে এই দ্বিধায় পড়ে ছাত্রছাত্রীরা। কোন ধরনের বৃত্তি গ্রহণ করা উচিত, কোথায় বসবাসের বাড়ি করা উচিত, কোথায় বেড়াতে গেলে নিশ্চিন্ত আনন্দলাভ করা যাবে, এই রকম সমস্যা প্রতিনিয়ত আমাদের এক ধরনের দ্বন্দ্বের মুখোমুখি করে দেয়। এছাড়াও আছে অসংখ্য ব্যক্তিগত সমস্যা। চাকুরি বা পরিবারে সঙ্গতি বিধানের সমস্যা, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা জনিত সমস্যা, শারীরিক সমস্যা এই জাতীয় সমস্যার অন্ত নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সমাজে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং নামক দুটি প্রক্রিয়া অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অন্য কারও সাহায্যে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া বা নিজের সমস্যা কাটিয়ে ওঠা এখন আর বিরল ঘটনা নয়। শিক্ষা বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে

গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং সম্ভবন্ধে প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিশেষভাবে শিক্ষকদের এই জ্ঞান আবশ্যিক, কারণ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং দরকার হয় ছাত্রছাত্রীদেরই সবচেয়ে বেশি। আর এই ব্যাপারে শিক্ষকদের দায়িত্বই প্রধান। বর্তমান এককটিতে সেইজন্যই গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর প্রাথমিক পরিচিতি দেওয়া হল।

৬.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- গাইডেন্স কাকে বলে বলতে পারবেন।
- কাউন্সেলিং সম্ভবন্ধে ধারণা দিতে পারবেন।
- গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর সম্পর্ক ও পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- কাউন্সেলিং এর মূল নীতিগুলি বলতে পারবেন।
- কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপীর তুলনা করতে পারবেন।

৬.৩ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং বলতে কি বোঝায় (What is meant by Guidance & Counselling)

প্রথমে গাইডেন্সের ধারণাটি ও পরে কাউন্সেলিং-এর ধারণাটি সুস্পষ্ট করা হবে।

৬.৩.১ গাইডেন্সের ধারণা (Concept of Guidance)

'গাইডেন্স' শব্দটি 'কাউন্সেলিং' প্রসঙ্গে বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই দু'টি শব্দকে পৃথক পৃথকভাবে এবং এদের একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্কের ভিত্তিতে আলোচনা করা প্রয়োজন।

গাইডেন্স শব্দটি বিশেষ্য ও ক্রিয়া এই দুটি অর্থেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গাইডেন্স শব্দটির উৎস ইংরেজী 'গাইড' শব্দ। গাইড হলেন পথ প্রদর্শক। তাঁর সম্ভবন্ধে আমাদের ধারণা হল তিনি কোন ব্যক্তিকে নতুন স্থান, নতুন বিষয় ও পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে সক্ষম। তাই যিনি 'গাইড' হবেন তাঁকে নতুন স্থান, নতুন বিষয়, নতুন পরিস্থিতি, বিভিন্ন ব্যক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। গাইড করা বা পরিচালনা করা মানেই গাইডেন্স প্রদান। গাইড বা পরিচালনা করতে গেলে যে সব কার্য সম্পাদন করতে হয় তা মানব জীবনে নতুন কিছু নয়। বস্তুত গাইডেন্সের অন্তর্ভুক্ত কার্যসমূহ মানব জাতির ইতিহাস বা এমনকি

মনুষ্যেতর প্রাণীর ইতিহাসের মতই পুরাতন। এটা একটা বাস্তব ও সাধারণ সত্য যে পশু ও পক্ষীশাবক তাদের মা-বাবার গাইডেন্সের ফলেই এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়। পাখিরা এদের শাবককে উড়তে সাহায্য করে, নেকড়ে ওদের শাবককে শিকার করতে সাহায্য করে। যদিও গাইডেন্সকে বর্তমান সভ্যতার বিজ্ঞানের অবদান হিসাবে পরিগণিত করা হয়, বাস্তব সত্য হল এই গাইডেন্সের সত্তা প্রাগৈতিহাসিক যুগেও বিদ্যমান ছিল। তাই আদিম মানবও বাঁচার তাগিদে গাইডেন্সের ব্যবহারে সক্রিয় ছিল বললে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না।

মানব সভ্যতার ঊষাকালে গাইডেন্স বা পরিচালনা একটা স্বাভাবিক ও দৈনন্দিন কার্যাবলীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিদ্যমান ছিল। বড়রা ছোটদেরকে তাদের জীবন বিকাশের পক্ষে বাধা-বিপত্তি সরিয়ে দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে তাদের সাহায্য করতেন। তখন সমাজ ব্যবস্থা ও জীবিকা নির্বাচন অপেক্ষাকৃত সহজ সরল ছিল বলেই পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা খুব সহজেই ছোটদেরকে পরিচালনা করতে পারতেন। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দৌলতে শিল্পকেন্দ্রিক নগর সভ্যতা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রা হয়ে পড়লো অনেক জটিল। শিক্ষায় নতুন দিগন্ত খুলে গেল—বিভিন্ন বিষয়ে পঠন-পাঠন শুরু হল। কর্মজগতে নতুন নতুন পেশার সৃষ্টি হল। কৃষকের ছেলে ভবিষ্যতে কৃষক হবে, কুমোরের ছেলে কুমোর হবে, ছুতোরের ছেলে ছুতোর হবে এই ধারাবাহিক ছাঁচে গড়া জীবন ও জীবিকার পট পরিবর্তন ঘটলো খুব দ্রুত তালে। তাই এই প্রাচীন শ্রমবিভাগের মূলে পড়লো কুঠারাঘাত। আজকের এই পৃথিবীতে কোন ছেলে ভবিষ্যতে কি হবে তা' আগে থেকেই হলফ করে কেউ বলতে পারে না। কেননা তা' নির্ভর করছে ছেলেটির সুপ্ত সম্ভাবনা যেমন বুদ্ধি, বিশেষ মানসিক প্রবণতা, আগ্রহ ইত্যাদির ভিত্তিতে পাঠক্রম বেছে নেওয়া ও শিক্ষান্তে তার সফলতার ভিত্তিতে উপযুক্ত জীবিকার অনুসন্ধান ও কর্মজীবনে অনুপ্রবেশ ইত্যাদির উপর। এই পড়াশোনা থেকে শুরু করে অবশেষে কর্মজীবনে প্রবেশ এখন একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক জটিল প্রক্রিয়া। মা, বাবা, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক, প্রতিবেশী প্রভৃতির আদেশ উপদেশ শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক বিষয় নির্বাচন কিংবা পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সঠিক পেশা নির্বাচন এ দু'ক্ষেত্রেই হয়ে পড়ল নিষ্ফল প্রচেষ্টারই নামান্তর। শুধু তাই নয় শহুরে জীবনের দ্রুত গতি, দৈনন্দিন কর্মকোলাহল, পরিযায়ী জনসংস্কৃতি, জনবসতির অতি চাপে স্থানসংকুলানের অভাব ইত্যাদির ফলে পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন সমস্যায় আজকের শহুরে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। শুধু নিজের চেষ্টায় কিংবা বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীর চেষ্টায় এ সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। এ সমস্যার শিকার আজকের আমরা সবাই অর্থাৎ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। এই সমস্যাগুলোর সমাধানকল্পেই গড়ে উঠলো ফলিত মনোবিজ্ঞানের এক শাখা যার নাম গাইডেন্স বা পরিচালনা।

আজকের সমস্যাবহুল জীবনে সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদিও মানুষের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও তাদেরকে যথাযথভাবে বোঝার জন্য নিয়োজিত হল মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। এই সমবেত প্রচেষ্টার

উদ্দেশ্য হল মানুষের জীবন বিকাশে ও তার জীবনের বিভিন্ন দিকের সমস্যা সমাধানে তাকে যথাযথ সহায়তা করা। এই প্রচেষ্টাকেই ব্যাপক অর্থে বলা হয় গাইডেন্স বা পরিচালনা।

জোন্‌স্‌-এর মতে গাইডেন্স বা পরিচালনা বলতে বোঝায় এমন এক সাহায্য যা কোন বিশেষজ্ঞ (গাইড) অন্য কোন ব্যক্তির (সাহায্য প্রার্থীর) জীবনের লক্ষ্য গঠনে, লক্ষ্যের সঙ্গে যথাযথ অভিযোজনে এবং সাহায্য প্রার্থী ব্যক্তির লক্ষ্যপূরণে বিভিন্ন বাধা ও সমস্যা অপসারণে প্রদান করে থাকেন। খুব সহজ করে বলা যায় গাইডেন্স হল এমন একটি কাজ যার দ্বারা কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ, আগ্রহ, মনোভাব ইত্যাদি বিচারের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট পথে চালিত করা হয়। যিনি এই নির্দিষ্ট পথে চালিত করেন তিনি হলেন গাইড বা পরিচালক। মনোবিজ্ঞান সম্মত উপদেশ ও নির্দেশ প্রদানই হল গাইডেন্স। অর্থাৎ জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির সঙ্গে কোন ব্যক্তিকে (সাহায্য প্রার্থীকে) খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য যে মনোবিজ্ঞান সম্মত নির্দেশ তাই গাইডেন্স।

ছোটবেলা থেকে শুরু করে সারাজীবন ধরেই মানুষকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। একটা সমস্যার সমাধান হতে না হতেই আরেকটা সমস্যার উদ্ভব হয়ে যায়। এটা এক বাস্তব সত্য। তাই সমস্যা সমাধানের জন্য যে কোন মানুষকেই গাইডেন্সের দ্বারস্থ হতে হয়। শুধু ছাত্রছাত্রীরা নয় চাকুরীজীবী, মাঝবয়সী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাইকেই মাঝে মধ্যে এর দ্বারস্থ হতে হয়। তবে বিজ্ঞানসম্মত গাইডেন্সের আসল উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে আত্মোপলব্ধিতে সাহায্য করা যাতে ব্যক্তি সমস্যার সমাধান নিজে নিজেই করতে সক্ষম হয়।

আমরা সাধারণত গাইডেন্সকে দু'টি প্রেক্ষাপট থেকে বিচার করে থাকি।

এক॥ কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কোন একটি সমস্যার সমাধানকল্পে বা কোন পাঠক্রম বা বোঝার প্রয়োজনে কোন ব্যক্তি গাইডেন্সের সাহায্য নিয়ে কতটা সফল।

দুই॥ কোন শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশকল্পে কাউন্সেলার, শিক্ষক, অভিভাবক প্রভৃতির সহায়তায় তাকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে দীর্ঘমেয়াদী গাইডেন্স কতটা সফল।

সুখের কথা, এই বিচার বা মূল্যায়ন আমাদের কাছে এই ইঙ্গিত বহন করছে যে বিজ্ঞানভিত্তিক বা মনোবৈজ্ঞানিক গাইডেন্স যথেষ্ট সফল। আর এই গাইডেন্সের সাফল্যের পেছনে রয়েছে বুদ্ধি, বিশেষ প্রবণতা, আগ্রহ, মনোভাব, ব্যক্তিসত্তা ইত্যাদি পরিমাপের জন্য উদ্ভাবিত আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা (Psychological tests) এবং মনোবিদ্যায় পারদর্শী বিশেষ গাইড বা বিশেষজ্ঞ মনোবিদ।

৬.৩.২ কাউন্সেলিং-এর ধারণা (Concept of Counselling)

কাউন্সেলিং-এর কয়েকটি সংজ্ঞা দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা যাক।

১। এক ব্যক্তির অন্যকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাহায্য প্রদানকে বলা হয় কাউন্সেলিং। যিনি সাহায্য প্রদান করেন তিনি কাউন্সেলার এবং যে সাহায্যপ্রার্থী সে কাউন্সেলী (Counselle) বা ক্লাইয়েন্ট (Client)।

২। ক্লাইয়েন্টের সমস্যা নিরসনকল্পে কাউন্সেলার ও ক্লাইয়েন্টের মধ্যে কয়েকটি সাক্ষাৎকার হল কাউন্সেলিং।

৩। কাউন্সেলিং এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে দুই ব্যক্তি সমস্যার সনাক্তকরণ ও সমস্যার নিরসনে তৎপর হন। এই দুই ব্যক্তির একজন ক্লাইয়েন্ট (যার সমস্যা বর্তমান) এবং অপরজন হলেন কাউন্সেলার।

আমরা এখানে কাউন্সেলিং মনোবিজ্ঞান ও কাউন্সেলিং মনোবিদের বিভিন্ন কার্যাবলীর আলোকে কাউন্সেলিং বলতে কি বোঝায় তা নির্ধারণের চেষ্টা করবো।

কাউন্সেলিং মনোবিজ্ঞান হল মনোবিজ্ঞানের একটি ফলিত শাখা। এটির ভিত্তি হল মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন নীতি (principle) ও পদ্ধতি (methods)। মানুষের জীবনের যাত্রাপথে উদ্ভুত বিভিন্ন চাহিদা (needs) এবং এই চাহিদাকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত বিভিন্ন সমস্যার নিরসন করাই কাউন্সেলিং মনোবিদ্‌দের প্রধান কাজ। এই সব সমস্যার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল—পারিবারিক, বৈবাহিক, ক্ষোভ-দুঃখ, অহেতুক ভয়, যৌন-ব্যভিচার ইত্যাদি সংক্রান্ত সমস্যা।

কোন কোন কাউন্সেলিং মনোবিদ ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা, কিংবা আপামর জনসাধারণের শুধু স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যা আবার কেউ কেউ শিক্ষান্তে ছাত্র-ছাত্রীদের চাকুরী সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন অর্থাৎ উক্ত ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষজ্ঞ কাউন্সেলিং মনোবিদ হিসেবে তাদের কর্মময় জীবন ব্যয় করেন। একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার কাউন্সেলিং মনোবিদ্‌গণ ক্লাইয়েন্টদের উপর কোন ঔষধ প্রয়োগ করেন না, এবং তাদের পরিষেবা সাধারণত মানসিকভাবে অল্প বিপর্যস্ত ক্লাইয়েন্টদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কাউন্সেলিং মনোবিদগণ সাহায্যপ্রার্থীকে কখনও 'রোগী' বলেন না, বলেন ক্লাইয়েন্ট। এটার উদ্দেশ্য হল—চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষা 'রোগ' এবং 'রোগারোগ্য' এ দুটোকে দূষণমুক্ত করা। দূষণ এই অর্থে যে 'মানসিক রোগ' এবং 'মানসিক রোগারোগ্য' এই শব্দগুলি আজও আমাদের সমাজে কলঙ্কের কালিমা বহন করে চলেছে। কাউন্সেলারগণ ক্লাইয়েন্টের সঙ্গে এমন একটা সুসম্পর্ক স্থাপন করেন যাতে ক্লাইয়েন্ট নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবতে পারেন এবং স্বচ্ছন্দে তার সমস্যাটা কাউন্সেলারের কাছে তুলে ধরতে পারেন।

কাউন্সেলিং মনোবিদগণ ক্লাইয়েন্টকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন। তাঁদের মতে প্রতিটি ক্লাইয়েন্ট যথেষ্ট বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন; কোন ঘটনার নেতিবাচক প্রভাব কোনভাবে তার এই বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং তাই সে বর্তমান সমস্যার স্বরূপ উদঘাটনে অক্ষম হয়ে পড়েছে। কাউন্সেলিং মনোবিদের মত হল ক্লাইয়েন্টের মন থেকে এই ঘটনার নেতিবাচক প্রভাবটি কোনভাবে সরিয়ে দিতে পারলেই সে আবার বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে উঠবে এবং নিজের বর্তমান সমস্যাটির সমাধান নিজেই করতে পারবে। কাউন্সেলিং মনোবিদগণের মানুষ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হল মানুষের প্রকৃতি স্বভাবতই নির্মল এবং মানুষ স্বভাবতই শুভবুদ্ধি

সম্পন্ন। অর্থাৎ কাউন্সেলিং মনোবিদ্‌গণ মানুষের স্বরূপের ইতিবাচক দিকটাকেই মুখ্য বলে মনে করেন। ফলে তাঁদের নিকট নেতিবাচক দিকটা একেবারেই গৌণ।

কাউন্সেলিং মনোবিদ্‌গণ ক্লাইয়েন্টের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করেই শুধু সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না, ক্লাইয়েন্টের যুক্তিপূর্ণ বিচার-বুদ্ধির যাতে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটে সে দিকেও তাকে প্রণোদিত করেন এবং এই সমৃদ্ধির প্রণোদনা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল 'ক্লাইয়েন্ট-কাউন্সেলার সম্পর্কের যথাযথ ভিত্তি স্থাপনের উপর।

কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া উন্নতমানের পারস্পরিক মানবিক সুসম্পর্করূপ। 'কাউন্সেলিং পরিবেশ' প্রতিষ্ঠার উপর যেহেতু নির্ভরশীল তাই কাউন্সেলার হবেন কাউন্সেলীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই পরিবেশ উদ্ভাবনে ও প্রতিস্থাপনে একজন সক্ষম শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। এই 'পরিবেশ' প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার জন্য চাই কাউন্সেলীর সঙ্গে কাউন্সেলারের সমানুভূতি (Empathy)। সমানুভূতির অর্থ হল কাউন্সেলীর ব্যক্তিগত জগতের সঙ্গে কাউন্সেলারের একাত্মতা। অর্থাৎ কাউন্সেলীর সমস্যাটা যদি কাউন্সেলারের হতো তা'হলে কাউন্সেলারের প্রত্যক্ষণ (perception), অনুভূতি ও আবেগ (feeling and emotion) এবং এই আবেগের বহিঃপ্রকাশই বা কিরকম হবে তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা। একটা উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যাক। ধরা যাক কোন ব্যক্তিকে সাপে কামড়ালো এবং ব্যক্তিটি বিষের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে লাগলো এবং একদল লোক এসে তড়িঘড়ি করে তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করলো। এক্ষেত্রে যদি এই একদল লোকের মধ্যে অতীতে বিষধর সাপের কামড় খাওয়ার অভিজ্ঞতা থাকে কোন ব্যক্তির তাহলে বর্তমানে সাপের কামড়ে যন্ত্রণারত ব্যক্তিটির সঙ্গে তার হবে সমানুভূতি। কেননা সাপের বিষের কী যন্ত্রণা তা সে অতীতে উপলব্ধি করেছে। আর বাকী যত লোক এই একদল লোকের মধ্যে আছে তাদের হবে বর্তমানে সাপেকাটা ব্যক্তিটির জন্য সহানুভূতি (Sympathy)। কাউন্সেলারের কাউন্সেলীর সঙ্গে এই সমানুভূতি বা একাত্মতাই কাউন্সেলিং-এ সফলতার চাবিকাঠি।

৬.৪ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর সম্পর্ক ও পার্থক্য (Relationship and Differences between Guidance and Counselling)

কাউন্সেলিংকে গাইডেন্সের হৃদয় (Heart) বলা হয়ে থাকে। গাইডেন্সেরই একটা বিশেষ কৌশল বা টেক্‌নিক্ হল কাউন্সেলিং। গাইডেন্স হল সাধারণ এবং কাউন্সেলিং হল এই গাইডেন্সের সাধারণরূপের একটা বিশেষ রূপ। গাইডেন্স হল একটা জেনেরিক টার্ম (Generic term) এবং কাউন্সেলিং হল একটা স্পেসিফিক টার্ম (Specific term)। এই জেনেরিক টার্ম ও স্পেসিফিক টার্ম একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। যেমন 'রং' হল একটা জেনেরিক টার্ম এবং রং-এর মধ্যে 'লাল রং' হল একটা স্পেসিফিক টার্ম। অর্থাৎ 'রং' বললে সব রংকেই বোঝায়। কিন্তু 'লাল রং' বললে একটা বিশেষ রংকে বোঝায়, লাল ব্যতীত অন্য কোন রং-কে বোঝায় না। এই 'সব' ও 'বিশেষ' এই দুটো শব্দের মধ্যেই গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর পার্থক্যের মূলসূত্র

বিদ্যমান। অর্থাৎ সব কাউন্সেলিং-ই গাইডেন্স কিন্তু সব গাইডেন্স কাউন্সেলিং নয়। কাউন্সেলিং হল একটা 'বিশেষ' গাইডেন্স।

গাইডেন্স কোন রকম পারস্পরিক সাক্ষাৎকার ছাড়াই হতে পারে কিন্তু কাউন্সেলিং অন্ততঃ দু'জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার ব্যতীরেকে হতে পারে না। যেমন একজন কাউন্সেলার ও একজন ক্লাইয়েন্ট। গাইডেন্স পারস্পরিক সাক্ষাৎকার ছাড়া হতে পারে এই কারণে বললাম যে একটা বই পড়েও আমরা নিজেদের গাইড করতে পারি। যেমন ট্যুরিস্ট গাইডবুক দেখে আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে নিজেরাই অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া পরিচালিত বা গাইডেড্ (Guided) হতে পারি। এখানে বইটি গাইড হিসেবে কাজ করলো। বইতো কোন ব্যক্তি নয়। তাই পারস্পরিক সাক্ষাৎকার হল না।

শিক্ষা সংক্রান্ত, চাকুরী সংক্রান্ত, বিবাহ সংক্রান্ত ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার 'গাইডেন্স' বই বা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পড়ে সম্পন্ন করা যেতে পারে। কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তির মানসিক চিকিৎসারূপ গাইডেন্স কাউন্সেলারের সঙ্গে অসুস্থ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার ছাড়া সম্ভভব নয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে 'গাইডেন্স' হয়ে যাবে 'কাউন্সেলিং'।

মোদ্দা কথা হল যেখানে মুখো-মুখি সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন সেখানেই গাইডেন্স হয়ে পড়বে কাউন্সেলিং। মানসিক সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত সব গাইডেন্সই কাউন্সেলিং যেহেতু এক্ষেত্রে কাউন্সেলার ও ক্লাইয়েন্টের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার দরকার। মানসিক সমস্যা বলতে আমাদেরকে বুঝতে হবে এমন যে কোন সমস্যা যা নিজে নিজে সমাধান করা ক্লাইয়েন্টের পক্ষে সম্ভভবপর নয়। এই জন্যই গাইডেন্সের সত্যিকারের স্বরূপ হল কাউন্সেলিং। এবং এই জন্যই সব মনোবিদ্ই একবাক্যে স্বীকার করেন কাউন্সেলিং-ই গাইডেন্সের হৃদয় বা হার্ট।

৬.৫ কাউন্সেলিং-এর মৌলিক নীতিসমূহ (Basic Principles of Counselling)

নীচে কাউন্সেলিং-এর মৌলিক নীতিসমূহের উল্লেখ করা হল :

১। **গ্রহণ (aceptance)**—কাউন্সেলিং-এর সমস্ত প্রবক্তারাই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে ক্লাইয়েন্টকে রোগী হিসেবে নয় একজন মানুষ হিসেবে মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করে গ্রহণ করে নিতে হবে। অন্যথায় কাউন্সেলিং ফলপ্রসূ হবে না।

২। **পারস্পরিক সম্পর্কের অনুমোদন (permissiveness)**—কাউন্সেলিং-এর সমস্ত প্রবক্তারাই ক্লাইয়েন্ট ও কাউন্সেলারের সম্পর্ককে সফল কাউন্সেলিং-এর ভিত্তি হিসেবে অনুমোদন করেন। ক্লাইয়েন্ট ও কাউন্সেলারের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত না হলে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া চালানো সম্ভভব নয়, কাউন্সেলিং-এ সফলতা তো দূরের কথা।

৩। **শিখন (learning)**—শিখন ব্যতীত কাউন্সেলিং সম্ভভব নয়। ক্লাইয়েন্টকে সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজে পেতে নিজের সম্পর্কে ও পরিবেশ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য ও তত্ত্ব শিখতে হবে। কাউন্সেলার প্রদত্ত তথ্য ও তত্ত্ব সম্ভবলিত নির্দেশ শেখার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার নতুন

আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ক্লাইয়েন্ট নিজেই নিজের সমস্যা সমাধানে সফল হতে পারে। কাউন্সেলার-ক্লাইয়েন্টকে শুধু তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে সমস্যার মূল কারণটি উদঘাটনে সহায়তা করেন। সমস্যার মূল কারণ জানা হয়ে গেলে সমস্যার সমাধান অতি সহজেই হয়ে যায়।

৪। **ক্লাইয়েন্টের সঙ্গে সহচিন্তন (thinking with client)**—ক্লাইয়েন্টের জন্য নয় ক্লাইয়েন্টের সঙ্গে সমানুভূতির মাধ্যমে সহচিন্তন কাউন্সেলিং-এর চতুর্থ মৌলিক নীতি। সমানুভূতির (empathy) মাধ্যমে সহচিন্তন ক্লাইয়েন্টের সমস্যার মূল কারণ বার করার বিশেষ সহায়ক। সহচিন্তনই সমস্যার স্বরূপ উদঘাটনে সমর্থ এবং এটিই সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি।

৬.৬ কাউন্সেলিং এবং সাইকোথেরাপী (Counselling and Psychotherapy)

কাউন্সেলিং এবং সাইকোথেরাপীকে প্রায়শই সমার্থক হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু বস্তুত এই দুটো সমার্থক নয়, এদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। নীচে কাউন্সেলিং এবং সাইকোথেরাপীর মধ্যে দু'টি মৌলিক পার্থক্যের উল্লেখ করা হল :

কাউন্সেলিং	সাইকোথেরাপী
১। এটা হল সংক্ষিপ্ত সাইকোথেরাপী এবং এটা রজার্স, এলিস্ ও আরও অনেক মনোবিদ প্রবর্তিত ক্লাইয়েন্টের কোন সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি।	১। সাইকোথেরাপী হল ক্লাইয়েন্ট ও সাইকোথেরাপীষ্টের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে ক্লাইয়েন্টের দৈহিক ও মানসিক উপসর্গগুলি দূর করার কিংবা ক্লাইয়েন্টের বিপর্যস্ত অস্বাভাবিক আচরণকে স্বাভাবিক সুবিন্যাস্ত অবস্থায় ফিরিয়ে এনে ইতিবাচক ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তির পদ্ধতি বিশেষ।
২। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন চাকুরীতে বা পরিবারে ক্লাইয়েন্ট নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ব্যাপারে অসমর্থ হলে কাউন্সেলার ক্লাইয়েন্টকে ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারে সাহায্য করেন। ধরা যাক কোন ক্লাইয়েন্টের আবেগ সংক্রান্ত সমস্যা আছে। কিন্তু সে এল শুধুমাত্র চাকুরী সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য। এক্ষেত্রে আবেগ সংক্রান্ত সমস্যা দূর না করেও শুধুমাত্র চাকুরী সংক্রান্ত সমস্যা দূর করার জন্য কাউন্সেলিং প্রদান করা যেতে পারে। অর্থাৎ ক্লাইয়েন্টের সমস্ত সমস্যা দূরীকরণের চেষ্টা না করে কাউন্সেলিং ক্লাইয়েন্টের বিশেষ কোন সমস্যাকে (যা ক্লাইয়েন্ট কাউন্সেলারের নিকট সমাধানের জন্য উপস্থিত হয়) সমাধানে নিয়োজিত হতে পারে।	২। সাইকোথেরাপীষ্ট ক্লাইয়েন্টের ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক কাঠামোটির পরিমার্জিত রূপরেখা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন এবং ক্লাইয়েন্টের ব্যক্তিত্বের কোন প্রলক্ষণ বা দিকের সমস্যার কথা ভাবেন না বা এই বিশেষ সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন না; চেষ্টা করেন ক্লাইয়েন্টের যত সমস্যা আছে সবকটা দূরীকরণের অর্থাৎ তিনি ভাবেন ক্লাইয়েন্টের ব্যক্তিত্বের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে।

৬.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

গাইডেন্স শব্দটির অর্থ কোন নির্দিষ্ট পথে অন্য একজন দিশাহীন মানুষকে পরিচালিত করা। যাঁর গাইডেন্স দরকার এবং যিনি গাইডেন্স দিতে সক্ষম এই দুই ব্যক্তির পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার ভিত্তিতে নৈর্ব্যক্তিক তথ্যের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে একটি নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করার নাম গাইডেন্স। দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে এই সাহায্য অধিকাংশ মানুষের জীবনে অপরিহার্য। গাইডেন্সের বিচার করা হয় দুটি প্রেক্ষাপট অনুযায়ী—দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের প্রেক্ষাপট এবং আর একটি উপস্থিত বা তাৎক্ষণিক কোন লক্ষ্য অর্জনে কতটা সফল তার ভিত্তিতে।

কাউন্সেলিং ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সমস্যা ভিত্তিক এবং সমাধানমূলক প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের সাহায্যকারী ব্যক্তি কাউন্সেলর এবং যিনি সমস্যার নিরসনের জন্য সাহায্য গ্রহণ করেন তিনি হলেন ক্লাইয়েন্ট বা কাউন্সেলী। কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় কোন ব্যক্তিকে গৃহীতা ও দাতা এইভাবে দেখা হয় না। ক্লাইয়েন্টের সক্ষমতাকে কখনও ছোট করে দেখা হয় না। এক্ষেত্রেও বিচার বুদ্ধি, পারস্পরিক আলোচনা, তথ্যের আদান প্রদানের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি ও সম্ভভাবনাকে জাগিয়ে তুলে তার নিজের সমস্যা নিজেই কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করা হয়। বাইরে থেকে অন্যের সমস্যা সমাধান করা যায় না, এর জন্য দরকার সহমর্মিতা ও বোঝাপড়া। কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়া হলেও পরস্পর সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত নয়।

কাউন্সেলিং এর মূলনীতিগুলি হল গ্রহণ, পারস্পরিক সম্পর্কের অনুমোদন, শিখন এবং ক্লাইয়েন্টের সঙ্গে সহচিন্তন। কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপীর মধ্যে বহু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুটি প্রক্রিয়া এক নয়। কাউন্সেলিং-এর তাত্ত্বিক ভিত্তি রজার্স, এলিস্ প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা নির্মাণ করেন। সাইকোথেরাপীর উদ্ভব প্রধানত ফ্রয়েডের তত্ত্ব থেকে। কাউন্সেলিং হল সাইকোথেরাপীর সংক্ষিপ্ত রূপ কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রেই একই ধরনের তথ্য ও একই ধরনের প্রক্রিয়া কাজ করে।

৬.৮ প্রশ্নাবলী (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very Short answer Questions)

(ক) গাইডেন্সের সংজ্ঞা দিন।

(খ) কাউন্সেলিং কাকে বলে?

(গ) ক্লাইয়েন্ট কাকে বলে?

(ঘ) গাইডেন্সের সার্থকতা বিচারের ভিত্তি কি?

(ঙ) সমানুভূতি কি?

(চ) কাউন্সেলিং কে ক্লাইয়েন্ট কেন্দ্রিক প্রক্রিয়া বলা হয় কেন?

(ছ) সাইকোথেরাপী কাকে বলে?

(জ) কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে রজার্স-এর ভূমিকা কি?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer Questions)

(ক) গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর সংজ্ঞার তুলনা করুন।

(খ) বর্তমান যুগে গাইডেন্স অপরিহার্য কেন?

(গ) কাউন্সেলিং, কাউন্সেলর ও কাউন্সেলী এদের মধ্যে পার্থক্য কি?

(ঘ) কাউন্সেলিংকে মানবিক প্রক্রিয়া বলা হয় কেন?

(ঙ) গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর সম্পর্ক কোথায়?

(চ) গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর পার্থক্য কি?

(ছ) কাউন্সেলিং-এ গ্রহণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক অনুমোদন কথার অর্থ কি?

(জ) কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপীর প্রধান প্রধান পার্থক্য কি?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) কাউন্সেলিং ও গাইডেন্সের সংজ্ঞা লিখুন ও ব্যাখ্যা করুন। উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্যগুলি উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

(খ) কাউন্সেলিং-এর মূল নীতিগুলি উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন। এই নীতিগুলি কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্রে অপরিহার্য কেন?

(গ) কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স এবং কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপীর তুলনামূলক আলোচনা করুন।

একক ৭ ❐ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ধাপ (Steps in Guidance and Counselling)

গঠন (Structure)

৭.১ সূচনা

৭.২ উদ্দেশ্য

৭.৩ গাইডেন্সের ধাপ

৭.৩.১ তথ্য সংগ্রহ

৭.৩.২ তথ্যের বিশ্লেষণ

৭.৩.৩ লক্ষ্য নির্ণয়

৭.৩.৪ লক্ষ্য অর্জনের প্রস্তুতি

৭.৩.৫ ফলাফল বিচার

৭.৪ কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার পর্যায়সমূহ

৭.৪.১ সুসম্পর্ক স্থাপন

৭.৪.২ সমস্যা চিহ্নিত করণ

৭.৪.৩ সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা

৭.৫ কাউন্সেলিং বা পরামর্শদানে ন্যায়নীতি সংক্রান্ত বিচার্য বিষয়

৭.৬ সারসংক্ষেপ

৭.৭ প্রশ্নাবলী

৭.১ সূচনা (Introduction)

গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর প্রাথমিক ধারণা লাভের পর জানা দরকার এর পদ্ধতিগত দিক। বিভিন্ন ধরনের গাইডেন্সের ক্ষেত্রে এবং পরামর্শদানের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। সেইমত ধাপ বা কার্যকর্মের

মধ্যেও পরিবর্তন হয়। সেজন্য এখানে গাইডেন্স বা নির্দেশনা ও কাউন্সেলিং বা পরামর্শদানের প্রধান ধাপগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। সেই সঙ্গে কিছু নৈতিক প্রশ্নও থেকে আলোচনা করা হল।

৭.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- গাইডেন্স প্রক্রিয়ায় যে ধাপ বা কার্যক্রম অনুসরণ করা হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- অনুরূপভাবে কাউন্সেলিং বা পরামর্শদানের ধাপগুলিও বর্ণনা করতে পারবেন।
- কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে যে সব নৈতিক সমস্যা যুক্ত আছে সেগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৭.৩ গাইডেন্সের ধারা বা স্তরসমূহ (Steps in Guidance)

গাইডেন্সের কয়েকটি নির্দিষ্ট পর্যায় বা স্তর আছে। এইগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হচ্ছে।

৭.৩.১ তথ্য সংগ্রহ (Collection of information)

(ক) ব্যক্তির শারীরিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত খবরাখবর অতি যত্ন সহকারে ও নির্ভুলভাবে সংগ্রহ করতে হবে। দেখতে হবে শারীরিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সব তথ্যই যেন সংগৃহীত হয়। কোন তথ্যই যেন বাদ না পড়ে।

(খ) ব্যক্তির পারিবারিক তথ্য ও পারিবারের মানুষদের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপরেখা অর্থাৎ Sociogram পেলে তা যত্ন সহকারে সংগ্রহ করতে হবে।

(গ) ব্যক্তির পড়াশোনা সংক্রান্ত বিভিন্ন খবরাখবর সংগ্রহ করতে হবে।

(ঘ) ব্যক্তি যদি বর্তমানে পড়ুয়া হয় তাহলে তার স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সঠিক অবস্থান সম্পর্কে নানা খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করতে হবে।

(ঙ) ব্যক্তির পেশা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবরাখবর সংগ্রহ করতে হবে।

(চ) ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজন।

(ছ) ব্যক্তির সঠিক মানসিক গঠন জানার জন্য তার বুদ্ধি, বিশেষ প্রবণতা, আগ্রহ, মনোযোগ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি তথ্য মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষার সাহায্যে অবশ্যই জেনে নিতে হবে।

৭.৩.২ তথ্য বিশ্লেষণ (Analysis of Information)

শিক্ষা নির্দেশনা (Educational Guidance), বৃত্তিমূলক নির্দেশনা (Vocational Guidance), স্বাস্থ্য নির্দেশনা (Health Guidance) ইত্যাদি ভিন্ন প্রকারের নির্দেশনার জন্য কিছুটা ভিন্ন ধরনের তথ্য দরকার হয়। কিন্তু এদের মধ্যে সাধারণ ও আবশ্যিক তথ্য হল নির্দেশনা প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য। এইসব তথ্য, যেমন, শারীরিক তথ্য (উচ্চতা, ওজন, দৈহিক পরিমাপ ইত্যাদি), মানসিক তথ্য (বুদ্ধি, প্রবণতা, আগ্রহ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি), শিক্ষাগত তথ্য (পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের প্রাপ্ত নম্ভর ও পরপর পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্ভরের হ্রাস বৃদ্ধি), বিশেষ তথ্য (কোন বিশেষ পারদর্শিতা, প্রতিভা দক্ষতা, কোন সহজাত ত্রুটি), চিকিৎসামূলক তথ্য (দৃষ্টি, শক্তি ও শ্রবণের তীক্ষ্ণতা, থ্যালাসেমিয়া বা অনুরূপ কোন দুরারোগ্য ব্যাধি ইত্যাদি), সংগৃহীত হলে ব্যক্তি সম্ভবন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যায়।

সেই সঙ্গে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সুযোগ সুবিধা, প্রয়োজনীয় যোগ্যতার মাপকাঠি, আর্থিক প্রয়োজন, ইত্যাদি অথবা বৃত্তির যোগ্যতা, সুযোগ সুবিধা, ভবিষ্যত সম্ভভাবনা, এই জাতীয় অনেক তথ্য নির্দেশদাতাকে সংগ্রহ করতে হয়। এই দুই প্রকার তথ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তির পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত পন্থা স্থির করার জন্য দরকার প্রাপ্ত তথ্যগুলির বিশ্লেষণ ও মেলানো (matching)। এই প্রক্রিয়াটিকেই বলা হয়েছে তথ্য বিশ্লেষণ।

৭.৩.৩ লক্ষ্য নির্ণয় (Selection of the Goal)

যখন কোন ব্যক্তি নির্দেশনার জন্য আসেন, তখন তিনি নিজেও জানেন না তাঁর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত লক্ষ্য কোনটি। কারণ তিনি নিজেও তাঁর সমস্ত অন্তর্নিহিত শক্তি ও দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করতে পারেন না বা সেগুলি সম্ভবন্ধে সচেতন থাকেন না। এইজন্য পূর্বোক্ত ধাপে যে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয় তার মধ্যে দিয়ে নির্দেশনাদাতা এক বা একাধিক বিকল্প লক্ষ্য উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য চিহ্নিত করেন। তারপর পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ধাপটি সেইজন্য লক্ষ্য নির্ণয়ের ধাপ।

৭.৩.৪ লক্ষ্য অর্জনের প্রস্তুতি (Preparation for achieving the goal)

শুধুমাত্র লক্ষ্য স্থির করে দিলেই নির্দেশনাদাতার কাজ শেষ হয় না। ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি দরকার তার জন্য প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশ করাও তাঁর অন্যতম কাজ। যদি লক্ষ্য ঠিক হয় যে তথ্য প্রযুক্তিই কোন ছাত্রের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত পাঠ্য বিষয় তবে নির্দেশনাদাতাকেই জানাতে হবে কোথায় কোথায় তথ্যপ্রযুক্তি পড়া যাবে, সেখানে ভর্তি হওয়ার পদ্ধতি কি, এবং তারজন্য কি ধরনের প্রস্তুতি দরকার হবে? এই বিষয়গুলির উপর নির্দেশনার সাফল্য বা ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। এমন কোন লক্ষ্য নির্ণয় করা

হল যা ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত কিন্তু তা অর্জন করার সুযোগ নেই বা ব্যক্তির পক্ষে তার সমস্ত শর্ত (যেমন, আর্থিক ব্যয়-ভার) পূরণ করা সম্ভভব নয়, তবে সেই নির্দেশনার কোন মূল্য নেই। প্রস্তুতি পর্বে এই সমস্ত প্রসঙ্গই বিবেচ্য।

৭.৩.৫ ফলাফল বিচার (Follow up)

ফলাফল বিচার কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য ফলাফল লক্ষ্য করে নির্দেশনার সাফল্য অসাফল্য বিচার। পূর্বোক্ত উদাহরণে যদি দেখা যায় তথ্যপ্রযুক্তি পড়তে যেয়ে নির্দেশনা গৃহীতা আর আগ্রহবোধ করছে না, বা ফলাফল খারাপ করে ফেলছে তবে বুঝতে হবে নির্দেশনা প্রক্রিয়ার মধ্যে কোথাও ত্রুটি থেকে গেছে। যদি বিপরীত ফল হয় অর্থাৎ ব্যক্তি যদি একজন সফল তথ্যপ্রযুক্তিবিদ্ হিসাবে কর্মরত, তখন ধরে নিতে হবে নির্দেশনা সঠিক ও সার্থক।

৭.৪ কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার পর্যায়সমূহ (Steps in Counselling)

কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াকে কয়েকটি স্তরে বিন্যাস করা যেতে পারে। যদিও বিভিন্ন মত ও পথের অনুসারী মনোবিদ্ কাউন্সেলারগণ নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বজায় রেখে চলেন তবে কাউন্সেলিং-এর নিম্নলিখিত ধাপসমূহ সম্ভবন্ধে এঁরা একবাক্যে সহমত পোষণ করেন। এই স্তর বা ধাপগুলো হল—

১। সম্পর্ক স্থাপন (relationship establishment)

২। সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান (problem identification and exploration)

৩। সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা (Planning for problem solving)

৪। সমাধানের প্রয়োগ ও কাউন্সেলিং-এর সমাপ্তি ঘোষণা (Solution application and termination)

৭.৪.১ সুসম্পর্ক স্থাপন (Relationship Establishment)

কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই সম্পন্ন করা সম্ভভব। এই সম্পর্ক হল সাহায্য প্রদানের সম্পর্ক। কাউন্সেলার সাহায্য প্রদান করবেন এবং ক্লাইয়েন্ট এই সাহায্য গ্রহণ করবে। প্রথম সাক্ষাৎকারের কাউন্সেলার ক্লাইয়েন্টকে বুঝিয়ে দেবেন যে এই সম্পর্ক হল পারস্পরিক সম্মান, বিশ্বাস ও অবাধ মতামত প্রকাশের সম্পর্ক; এখানে ভয় উদ্বেগ ও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই প্রথম সাক্ষাৎকারের কাউন্সেলার বুঝিয়ে দেবেন কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াটি কী এবং কীভাবে এগোবে।

এই সম্পর্কের ভিত্তি হল শর্তবিহীন ইতিবাচক সম্ভ্রান, নিখুঁত সমানুভূতি ও অকৃত্রিমতা। কাউন্সেলার কোন শর্ত ছাড়াই সম্ভ্রান করবেন ক্লাইয়েন্টকে, তার সঙ্গে হবে তাঁর সমানুভূতি এবং তিনি ক্লাইয়েন্টের নিকট হবেন অকৃত্রিমতার প্রতিমূর্তি।

সম্পর্কটি আগেভাগেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে কেননা এই সম্পর্কের মাধ্যমেই জানা যাবে ক্লাইয়েন্ট কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াটিতে আদৌ যোগ দেবে কি না কিংবা এতে যুক্ত হলেও তা চালিয়ে যাবে কি না।

প্রাথমিক পর্যায়ের সাক্ষাৎকারগুলির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(ক) ক্লাইয়েন্টের সঙ্গে সুসময় ও ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপন।

(খ) ক্লাইয়েন্টকে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া ও তাতে পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব কী তা পরিষ্কার করে বোঝানো।

(গ) কথোপকথন যাতে নির্বিঘ্নে ঘটে তাতে ক্লাইয়েন্টকে সহায়তা।

(ঘ) ক্লাইয়েন্ট কেন কাউন্সেলিং-এর জন্য তা সুচারুরূপে চিহ্নিতকরণ।

(ঙ) কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় ক্লাইয়েন্টের বুদ্ধি, বিশেষ প্রবণতা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি যে সমস্ত পরিমাপের দরকার হবে তার জন্য ক্লাইয়েন্টকে নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা।

ক্লাইয়েন্টের উদ্দেশ্য—

(ক) কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াটিকে ভালভাবে বুঝে নেওয়া এবং তাতে তার দায়দায়িত্বই বা কী তাও বুঝে নেওয়া।

(খ) কেন কাউন্সেলিং দরকার তার কারণগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা কাউন্সেলারের সঙ্গে মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে জেনে নেওয়া।

(গ) নিজের মূল্যায়ন ও সমস্যার মূল্যায়নে সহযোগিতা।

৭.৪.২ সমস্যা চিহ্নিতকরণ (Identification of Problem)

সম্পর্ক স্থাপনের পর দ্বিতীয় স্তরে ক্লাইয়েন্টকে তার সমস্যাটা ঠিক কী তা গভীরভাবে চিন্তা করে কাউন্সেলারের নিকট উপস্থাপন অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। এই স্তরে ক্লাইয়েন্টের দায়িত্ব যথেষ্ট বেশি। সমস্যার স্বরূপটি যতটা সুন্দর ও সহজভাবে সে তুলে ধরতে পারবে কাউন্সেলারের পক্ষেও তাকে সাহায্য করা ততটাই সহজ ও সুবিধাজনক হবে।

অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণে নিম্নলিখিত স্তরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(ক) সমস্যার সংজ্ঞা প্রদান—ক্লাইয়েন্টের সঙ্গে সহমর্মী হয়ে, সমমনস্ক হয়ে সমস্যাটিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে এবং বিশেষায়িত করে বর্ণনা করা ও চিহ্নিত করা হয়। এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ক্লাইয়েন্ট ও কাউন্সেলার যেন সমস্যাটিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে একই দৃষ্টিকোণ থেকে নিরীক্ষণ করে।

(খ) সমস্যাটির বিভিন্ন দিক খুঁটিয়ে দেখা—সমস্যাটিকে ভালভাবে বোঝার জন্য যে সব তথ্য সংগ্রহ করা দরকার সেগুলো এই স্তরে সংগ্রহের উপায় ভাবা হয়। কে, কীভাবে ও কত সময়ের মধ্যে এই তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা যাবে ইত্যাদিরও চিন্তা-ভাবনা করা হয় এই স্তরে।

(গ) তথ্যের সমন্বয়সাধন—এই স্তরে সংগৃহীত সমস্ত তথ্যসমূহ সুবিন্যস্ত করে সাজিয়ে ক্লাইয়েন্টের সমস্যার স্বরূপটি উদঘাটিত করা হয়।

৭.৪.৩ সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা

ক্লাইয়েন্ট কেন কাউন্সেলিং-এর জন্য এল এ ব্যাপারে যখন কাউন্সেলার সমস্ত তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হলেন এবং ক্লাইয়েন্টও সমস্যার রূপরেখা বুঝতে পেরে তা সমাধানে তৎপর হল তখন কাউন্সেলার ও ক্লাইয়েন্টের যৌথ উদ্যোগে সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা তৈরি হবে।

সমস্যা সমাধানের স্তরসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) সম্ভভাব্য সকল সমাধানসমূহের চিহ্নিতকরণ ও নথিভুক্তকরণ—ক্লাইয়েন্ট ও কাউন্সেলার ব্রেনস্টর্মিং-এর (brainstorming) মাধ্যমে যতরকম সমাধান সূত্র বার করা যায় তা বার করার চেষ্টা করবেন। অবশ্য ক্লাইয়েন্টকেই এই ব্যাপারে বেশি উদ্যোগ নিতে হবে। সমস্যা সমাধানের সূত্রসমূহ নথিভুক্তকরণের সময় এমন কোন সমাধানসূত্র বাদ দেওয়া চলবে না যা প্রথমদৃষ্টিতে মনে হবে যেন তা বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভভব নয়। এবং এও লক্ষ্য রাখতে হবে কোন সম্ভভাব্য সমাধানসূত্র বাদ গেল কিনা না এবং বাদ পড়ে থাকলে কাউন্সেলার ক্লাইয়েন্টকে যে সমাধানসূত্রটা বাদ গেল সেটা সম্ভবন্ধে জিজ্ঞাসা করবেন সে আদৌ এই সমাধান সূত্রটার কথা ভেবে দেখেছে কি না।

(খ) যে সমাধানসূত্রসমূহের নথিভুক্তিকরণ হল সমস্যার সমাধানে এদের সম্ভভাব্য পরিণতি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা—এই স্তরে কাউন্সেলারের পরামর্শ অনুযায়ী ক্লাইয়েন্ট প্রতিটি সমাধানসূত্র কী প্রক্রিয়ায় কাজে লাগানো যেতে পারে তা খতিয়ে দেখবে। এইভাবে যখন খতিয়ে দেখবে সমাধানসূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু প্রক্রিয়া ক্লাইয়েন্টের নিকট খুব জটিল মনে হবে এবং কিছু সমাধানসূত্র বাস্তবে প্রয়োগ একেবারেই অসম্ভভব বোধ হবে। কিন্তু তা হলেও প্রতিটি সমাধানসূত্রের প্রায়োগিক বাস্তবতা খুব যত্ন সহকারে যাচাই করে দেখতে হবে।

(গ) কাঠিন্যের মাত্রানুযায়ী সমাধান সূত্রগুলিকে সহজতম থেকে কঠিনতম ক্রম পর্যায়ে সুসজ্জিতকরণ—(খ)-স্তরের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার পর সমাধান সূত্রগুলির প্রায়োগিক সুবিধা

অনুযায়ী ক্লাইয়েন্ট কাউন্সেলারের পরামর্শ অনুযায়ী সহজতম থেকে কঠিনতম ক্রম পর্যায়ে সুসজ্জিত করবে। সবচেয়ে ভালো সমাধান সূত্র নির্বাচন হয়ে গেলে ক্লাইয়েন্ট এটাকে তার সমস্যা সমাধানের জন্য অবশ্যই প্রয়োগ করে দেখবে এটা কতটা কার্যকরী। সমাধান সূত্রের প্রয়োগ ও কাউন্সেলিং-এর সমাপ্তি ঘোষণা—এই সর্বশেষ পর্যায়ে ক্লাইয়েন্ট ও কাউন্সেলার উভয়ের দায়িত্ব খুবই পরিষ্কার। ক্লাইয়েন্টের দায়িত্ব হল সমাধান সূত্রের যথাযথ প্রয়োগ এবং কাউন্সেলারের দায়িত্ব হল কাউন্সেলিং-এর সমাপ্তি ঘোষণা। সমাধান সূত্র প্রয়োগের পরও যদি ক্লাইয়েন্টের সমস্যা সম্পূর্ণ নির্মূল না হয় তবে অবশ্য তাকে কাউন্সেলারের সাহায্য আবার নিতে হবে। আর যদি দেখা যায় ক্লাইয়েন্টের আর কোন সমস্যা বর্তমানে নেই তাহলে কাউন্সেলার অবশ্যই কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

৭.৫ কাউন্সেলিং বা পরামর্শদানে ন্যায়নীতি সংক্রান্ত বিচার্য বিষয় (Ethical Issues in Counselling)

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যে প্রশ্নটি আমাদের মনে জাগে তা হল : যিনি পরামর্শ প্রদান করবেন অর্থাৎ কাউন্সেলার হিসাবে কাজ করবেন সত্যিই কি তিনি এ কাজের উপযুক্ত? অথবা প্রশ্নটি অন্যভাবে উত্থাপন করে বলা যায় তিনি কি কাউন্সেলিং-এ নিজেকে নিযক্ত করার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় হল কাউন্সেলার এবং ক্লাইয়েন্টের সম্পর্ক যথেষ্ট নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য কি না। এই দ্বিতীয় বিষয়টার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এ প্রক্রিয়ায় কাউন্সেলার ও ক্লাইয়েন্টের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বস্ততা বিদ্যমান কি না।

তৃতীয়তঃ কোন্ বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন কাউন্সেলার কোন কাউন্সেলীকে অন্য কোন কাউন্সেলারের বা বিশেষজ্ঞের কাছে পরামর্শ নিতে পাঠাবেন এটাও একটা ন্যায়নীতি সংক্রান্ত বিচার্য বিষয়। এটা নির্ভর করবে ক্লাইয়েন্টের এতে কতটা উপকার হবে তার উপর। অন্য কোন কাউন্সেলারের নিকট ক্লাইয়েন্টকে প্রেরণ অবশ্যই সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হতে হবে এবং ক্লাইয়েন্ট যাতে এতে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখেই তা করতে হবে। ক্লাইয়েন্টের কোন সমস্যার স্বরূপ নির্ধারণে অসমর্থ হলে কাউন্সেলারকে অবশ্যই এমন কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা অন্য কোন বিশ্বস্ত কাউন্সেলারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত যিনি সমস্যার স্বরূপ সম্ভবন্ধে সন্দেহের নিরসনে সমর্থ।

চতুর্থতঃ কাউন্সেলার ও কাউন্সেলীর সম্পর্ক অবশ্যই কাউন্সেলিং বিধি সংক্রান্ত আওতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এই সম্পর্ক কোন ক্রমেই ব্যক্তিগত সম্পর্কে যেন রূপান্তরিত না হয় সে ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতে হবে এবং কাউন্সেলারকে মনে রাখতে হবে সম্পর্কটা সম্পূর্ণভাবে পেশাদারী।

পঞ্চমতঃ আর্থিক ন্যায়নীতির অন্তর্গত হল কটা কাউন্সেলিং সেসন (sessions)-এর দরকার হবে, কি কি অভীক্ষাকার্য চালাতে হবে এবং তাতে কত খরচ পড়বে, কখন কাউন্সেলিং-এর সমাপ্তি ঘোষণা করতে হবে, কাউন্সেলিং কার্য সমাপ্তির পর আরও কি পরিমাণ তদারকীর (follow up) দরকার হবে ইত্যাদি বিষয়। কোনক্রমেই কাউন্সেলীকে (ক্লাইয়েন্টকে) আর্থিক শোষণের শিকার করা চলবে না।

ষষ্ঠতঃ কাউন্সেলিং ন্যায়নীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় হল এই যে কাউন্সেলিং চলাকালীন যে সমস্ত তথ্যের উদ্ভব হবে সেগুলি যেন গোপন থাকে এবং কোনক্রমেই বাইরের কোন ব্যক্তির গোচরীভূত না হয়। এটা বিশেষ করে সেই সব ক্ষেত্রে সত্যি যেখানে এই তথ্যের অপব্যবহারের সম্ভভাবনা প্রবল।

সপ্তমতঃ কাউন্সেলিং-এ ব্যবহৃত ভাষা হবে মার্জিত, আবেগবর্জিত, বিদ্বেষ বিবর্জিত এবং পক্ষপাতহীন এবং লক্ষ্য রাখতে হবে কোন পরিস্থিতিতেই যেন অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ না করা হয়। আর শারীরিক ভাষা (Body language), অঙ্গাভঙ্গী, হাসির বিনিময়, অঙ্গ স্পর্শ ইত্যাদি ক্লাইয়েন্টের কৃষ্টিগত দিক থেকে বিচার করলে অবশ্যই যেন সুসঙ্গত হয় সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

অষ্টমতঃ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কাউন্সেলিং যাতে অবাধ ও সুষ্ঠু (Free and fair) হয় সেদিকে অবশ্যই কাউন্সেলারকে দৃষ্টি দিতে হবে। এটা কাউন্সেলিং-এ ন্যায়নীতি সংক্রান্ত বিচার্য বিষয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

প্রতিটি কাউন্সেলিং সেসনে (session) উপরিউক্ত ন্যায়নীতি সংক্রান্ত বিচার্য বিষয়গুলি যেন অবশ্যই পালিত হয় সে দিকে প্রতিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাউন্সেলারকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং তা হলেই কাউন্সেলিং হবে সার্থক ও সর্বাঙ্গ সুন্দর। পরিশেষে বলবো উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাউন্সেলার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির এ পেশায় ঢোকা একেবারেই নীতিবহির্ভূত ও গর্হিত কাজ।

৭.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

গাইডেন্স বা নির্দেশনা দান শুরু হয় নির্দেশনা গ্রহীতা সম্ভবন্ধে তথ্য নথিবদ্ধ করার মধ্যে দিয়ে। তার সম্ভবন্ধে ব্যক্তিগত তথ্য, যেমন, শারীরিক তথ্য, মানসিক তথ্য, শিক্ষাগত তথ্য, বিশেষ তথ্য, চিকিৎসামূলক তথ্য, পারিবারিক তথ্য ইত্যাদির মাধ্যমে নির্দেশনাদাতা ব্যক্তি সম্ভবন্ধে একটি সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করেন। এর পাশাপাশি শিক্ষার সুযোগসুবিধা, অথবা বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য, অথবা অনুরূপ যে ক্ষেত্রে নির্দেশনাদান করতে হবে সে সম্ভবন্ধে তথ্য একত্রিত করে একটি উপযুক্ত লক্ষ্য স্থির করা হয়। এরপর লক্ষ্য অর্জনের প্রস্তুতি এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে নির্দেশনার সার্থকতা বিচার।

কাউন্সেলিং বা পরামর্শদানের ধাপগুলি হল, সম্পর্ক স্থাপন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা। প্রতিটি ধাপ আবার কয়েকটি উপস্তরে বিভক্ত। কিন্তু কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া যেভাবেই পরিচালিত হোক, কিছু কিছু নৈতিক বিষয় সম্ভবন্ধে সচেতন থাকা দরকার। যেমন, কাউন্সেলারের যোগ্যতা ও দক্ষতা সংশয়াতীত কিনা, পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ভরযোগ্য কি না, কাউন্সেলিং বিধি কতটা মানা হচ্ছে, গোপনীয়তা ও বিশ্বস্ততা ইত্যাদি।

৭.৭ প্রশ্নাবলী (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very Short answer Questions)

(ক) গাইডেন্সের জন্য শারীরিক তথ্যগুলি কি কি?

(খ) মানসিক তথ্যগুলি কি কি?

(গ) তথ্য বিশ্লেষণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

(ঘ) লক্ষ্য নির্ণয় কথাটির অর্থ কি?

(ঙ) সম্পর্ক স্থাপন কেন দরকার?

(চ) কাউন্সেলিং-এ তথ্যগোপন রাখার গুরুত্ব কি?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer Questions)

(ক) গাইডেন্সের জন্য যে সব তথ্য প্রয়োজন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(খ) গাইডেন্সের ক্ষেত্রে কেন ও কিভাবে ফলাফল বিচার করা হয় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(গ) সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনার প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) কাউন্সেলরের যোগ্যতা সংক্রান্ত নীতি কি?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) গাইডেন্সের ধাপগুলির নিজস্ব উদাহরণসহ বিস্তারিত বিবরণ দিন।

(খ) কাউন্সেলিং-এর কার্য পরম্পরা বর্ণনা করুন। একটি উদাহরণ দিন।

(গ) কাউন্সেলিং-এর নৈতিক বিচারের প্রসঙ্গ সম্ভবন্ধে একটি রচনা লিখুন।

একক ৮ ❐ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্র (Area of Guidance and Counselling)

গঠন (Structure)

৮.১ সূচনা

৮.২ উদ্দেশ্য

৮.৩ কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্র

৮.৩.১ ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং

৮.৩.২ ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং

৮.৩.৩ বিবাহ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং

৮.৩.৪ পুনর্বাসন সম্পর্কিত কাউন্সেলিং

৮.৩.৫ বার্ধক্যজনিত সমস্যায় কাউন্সেলিং

৮.৪ গাইডেন্সের ক্ষেত্র

৮.৪.১ শিক্ষা নির্দেশনা

৮.৪.২ বৃত্তিমূলক নির্দেশনা

৮.৪.৩ অন্যান্য নির্দেশনা ও কাউন্সেলিং

৮.৫ সারসংক্ষেপ

৮.৬ প্রশ্নাবলী

৬.১ সূচনা (Introduction)

একদিকে যেমন মানুষের জীবনে বিভিন্ন স্তরে বা বয়সে তার লক্ষ্যগুলি পরিবর্তিত হয়ে যায় তেমনি অপরদিকে তার জীবনে সমস্যারও অন্ত নেই। সেজন্য গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং মানুষের জীবনের প্রায় প্রতিবিষয়কে স্পর্শ করে যায়। এই কারণে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্র বিশাল এবং ব্যাপক। কোন একজন মাত্র

বিশেষজ্ঞ কাউন্সেলর বা গাইডের পক্ষে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্ত বিষয় সম্ভবন্ধে দক্ষ নির্দেশনা বা পরামর্শ দেওয়া সম্ভভব হয় না। এজন্য গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র অনুযায়ী অনেক ধরনের প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়ে থাকে। এই এককে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র সম্ভবন্ধে পরিচিতি দেওয়া হবে। দেখা যাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, তার উদ্দেশ্য ও সমস্যাই ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে। এই সব ক্ষেত্র সম্ভবন্ধে আরও কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে নবম ও দশম এককে।

৮.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং, ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং বিবাহ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং ও অন্যান্য কাউন্সেলিং-এর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা নির্দেশনা ও বৃত্তি নির্দেশনার প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর মিলিত প্রক্রিয়াগুলি সম্ভবন্ধে ধারণা দিতে পারবেন।

৮.৩ কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্র (Areas of Counselling)

কাউন্সেলিং সমস্যাকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যখন এমন কোন বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়, যা অন্য একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া সে নিজে সমাধান করতে পারে না, তখন ঐ যৌথ প্রক্রিয়াকে বলা হয় কাউন্সেলিং। কিন্তু সমস্যার প্রকৃতি জীবনের এক একটি ক্ষেত্রে ভিন্নরকম। সুতরাং কাউন্সেলিং-এর ধরনও আলাদা। সেজন্য ভিন্ন ভিন্ন কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৮.৩.১ ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং (Clinical Counselling)

ক্লিনিক কথাটির অর্থ চিকিৎসালয়, এ ক্ষেত্রে পরামর্শকেন্দ্র। ব্যক্তিগত সমস্যাক্রান্ত ব্যক্তি যখন কোন পরামর্শ কেন্দ্রে যান এবং পরামর্শ কেন্দ্রেই কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে তার সমস্যার নিরসন ঘটে তখন তাকে বলা যায় ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কথাটির তাৎপর্য একটু ভিন্ন। এমন অনেক সমস্যা আছে যা

চিকিৎসার যোগ্য নয় কিন্তু প্রতিকার না করলে তা চিকিৎসাযোগ্য রোগে পরিণত হতে পারে, সেইগুলিই ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং-এর প্রধান লক্ষ্য। এই সব সমস্যাগুলি মানুষের ব্যক্তিত্বের গঠন ও তার দৈনন্দিন জীবন যাপনের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং একজন ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলর যিনি মানসিক ও ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বিষয়ক সমস্যা সম্ভবন্ধে অবহিত তিনি কাউন্সেলিং-এর সাহায্যে ব্যক্তিকে তার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেন। অনেক সময়ই চিকিৎসা (Therapy) ও কাউন্সিলিং একযোগে চলে আবার ক্ষেত্র বিশেষে চিকিৎসার পর কাউন্সেলিং অর্থাৎ চিকিৎসা ছাড়াই শুধু কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।

উলিয়ামসন বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কথা বলেছেন, তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের সমস্যা (Personality Problems) প্রধানত ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং এর বিষয়বস্তু। যেমন, মনোযোগহীনতাজনিত সমস্যা (Attention deficiency problem), অর্থাৎ মনোযোগ দানে অক্ষমতা, মনোযোগ ধরে রাখার অক্ষমতা, মনঃসংযোগের অভাব, মনোযোগের অতি চঞ্চলতা বা বিক্ষেপ (distraction), বাধ্যবাধকতাজনিত সমস্যা (Obsessive-compulsive problems, অর্থাৎ একই কাজ বার বার করার প্রবণতা, অকারণে হাত ধোয়া, নানা ধরনের অবাঞ্ছিত বাতিক, উদ্বেগ (anxiety), অর্থাৎ অকারণ দুশ্চিন্তা, মানসিক চঞ্চলতা, অহেতুক ভয়, নিদ্রাহীনতা, খাদ্যগ্রহণে অনীহা, অকারণ সন্দেহপরায়ণতা ইত্যাদি অসংখ্য ব্যক্তিগত সমস্যার প্রাথমিক স্তরে একজন ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলর যথোপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে ঐগুলি দূর করতে ব্যক্তিকে সাহায্য করেন।

পেপিন্স্কী (Pepinsky) ক্লাইয়েন্টদের সমস্যাবলীর শ্রেণিকরণ করেছেন এইভাবে :

১। আত্মবিশ্বাসের অভাবজনিত সমস্যা (Lack of assurance)

২। তথ্যের অভাবজনিত সমস্যা (Lack of information)

৩। কর্মদক্ষতার অভাবজনিত সমস্যা (Lack of skill)

৪। পরনির্ভরশীলতার সমস্যা (Dependence)

৫। পছন্দমাফিক নির্বাচনে উদ্বিগ্নতা প্রকাশের সমস্যা (Choice anxiety) এবং

৬। অন্তর্দ্বন্দ্বের সমস্যা (Self-conflict)।

আবার রবিনসন্ (Robinson) সমস্যার রূপরেখা নির্ধারণে শ্রেণিকরণটি করেছেন এইভাবে—

১। সঙ্গতি বিধানের সমস্যা (Problems of adjustment)

২। দক্ষতার অভাবজনিত সমস্যা (Problems of skill) এবং

৩। পরিণমনের অভাবজনিত সমস্যা (Problems of immaturity)।

উইলিয়ামসনের মতে ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয় নিম্নলিখিত এই ছয়টি ধাপে :

১। বিশ্লেষণ (Analysis)

২। সংশ্লেষণ (Synthesis)

৩। সমস্যা নিদান (Diagnosis)

৪। সমস্যার গতিনির্দেশ (Prognosis)

৫। কাউন্সেলিং বা চিকিৎসা (Counselling or treatment) এবং

৬। ফলাফল পর্যবেক্ষণ (Follow up)।

ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং-এর পদ্ধতি অনির্দেশিত (Non directive)। তবে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণী পদ্ধতি (directive approach), আচরণ পরিবর্তন (behaviour modification) প্রভৃতি পদ্ধতি ও কৌশল এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পদ্ধতিগুলির যে কোন একটি বা একাধিক পদ্ধতির সমন্বয়ও ব্যবহার করা হয়। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী এককে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৮.৩.২ ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং (Personal Counselling)

ব্যক্তিত্বের সমস্যা ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিগত সমস্যার ক্ষেত্রে কোন একজন মানুষকে যে পরামর্শ দেওয়া হয় তাকে বলে ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং। যেমন, উইলিয়ামসনের তালিকায়, শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা (Educational problems), আর্থিক সমস্যা (Financial problems), স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা (health problems) এবং পেপিন্স্কীয় তালিকায় তথ্যের অভাবজনিত সমস্যা (Problems due to lack of information), দক্ষতার অভাবজনিত সমস্যা (Problem due to lack of skill), নির্ভরশীলতার সমস্যা (Problem of dependence-independence) ইত্যাদি সবই ব্যক্তিগত সমস্যার অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত ব্যক্তিগত সমস্যাগুলির উদাহরণ ও পরামর্শ প্রার্থী ব্যক্তির মূল প্রশ্ন এখানে উল্লেখ করা হল। বলা বাহুল্য এগুলি কাল্পনিক উদাহরণ।

- শিক্ষার সমস্যা — আমি অঙ্কে কাঁচা, কিছুতেই উন্নতি করতে পারছি না। কিভাবে পারব?
- আর্থিক সমস্যা — নির্দিষ্ট টাকায় কিভাবে ব্যয় কমিয়ে সমস্ত কাজ সুষ্ঠু ভাবে করতে পারব?

- স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা — কিছুতেই ব্লাড-সুগার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। কোন পদ্ধতি অবলম্ভবন করব।
- তথ্যের অভাব — জন্ম অথবা মৃত্যুর রেজিস্ট্রেশন কিভাবে কোথায় করতে হবে?
- দক্ষতার অভাব — কিভাবে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করব?
- নির্ভরশীলতা — কিভাবে অন্যের উপর নির্ভর করার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারব?

অনেক ব্যক্তিগত সমস্যাই ক্লিনিক্যাল সমস্যা। কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, ব্যক্তিগত সমস্যা ক্লিনিক্যাল সমস্যা অপেক্ষা অনেক সহজে কাটিয়ে ওঠা যায়।

৮.৩.৩ বিবাহ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং (Marriage Counselling)

বিবাহ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং প্রধানত তিনটি পর্যায়ের জন্য স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া। প্রথম, বিবাহের পূর্বে সম্ভভাব্য দম্পতির কাউন্সেলিং, দ্বিতীয়, বিবাহের পর দাম্পত্য জীবন মধুরতর ও দৃঢ় করার উপযোগী কাউন্সেলিং এবং তৃতীয়, ভগ্নপ্রায় পরিবারের পুনর্মিলন। যদিও বিবাহের মূল সুরটি হল স্বামী-স্ত্রীর আমৃত্যু অবিচ্ছেদ্য বন্ধন কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের সাম্প্রতিক ঊর্ধগতি প্রমাণ করছে আমৃত্যু বন্ধনে জড়িয়ে থাকা অনেক দম্পতির ক্ষেত্রেই সম্ভভব হচ্ছে না। তবে সব দম্পতিই তো আর বিবাহ-বিচ্ছেদে তৎপর হয় না। বিবাহোত্তর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক দম্পতিকেই বিভিন্ন সমস্যায় ভুগতে হয় এবং বেশ কিছু সংখ্যক দম্পতিই কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের বদলে তাদের সম্পর্কটাকে ঝালিয়ে নিয়ে তাদের সমস্যাগুলির সমাধান করতে চান। ফলে বিবাহ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং-এর ভূমিকাটা ঠিক এই ক্ষেত্রেই।

বিবাহ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং-এর ব্যাপ্তি বিশাল—চিকিৎসা শাস্ত্র, সুপ্রজননবিদ্যা (genetics), মনোবিজ্ঞান, ধর্ম, আইন, পারিবারিক আর্থিক পরিচালন ব্যবস্থা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। বৈবাহিক কাউন্সেলারের দায়-দায়িত্ব সুবিস্তৃত। সাংসারিক খরচের বাঁধাবাঁধি পরিকল্পনা (family budget) তৈরি করা থেকে শুরু করে বংশগতির মাধ্যমে কোন দুরারোগ্য ব্যাধির আত্মপ্রকাশের সম্ভভাবনার বিশ্লেষণ পর্যন্ত এর আওতায় পড়ে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের মধ্যে মনোবিদের দায়-দায়িত্ব বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন (যাতে তাদের মধ্যে মানিয়ে চলার পথ হবে সুগম) এবং বিবাহোত্তর জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বোঝাপড়ার সমস্যা ও পারিবারিক দ্বন্দ্বের নিরসনের জন্য সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান। পারস্পরিক বোঝা-পড়ার অভাব ও দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য দরকার হতে পারে স্বামী কিংবা স্ত্রীর অথবা উভয়েরই মনোচিকিৎসা (psychotherapy)। সন্তান-সন্ততির সঙ্গে পিতা-মাতার সম্পর্ক ও তাদের মানুষ করার সমস্যাও বৈবাহিক কাউন্সেলিং-এর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

৮.৩.৪ পুনর্বাসন সম্পর্কিত কাউন্সেলিং (Rehabilitation Counselling)

যারা দৈহিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে জীবনে সফলতা অর্জন করেছেন সমাজে তারা সর্বদাই প্রশংসার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। রুজভেল্ট (Roosevelt) ৩৯ বছর বয়সে পোলিও রোগে আক্রান্ত হন এবং এর ফলে যদিও তাঁর দুটি পা একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে তিনি কিন্তু এই চলচ্ছক্তিহীনতারূপ প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। হেলেন কেলার (Helen Keller) যিনি দুবছর বয়স থেকেই মুক ও বধির ছিলেন একজন সফল লেখিকা ও অধ্যাপিকারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বিথোভেন (Beethoven) শ্রবণশক্তি হারানোর পরে তাঁর পরম শ্রুতিমধুর ঐকতানবাদন নং ৯ (Symphony No. 9) রচনা করে বিশ্বে চমক সৃষ্টি করেন। ক্লিফোর্ড বীয়ার্স (Clifford Beers) মনোব্যাধি জয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই ধরনের আরও অনেকেই আছেন যাদের কাছে প্রতিবন্ধকতা প্রতিপদে হার মেনেছে। এই ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অক্ষমতাকে দূর করে তাদের কর্মক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে যে কাউন্সেলিং তাকেই বলা হয় পুনর্বাসন কাউন্সেলিং। দৃষ্টিহীন, বধির, বিকলাঙ্গ (orthopaedically handicapped), ক্ষীণধী (mentally retarded) প্রভৃতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মক্ষম ও উপার্জনশীল করে তোলাই পুনর্বাসন কাউন্সেলিং-এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য দরকার প্রতিবন্ধীদের হীনমন্যতা, নিরাপত্তাহীনতা, নৈরাশ্য, অসহায়তা ইত্যাদির অনুভূতি কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে দূর করা এবং দরকার কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে এদের শিক্ষায় ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে মনোবৈজ্ঞানিক সহায়তা।

৮.৩.৫ বার্ধক্য-সমস্যার কাউন্সেলিং (Geronotological Counselling)

এক্ষেত্রে কাউন্সেলার বৃদ্ধ বয়সে (সাধারণত ষাটোর্ধ ব্যক্তিদের) উদ্ভূত বিভিন্ন মানসিক সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হন। বার্ধক্যজনিত সমস্যাগুলির সঙ্গে প্রায়শই যুক্ত থাকে একাকীত্ব, অসহায়তা ও আশাহীনতার। বার্ধক্যের অনুষঙ্গ এই ত্রয়ী সমস্যার সমাধান খুবই দরকার। তাছাড়া বৃদ্ধদের প্রজ্ঞামূলক (cognitive), সামাজিক এবং প্রাক্ষোভিক (emotional) সমস্যাগুলির সমাধানও এক্ষেত্রে ভীষণ দরকার।

বিশেষতঃ যারা চাকুরিজীবী ছিলেন অবসর গ্রহণের পর তাদের অনেকেই পেশাগত পরিচয় হারিয়ে আত্মমর্যাদার অভাব বোধ করেন, হীনমন্যতায় ভোগেন এবং অবসর বিনোদনের উপায়ের অভাবে ও আর্থিক নিরাপত্তার অভাবে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। অধিকন্তু স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী এবং স্ত্রী বিয়োগে স্বামী শোক-সন্তপ্ত হয়ে পড়লে পাত্র-বিশেষে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য কাউন্সেলিং দরকার হয় যাকে ইংরেজিতে বলা হয় bereavement counselling।

৮.৪ গাইডেন্সের ক্ষেত্র (Areas of Guidance)

গাইডেন্সের প্রধান দুটি ক্ষেত্র শিক্ষা নির্দেশনা ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা।

৮.৪.১ শিক্ষা নির্দেশনা (Educational Guidance)

শিক্ষার্থীর ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনের মাত্রাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করাই শিক্ষাশ্রয়ী গাইডেন্সের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রেণিকক্ষের শিখন-শিক্ষণ পরিবেশে তথ্য ও তত্ত্ব অনেক ছাত্র-ছাত্রীই অনুধাবন ও শিখনে সমস্যার সম্মুখীন হয়। পরীক্ষায় অসফলতা ও নীচুমানের ফলাফল, পঠনে অনীহা ও আগ্রহের অভাব, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শিখনে পিছিয়ে পড়া প্রভৃতি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা হয় শিক্ষাশ্রয়ী গাইডেন্সের মাধ্যমে।

শিক্ষাশ্রয়ী গাইডেন্স নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে গুরুত্ব আরোপ করে।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতির সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে যথাযথ পরিচিতির ব্যবস্থা।
- প্রতিভাবান, সৃজনশীল, শিক্ষায় অনগ্রসর ও বিভিন্ন ধরনের শিখন অক্ষম শিশুদের চিহ্নিতকরণ।
- ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থীদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা।
- শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন।
- শিখন অক্ষমতার কারণ নির্ণয় ও শিখন অক্ষম শিশুদের অক্ষমতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য প্রদান।
- আগ্রহ ও বিশেষ সামর্থ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পাঠক্রম নির্বাচনে সাহায্য প্রদান।

৮.৪.২ বৃত্তিমূলক গাইডেন্স (Vocational Guidance)

শিক্ষাশ্রয়ী গাইডেন্সের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত বৃত্তিমূলক গাইডেন্স। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পেশা সম্ভবন্ধে সঠিক দিক্ নির্দেশ দেওয়া হয় বৃত্তিমূলক গাইডেন্সের মাধ্যমে। এই পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর কেবল মেধাই নয়, অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদিরও পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

সব ছাত্র-ছাত্রীই এক রকম হয় না। ফলে তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকে। তাদের এই বিভিন্ন ধরনের পছন্দ-অপছন্দ যাচাই করে নিয়ে মেধার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখে তবেই বৃত্তিমূলক গাইডেন্স দেওয়া হয়।

বৃত্তিমূলক গাইডেন্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল পেশা পরিকল্পনা। পেশা পরিকল্পনার প্রথম ধারাই হল তথ্য সংগ্রহ করা, যাকে বলে Occupational Information। সাধারণতঃ বৃত্তিমূলক গাইডেন্সের কাজ হল সাহায্য প্রার্থীকে নীচের তথ্যগুলি পরিবেশন করা :—

- পেশাটির কাজের ধরন ও দায়িত্ব।
- ঐ ধরনের পেশার সামাজিক গুরুত্ব।
- প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও মানসিক যোগ্যতা।
- কাজটি পাবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কোন বিশেষ ট্রেনিং-এর চাহিদা।
- পেশাটিতে প্রবেশ করা পদ্ধতি।
- কোন নির্দিষ্ট যোগ্যতামান প্রয়োজন হয় কিনা, যেমন, দৃষ্টি শক্তি, শারীরিক সক্ষমতা, বয়স, লিঙ্গ, বাসস্থানের সার্টিফিকেট, নাগরিকত্ব ইত্যাদি।
- কাজের শর্তাবলী ও কাজের সময়।
- কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় কি না?
- মাইনে, বোনাস, উপরি রোজগার, প্রোমোশন ইত্যাদি সুযোগ।

স্পষ্টতই বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে কোন কাউন্সেলারের পক্ষেই সব তথ্য মনে রাখা সম্ভবপর নয়। তাই ভোকেশনাল কাউন্সেলাররা বিভিন্ন তথ্যসূত্র, যেমন পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, পেশা সংক্রান্ত বিভিন্ন বই ও কম্পিউটারের ইন্টারনেটের মাধ্যমে পেশা-সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করেন।

মনে রাখা দরকার বৃত্তিমূলক গাইডেন্সের মূল শ্লোগান হল— 'Right man must be placed to the right job' অর্থাৎ উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত পেশা। তাই পেশা সচেতনতা (Vocational awareness) বৃত্তিমূলক গাইডেন্সের আবশ্যিক শর্ত।

৮.৪.৩ অন্যান্য নির্দেশনা ও কাউন্সেলিং (Other Guidance and Counselling)

এই অংশে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং কথা দুটি একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে. কারণ, এখানে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হবে সেই প্রক্রিয়াগুলি একাধারে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং দুইই। এই ধরনের নির্দেশনা ও পরামর্শদানের

মধ্যে প্রধানতম হল পিতামাতার জন্য নির্দেশনা ও পরামর্শদান (Parent guidance and Counselling) ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশনা ও পরামর্শদান (Health guidance and Counselling)।

● **Parent Guidance and Counselling** — পিতামাতাকে সন্তানের পরিপ্রেক্ষিতে যে পরামর্শ ও নির্দেশনা দেওয়া হয়, তার উদ্দেশ্য অনেক।

প্রথমত, প্রত্যেক মা বাবাই সন্তানের শুভ অশুভ নিয়ে সর্বদা চিন্তিত। সেজন্য সন্তান পালনের জন্য নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী তাঁরা সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তান ধারণ ও পালনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্ভবন্ধে তাঁদের সঠিক ধারণা থাকে না। এই জন্য পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব বিষয়ক নির্দেশনা ও পরামর্শ তাঁদের জন্য প্রয়োজন হয়। শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, শিশু মনোবিজ্ঞানী, বা অনুরূপ কোন ব্যক্তি এই জাতীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন যার উদ্দেশ্য সন্তান পালন ও সন্তানের সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠার দক্ষতা অর্জন করা।

দ্বিতীয়ত, সন্তানের শিক্ষা সম্ভবন্ধে প্রত্যেক মা-বাবা বিশেষভাবে সচেতন থাকেন, তার জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন ও ব্যয় করতে তারা কুণ্ঠা বোধ করেন না। এই বিষয়ে শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতা ও সংযোগ একান্তভাবে প্রয়োজন হয়। সম্প্রতি সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে পিতামাতার অংশগ্রহণের (Parental Involvement) বিষয়টি একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে স্বীকৃত। এই বিষয়ে মা-বাবাকে যে নির্দেশনা ও পরামর্শ দেওয়া হয় তার উদ্দেশ্য তাঁদের শিক্ষা ও আনুষঙ্গিক বিষয় সম্ভবন্ধে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা। এর ফলে, শিক্ষকদের সঙ্গে একযোগে তাঁরা সন্তানের শিক্ষাকে আরও ফলপ্রসূ করে তুলতে পারেন, এবং কোন সমস্যা উপস্থিত হলে যৌথভাবে তার সমাধান করতে পারেন।

তৃতীয়ত, সন্তানের কোন সমস্যা থাকলে পিতামাতার পক্ষে দক্ষ পরামর্শদাতার সাহায্য ছাড়া সমস্যার সমাধান করা সম্ভভব হয় না। তাছাড়া বহুক্ষেত্রেই তাঁরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন কারণ সন্তানকে ঘিরে তাঁদের যাবতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়। সন্তানের কোন প্রতিবন্ধীতা, নেশাগ্রস্ততা, অপরাধ পরায়ণতা, মানসিক রোগ, এমনকি বিশেষ বিশেষ দুরারোগ্য শারীরিক ব্যাধির জন্যও মা-বাবার পরামর্শ ও নির্দেশনা গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

● **স্বাস্থ্য নির্দেনা ও পরামর্শ (Health Guidance and Counselling)** — এই জাতীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ যে কোন বয়সে, যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই দরকার হতে পারে। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, খাদ্য, পানীয়, পোষাক, বাসগৃহ ও কর্মক্ষেত্র যে কোন বিষয় বা ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বজায় রাখার সঠিক পন্থা অনেকেরই জানা থাকে না। এই বিষয়গুলির জন্য মানুষের নির্দেশনা দরকার হয়। খাদ্য, পুষ্টি, খাদ্যের অন্যান্য গুণ, সাধারণ রোগ ব্যাধির প্রতিরোধ ও প্রতিকার, এই সবই স্বাস্থ্য নির্দেশনার অন্তর্গত।

আবার, অনেক সময় কোন বিশেষ রোগের শিকার হলে মানুষ কিছুটা দিশাহারা হয়ে পড়ে। ক্যান্সার, হৃদ্‌রোগ, ইত্যাদির চিকিৎসা, সুব্যবস্থা ও চিকিৎসা পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য দরকার হয় পরামর্শ। তাছাড়া এই সব ক্ষেত্রে রোগী ও তার পরিবারের লোকজন প্রায়ই চরম উদ্বেগ, হতাশা ও বিভ্রান্তিতে ভোগে। তখন তাদের জন্য দরকার স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

৮.৫ সারসংক্ষেপ (Summary)

কাউন্সেলিং ও গাইডেন্সের বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বিচিত্র। এই জন্য এদের অনেকগুলি ক্ষেত্র আছে। গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর উদ্দেশ্য, পরিস্থিতি ও উদ্দীষ্ট ব্যক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত হয়। ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং সাধারণ ব্যক্তিত্বের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত সমস্যা ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিগত সমস্যার ক্ষেত্রে দম্পতির দরকার হয় প্রস্তুতিমূলক কাউন্সেলিং। বিবাহের পরে সুখী বিবাহিত জীবনের জন্য ও ক্ষেত্র বিশেষে ভগ্নপ্রায় পরিবারকে রক্ষা করার জন্যও দরকার বিবাহ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং। বৃদ্ধদের দরকার বার্ধক্যজনিত সমস্যার জন্য কাউন্সেলিং।

গাইডেন্সের দুটি প্রধান ক্ষেত্র শিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেশনা। ব্যক্তির সক্ষমতা ও সাধ্য অনুযায়ী সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করে নিজের জীবন গড়ে তুলতে পারে তার জন্য শিক্ষা নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যায় দরকার স্বাস্থ্য নির্দেশনা ও পরামর্শ। উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত বৃত্তি নির্বাচন ও সাফল্য লাভের একমাত্র উপায় বৃত্তি নির্দেশনা গ্রহণ। এছাড়া, সন্তানের শিক্ষা, সন্তান পালন ও সন্তানের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা দেখা দিলে পিতা মাতার জন্য দরকার স্বতন্ত্র নির্দেশনা ও পরামর্শ।

৮.৬ প্রশ্নাবলী (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very Short answer Questions)

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কাকে বলে?

(ক) নির্দেশনা ও পরামর্শদানের ক্ষেত্র।

(খ) ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং।

(গ) ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং।

(ঘ) বিবাহ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং।

(ঙ) পুনর্বাসন সংক্রান্ত কাউন্সেলিং।

(চ) পিতামাতার জন্য নির্দেশনা ও কাউন্সেলিং।

(ছ) স্বাস্থ্য নির্দেশনা।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer Questions)

(ক) ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিংকে ব্যক্তিত্ব ভিত্তিক বলা হয়েছে কেন? এর একটি উদাহরণ দিন।

(খ) বিবাহ সম্পর্কিত কাউন্সেলিং কথাটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(গ) পুনর্বাসন সংক্রান্ত কাউন্সেলিং কেন ও কখন দরকার হয়?

(ঘ) পিতামাতার অংশগ্রহণ কথাটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন এবং উদাহরণ দিন।

(ঙ) শিক্ষার নির্দেশনার উদ্দেশ্য কি? শিক্ষা নির্দেশনা ও শিক্ষার সমস্যা সংক্রান্ত কাউন্সেলিং এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্র কাকে বলে? কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্রগুলি উল্লেখ করে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(খ) শিক্ষা নির্দেশনা ও বৃত্তি নির্দেশনার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(গ) পিতামাতার জন্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশনা ও পরামর্শদানের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

একক ৯ ❐ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর ধারা (Approaches of Guidance and Counselling)

গঠন (Structure)

৯.১ সূচনা

৯.২ উদ্দেশ্য

৯.৩ গাইডেন্সের ধারা

৯.৩.১ গাইডেন্সের তাত্ত্বিক ভিত্তি

৯.৩.২ গাইডেন্সের প্রধান প্রধান ধারা

৯.৪ কাউন্সেলিং-এর ধারা

৯.৪.১ নির্দেশিত পরামর্শদান

৯.৪.১.১ নির্দেশিত পরামর্শদানের বৈশিষ্ট্য

৯.৪.২ অনির্দেশিত পরামর্শদান

৯.৪.২.১ অনির্দেশিত কাউন্সেলিং-এর পদ্ধতি

৯.৪.৩ মিশ্র পরামর্শ দান

৯.৪.৪ অন্যান্য ধারা

৯.৫ ব্যক্তিগত ও দলগত পরামর্শদান

৯.৫.১ দলগত পরামর্শদানের প্রক্রিয়া

৯.৫.২ দলগত ও ব্যক্তিগত পরামর্শদানের তুলনা

৯.৬ সারসংক্ষেপ

৯.৭ প্রশ্নাবলী

৯.১ সূচনা (Introduction)

পূর্ববর্তী তিনটি এককে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং সম্ভবন্ধে যে ধারণা দেওয়া হয়েছে তা থেকে মনে হতে পারে যে এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়। কথাটা অনেকটা ঠিক। তবে যেহেতু

গাইডেন্স কিছুটা লক্ষ্য কেন্দ্রিক সেহেতু একাধিক ব্যক্তির যদি একই লক্ষ্য থাকে তবে তাদের গাইডেন্স প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। অনেক তথ্যই, বিশেষত শিক্ষা, বৃত্তি বা পেশা সংক্রান্ত গাইডেন্সের ক্ষেত্রে, একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজনে কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু কাউন্সেলিং ব্যক্তিগত সমস্যা কেন্দ্রিক সেহেতু প্রতিটি ব্যক্তির কাউন্সেলিং-এ কিছু কিছু বৈচিত্র্য স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়ে যায়। এর কারণ আপাতদৃষ্টিতে দু'জন মানুষের সমস্যা এক রকম মনে হলেও তার মধ্যে অনেক ব্যক্তিগত পার্থক্য থেকে যায়। অর্থাৎ কোন দু'জন মানুষের সমস্যাই সব দিক থেকে সম্পূর্ণ একরকম হতে পারে না। তাছাড়াও গাইডেন্সের ক্ষেত্রগুলিতে যত বৈচিত্র্যই থাক, মানুষের সমস্যা অসংখ্য এবং তার বৈচিত্র্যও অসীম। এই কারণে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর কয়েকটি ধারা (approach) তৈরি হয়েছে। বর্তমান এককটিতে গাইডেন্স এবং কাউন্সেলিং-এর এই সব ধারা সম্ভবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

৯.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- গাইডেন্সের ধারা সম্ভবন্ধে ধারণা লাভ করবেন।
- কাউন্সেলিং-এর ধারা সম্ভবন্ধে অবহিত হবেন।
- নির্দেশিত পরামর্শদানের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- অনির্দেশিত পরামর্শদানের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- উভয় প্রকার পরামর্শদানের তুলনা করতে পারবেন।
- মিশ্র পরামর্শদানের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত ও দলগত পরামর্শদানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৯.৩ গাইডেন্সের ধারা

প্রথমেই জানা দরকার ধারা (approach) কথাটির অর্থ কি? ধারা শব্দটি নানা পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্রে কথাটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের সাহায্যার্থে যা কিছু প্রকরণ ও পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, তার সঙ্গে মানুষের সামগ্রিক আচরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক। কারণ তার সমস্যা, প্রয়োজন, চাহিদা সবকিছুই আচরণ ও প্রকৃতি নির্ভর। কিন্তু

যেহেতু এই বিষয়ে অনেক ব্যক্তিগত বৈষম্য (Individual difference) আছে সেহেতু কোন একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সব কিছুর বিচার, বিশ্লেষণ ও সমাধান করা যায় না। এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর উৎপত্তি হয় এবং সেইমত ভিন্নতর পদ্ধতি ও প্রকরণ সৃষ্টি হয়। গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্রে এই ধরনের কিছু কিছু স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী ও সেইসঙ্গে পদ্ধতিগত কিছু কিছু বৈষম্য তৈরি হয়েছে। এইগুলিকেই বলা হয়েছে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ধারা।

অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে গাইডেন্সের অথবা কাউন্সেলিং-এর ধারা কথাটির পরিবর্তে তত্ত্ব (Theory) কথাটি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য কারণ তত্ত্ব সবসময়ই সঠিক দিক নির্দেশক। এই প্রসঙ্গে স্বীকার করা ভালো যে, গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং উভয়ই মনোবিজ্ঞান নির্ভর প্রক্রিয়া। সুতরাং মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিই নানাভাবে এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর জন্য কোন আলাদা তত্ত্ব সৃষ্টি হয়নি। বরং বলা চলে, গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর মধ্যে দিয়ে মনোবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ধারাই পরিপুষ্ট হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আধুনিক কাউন্সেলিং-এর জনক কার্ল রোজার্সের কথা বলা যেতে পারে। কার্ল রোজার্স প্রধানত ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারীর অনুগামী ছিলেন কিন্তু ফ্রয়েডের তত্ত্বের অনেক কিছুই তিনি মেনে নিতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব তত্ত্ব (Personality Theory) গঠন করেন যা মানবাত্মিক তত্ত্ব (Humanistic Theory) নামে পরিচিত হয়। এই তত্ত্ব গঠনে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিল পরামর্শদান (Counselling) জনিত অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ, যে কথা বলা হয়েছিল, গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর জন্য স্বতন্ত্র তত্ত্ব সৃষ্টি না হয়ে, এর মাধ্যমে মনোবিজ্ঞানের কিছু কিছু নতুন তত্ত্ব গঠিত হয়েছে।

যেহেতু ব্যক্তিত্বের ও অন্যান্য ক্ষেত্রে একাধিক তত্ত্ব গঠিত হয়েছিল, সেহেতু গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রেও এক একটি স্বতন্ত্র ধারা তৈরি হয়েছিল। Leon Levy বলেছেন মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিশেষত ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে অনেক তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ মানুষ ও তার আচরণ এতই জটিল ও বিচিত্র যে তা একটিমাত্র তত্ত্বের কাঠামোতে আবদ্ধ হয়ে থাকবে তা আশা করা যায় না। L. A. Pervin বলেছেন, এই সব তত্ত্বের মধ্যে কোনটি ভুল অথবা কোনটি ঠিক এইভাবে বিচার করা যায় না। সবকয়টি তত্ত্বই মানুষের আচরণের কোনও না কোন দিক সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। কিন্তু সমস্ত আচরণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়। ঐ সব তত্ত্বকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ধারাগুলি সম্ভবন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

৯.৩.১ গাইডেন্সের তাত্ত্বিক ভিত্তি (Theoretical basis of Guidance)

গাইডেন্সের তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে খুব বেশি বিচার বিশ্লেষণ হয়নি। কিন্তু একথা মেনে নিতে অসুবিধা নেই যে গাইডেন্স প্রক্রিয়ার উপর আচরণবাদী মতবাদের প্রভাব খুবই বেশি। আচরণবাদী তত্ত্বের মূল কথা, (১) বর্তমান আচরণের পরিবর্তন (modification of existing behaviour), (২) নতুন আচরণ আয়ত্ত করা

(acquisition of new behaviour), আর (৩) এই উভয় প্রক্রিয়ারই মাধ্যম উপযুক্ত প্রবলন (reinforcement)। গাইডেন্সের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বৃহত্তর অর্থে গাইডেন্সের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণ পরিবর্তন অথবা নতুন আচরণ আয়ত্ত করাই উদ্দেশ্য।

Melville C. Shaw (1973) গাইডেন্সের সমস্ত সংজ্ঞাকে সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করেছিলেন। সাত ধরনের সংজ্ঞা নিচে দেওয়া হল।

1. "Guidance is the part of pupil *personnel service* which is aimed at *maximum self development* of individual potentialities through developing school wise assistance to youth in the personal problems, choice and decisions each must face as he moves towards maturity."
2. 'Guidance is to enable each individual to understand its abilities, interest and personality, *to develop*, as well as, as possible to relate them to his life goals and finally to reach a state of complete and *mature self guide*."
3. "The primary goal of guidance programme is to assist youth in the process of his *identity seeking*".
4. "Guidance is primarily concerned with helping each student towards the higher levels of personal planning *decision making,* and *development* within the context of social opportunities and freedom on the one hand and social realities and responsibilities on the other hand."
5. "*Improved adjustment* is the primary objective of guidance."
6. "Guidance is concerned with helping children to mature in their ability to *profit from instructional efforts* of the school.
7. "Guidance is helping each individual gain insight needed for *understanding* himself, understanding and *adjusting* to society and wisely choosing among *educational* and *vocational apportunities*."

এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য গাইডেন্সের প্রাচীনতম সংজ্ঞাটি (Jones and hand, 1938)

"Guidance.....is particularly concerned with helping individuals discover their needs, assess their personalities, develop their life purposes, formulate their plans of action in the service of these purposes and proceed to their realisation."

এই সব সংজ্ঞার মধ্যে দিয়ে গাইডেন্সের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে তার সবগুলি এই অংশের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু গাইডেন্সকে সাহায্য (help), পরিষেবা (service) ইত্যাদি হিসাবে বর্ণনা করলেও, প্রায় প্রত্যেক সংজ্ঞাতেই গাইডেন্সের উদ্দেশ্য সম্ভবন্ধে কিছুটা ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব উদ্দেশ্য, আত্মবিকাশ (self development), পরিনমন (maturity), আত্মনিয়ন্ত্রণ (self guide), আত্মপরিচয় (self identity), শিখন (Profit from instructional effort) ইত্যাদি উদ্দেশ্যের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ফুটে উঠেছে। কিন্তু একটি বিষয় সমস্ত সংজ্ঞাকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। সেটি হল, শেষ পর্যন্ত গাইডেন্সের মাধ্যমে বর্তমান আচরণ থেকে একটি বিশেষ পর্যায়ের আচরণ সম্পন্ন করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। যেহেতু সকলেই সহায়তা ও পরিষেবার কথা বলেছেন, সেহেতু একথা মনে করা যায় না যে, স্বাভাবিক পরিনমন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই পরিবর্তন সম্ভভব। অর্থাৎ, এক কথায়, চেষ্টা ও সাহায্য এই দু'য়ের মাধ্যমে আচরণের কিছু পূর্ব নির্দিষ্ট বাঞ্ছিত পরিবর্তন, যা আচরণবাদী শিখন তত্ত্বের মূল কথা।

এই কারণে, মনে হয়, গাইডেন্সের তাত্ত্বিক ভিত্তি আচরণবাদ।

৯.৩.২ গাইডেন্সের প্রধান প্রধান ধারা (Main Approaches of Guidance)

ব্যাপকতর অর্থে গাইডেন্সের সূত্রপাত মানবজীবনের শৈশবে। শৈশবে পিতামাতা, আরও একটু বড় হলে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আরও পরে গাইডেন্স বিশেষজ্ঞ বা অনুরূপ কোন ব্যক্তির নির্দেশনা মানুষকে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। এইসব বিচার করলে দেখা যায় গাইডেন্সের প্রধান তিনটি ধারা এই প্রক্রিয়ার গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। এই তিনটি ধারা প্রধানত তিনটি মৌলিক দর্শনের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে।

● **আদর্শবাদী ধারা (Idealistic Approach)** — আদর্শবাদী ধারা, আদর্শবাদী দর্শনের মতই চরম ও সর্বজনীন মূল্যবোধে বিশ্বাসী। মানুষের জীবনের বিকাশ প্রক্রিয়ার অন্তিম লক্ষ্য ঐ সর্বজনীন মূল্যবোধের ভিত্তিতে একজন আদর্শ মানুষে পরিণত হওয়া। সুতরাং গাইডেন্সের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে যে নির্দেশনা দান করা হবে তার উদ্দেশ্যও একজন মূল্যবোধ যুক্ত মানুষকে তৈরি করার প্রক্রিয়া। কোন মূল্যবোধই বাইরে থেকে মানুষকে পরিচালিত করতে পারে না, প্রয়োজন তার আত্তীকরণ ও নিজস্ব বুদ্ধি, বিচার বোধের সঙ্গে তাকে মিশিয়ে দেওয়া। নৈতিক নির্দেশনা (Ethical guidance), মূল্যবোধের নির্দেশনা (Value guidance) প্রভৃতি কথাগুলি আদর্শবাদী ধারা থেকে উদ্ভুত হয়েছে। শৈশবের নির্দেশনা আদর্শবাদী চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট। তখন বিশেষ লক্ষ্যের চেয়েও সর্বাঙ্গীন বিকাশের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। শৈশবের নির্দেশনা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও তার সর্বজনীনতা অনেক বেশি। কারণ পিতামাতা বা শৈশবের শিক্ষক শিক্ষিকা বা এই সময় ব্যক্তিগত বৈষম্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না। এই পর্যায়ে শিক্ষা ও গাইডেন্স প্রায়ই একাকার হয়ে যায়।

• **প্রকৃতিবাদী ধারা (Naturalistic Approach)** — প্রকৃতিবাদী চিন্তাধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির বিকাশধারার সর্বজনীনতার মধ্যে প্রতিটি মানুষের অনন্যতাকে স্বীকার করে নেওয়া। অর্থাৎ ব্যক্তিগত বৈষম্যের গুরুত্ব প্রকৃতিবাদের ক্ষেত্রে মেনে নেওয়ার ফলে সর্বজনীন লক্ষ্যকে ব্যক্তির উপযোগী করে তাকে সেই পথে পরিচালিত করাই হল গাইডেন্সের উদ্দেশ্য। এই জন্য শিক্ষাগত নির্দেশনা (Educational Guidance) প্রধানত প্রকৃতিবাদী চিন্তাধারার ফল। শিক্ষার নিম্নস্তরে ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি এক মাত্রিক, (Unidimensional)। শুধুমাত্র লক্ষ্যের মান ব্যক্তিবিশেষের সক্ষমতা অনুযায়ী আলাদা। যেমন, বিদ্যালয়ে পড়ার শেষে সমস্ত ছাত্রছাত্রীকেই মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়, সুতরাং লক্ষ্য একমুখি। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষায় কে কোন পর্যায়ে লক্ষ্য স্থির করবে বা অর্জন করবে তা তার ব্যক্তিগত সক্ষমতার (প্রকৃতি) উপর নির্ভর করে। কোন অতিসক্ষমতা সম্পন্ন ছাত্রের বেলায় উচ্চ স্থান অধিকার করার জন্য নির্দেশনা দরকার, আবার দুর্বল কোন ছাত্রের ক্ষেত্রে শুধু উত্তীর্ণ হওয়াটাই লক্ষ্য হতে পারে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা তার দরকার হতে পারে। এই দিক থেকে শিক্ষাগত নির্দেশনা প্রকৃতিবাদী চিন্তাধারার দ্বারা পরিপুষ্ট।

আবার ক্রমশ উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি বহুমুখি হতে থাকে। ব্যক্তিগত বৈষম্যও বহুমুখি হয়ে ওঠে। উচ্চতর শিক্ষা ও বৃত্তি এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে তখন শুধুমাত্র সক্ষমতার ভিত্তিতে নির্দেশনা অর্থহীন। এই পর্যায়ে নির্দেশনায় প্রয়োগবাদী চিন্তাধারা চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে।

• **প্রয়োগবাদী ধারা (Pragmatic Approach)** — প্রকৃত নির্দেশনা প্রয়োগবাদী চিন্তাধারা দ্বারা পরিচালিত। একটু আগেই বলা হয়েছে যে উচ্চতর শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচন ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর যুক্ত। শিক্ষার্থীর সক্ষমতা এক্ষেত্রে লক্ষ্য নির্বাচনের একটি অন্যতম মাত্রা। কিন্তু সক্ষমতা ছাড়াও তার ব্যক্তিগত পছন্দ, চাহিদা, সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় লক্ষ্য নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সেই কারণে বৃত্তিমূলক নির্দেশনা (Vocational Guidance) অথবা তার পূর্বে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষানির্দেশনা প্রয়োগবাদী ধারা অনুসরণ করে। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধাপে ধাপে ব্যক্তিকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণের জন্য সাহায্য করাই নির্দেশকের কাজ হয়ে দাঁড়ায়। স্বাস্থ্য নির্দেশনা (Health Guidance) বা অনুরূপ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের নির্দেশনা ও প্রয়োগবাদী নীতি অনুসরণ করে।

গাইডেন্সের পূর্বোল্লিখিত সংজ্ঞাগুলিতে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এই তিনটি ধারারই প্রতিফলন ঘটেছে।

৯.৪ কাউন্সেলিং এর ধারা (Approaches of Counselling)

গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর পার্থক্যসূচক সীমারেখা অস্পষ্ট হলেও এদের মধ্যেকার প্রধানতম পার্থক্য নির্দিষ্ট ও ব্যক্তিগত সমস্যা কেন্দ্রিকতার ক্ষেত্রে। কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া বিশেষ সমস্যার মধ্যে

সীমাবদ্ধ, কিন্তু গাইডেন্স ব্যক্তিকে ইতিবাচক লক্ষ্যমুখি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে এবং সাহায্য করে।

কাউন্সেলিং-এর সংজ্ঞাগুলি এই প্রসঙ্গে আর একবার উল্লেখ করা দরকার।

"Counselling provides a relationship in which the individual is stimulated, (1) to evaluate himself and his opportunities, (2) to choose a feasible course of action, (3) to accept responsibility for his choice and (4) to initiate a course of action in line of his choice." (Froehlich)

(কাউন্সেলিং এমন একটি সম্পর্ক তৈরি করে যা ব্যক্তিকে (১) নিজেকে এবং নিজের সুযোগগুলিকে মূল্যায়ন করতে, (২) সম্ভভাব্য একটি কার্যক্রম স্থির করতে, (৩) ঐ কার্যক্রম স্থির করার দায়িত্বগ্রহণ করতে এবং (৪) স্থির করা কার্যক্রম অনুসরণ করতে উদ্দীপিত করে)

এই সংজ্ঞায় পরামর্শদাতাকে (Counsellor) রাখা হয়েছে নেপথ্যে। পরে দেখা যাবে কাউন্সেলিং-এর একটি ধারায় পরামর্শদাতার ভূমিকা প্রকৃতই নেপথ্যচারীর।

আর একটি সংজ্ঞা,

"An emotional exchange (process) in an interpersonal relationship which accelerates the growth of one or both participants is described as counselling (Whitaker)". অর্থাৎ, — একটি আবেগপূর্ণ পারস্পরিক আদানপ্রদান প্রক্রিয়া ভিত্তিক সম্পর্ক যা অংশগ্রহণকারী একজনের অথবা উভয়েরই বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে, তাকেই কাউন্সেলিং হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

এখানে পরামর্শদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ভূমিকাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

Smith বলেন, "The counselling process is for the counseller essentially a learning situation. Through counselling, he seeks to identify, understand and accept a nud or problem with the expectation that counselling experience will aid him to make certain necessary choices, plans and adjustments."

(পরামর্শ গ্রহীতার পক্ষে পরামর্শদান প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে একটি শিখনের পরিস্থিতি। পরামর্শের মাধ্যমে সে (নিজের) একটি চাহিদা বা সমস্যা চিহ্নিত করতে, বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারে এই প্রত্যাশায় যে পরামর্শদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে কিছু প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, নির্বাচন বা সামঞ্জস্য বিধান করতে পারবে।)

আর একটি সংজ্ঞায় Williamson বলেছেন,

"Counselling has been defined as a face to face situation in which, by virtue of training,

skill or confidence vested in him by the other, one person helps the second person to face, perceive, clarify, solve and resolve adjustment problems."

(একটি মুখোমুখি পরিস্থিতিকে দেখাতে অন্য একজন (পরামর্শ গ্রহীতা) ব্যক্তির আস্থা ও নিজের দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে, একজন ব্যক্তি (পরামর্শদাতা) তাকে তার সঙ্গতিসাধনের সমস্যা প্রত্যক্ষ করতে, পরিষ্কারভাবে বুঝতে এবং সমস্যার মুখোমুখি হয়ে সমাধান করতে সাহায্য করে, তাকে বলা হয়েছে পরামর্শদান)।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলির মাধ্যমে কাউন্সেলিং-এর প্রধান তিনটি ধারা সম্ভবন্ধে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। এই তিনটি ধারা হল, নির্দেশিত পরামর্শদান (Directive Counselling), অনির্দেশিত পরামর্শদান (Non-directive Counselling) এবং মিশ্র পরামর্শদান (Eclectic Counselling)।

৯.৪.১ নির্দেশিত পরামর্শদান (Directive Counselling)

এই চিন্তাধারার অপর নাম কাউন্সেলর কেন্দ্রিক পরামর্শদান (Counsellor centred counselling)। এই ধরনের কাউন্সেলিং-এ কাউন্সেলরের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত বেশি। তিনি পরামর্শ গ্রহীতাকে নির্দেশ দেন কি করতে হবে বা কি করতে হবে না। অনেকটা চিকিৎসকের মত, কাউন্সেলর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা, প্রশ্ন ও আলোচনার পর সমস্যার প্রকৃতি নির্ণয় করে পরামর্শ গ্রহীতাকে নির্দেশ দেন তার করণীয় কি। তিনি একবারে সমস্ত নির্দেশ না দিয়ে ধাপে ধাপে একটু একটু করে পরামর্শ দিতে পারেন, অর্থাৎ একটি নির্দেশের ফলাফল বিচার করে পরবর্তী নির্দেশ দিতে পারেন, যার ফলে শেষ পর্যন্ত সমস্যার সম্পূর্ণ নিরসন ঘটে।

উইলিয়ামসনের মতে নির্দেশিত পরামর্শদান ছয়টি ধাপে পিরামিডের মত ক্রমোচ্চপর্যায়ে পরিচালিত হয়। এই ছয়টি ধাপ হল।

- **বিশ্লেষণ (Analysis)** — সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও সমস্যা সম্পর্কিত নানা তথ্যের বিশ্লেষণ।
- **সংশ্লেষণ (Synthesis)** — বিশ্লেষণের পর অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি বাদ দিয়ে বাকি তথ্য একত্রিত করে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করা।
- **সমস্যা নির্ণয় (Diagnosis)** — পূর্বোক্ত সংশ্লেষণের ভিত্তিতে সমস্যাটি সত্যিই কি এবং তার কারণ কি এই বিষয়গুলি সম্ভবন্ধে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- **ক্রমপর্যায় (Prognosis)** — সমস্যার সম্ভভাব্য গতি প্রকৃতি ও পরিণতি সম্ভবন্ধে চিন্তা করা। অনেক সময়ে নির্দিষ্ট সমস্যাটি প্রাথমিক পর্যায়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও, প্রকৃতপক্ষে সেটি কোন বড় সমস্যার সূচনা হিসাবে দেখা দিতে পারে। পরামর্শদাতা জানেন এর পরবর্তী পর্যায়গুলি কি হবে এবং সেই অনুযায়ী তিনি তাঁর পদক্ষেপগুলি স্থির করেন।

- **প্রতিকার (Treatment)** — সমস্যার প্রতিকার (Treatment কথাটি খুব ব্যাপক অর্থে ধরলে) করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া। বলা বাহুল্য পরামর্শ শুধুমাত্র বর্তমান অবস্থার প্রতিকার করার জন্য নয় সমস্যার ক্রমপর্যায় অনুযায়ী তার পরবর্তী সম্ভভাবনার নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও দেওয়া হয়।
- **ফলাফল পর্যবেক্ষণ (Follow up)** — প্রতিটি নির্দেশের ফলাফল কি হচ্ছে সে সম্ভবন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। প্রয়োজন হলে পদ্ধতি বা নির্দেশের পরিবর্তন, না হলে যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্যা নিরসন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার পরও কিছুকাল পর্যবেক্ষণ বজায় রাখার প্রক্রিয়া।

নির্দেশিত পরামর্শদানের ধাপগুলি বিচার করলে এর কতগুলি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৯.৪.১.১ নির্দেশিত পরামর্শদানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Directive Counselling)

প্রথমত, নির্দেশিত পরামর্শদানের প্রক্রিয়াতে পরামর্শদাতার ভূমিকা প্রধান।

দ্বিতীয়ত, এই প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক ভিত্তি ফ্রয়েডীয় মনঃসমক্ষণী মতবাদ। কারণ মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis) পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রতিকারের পন্থা স্থির করা হয়।

তৃতীয়ত, রোগ নির্ণয় বা নিদান (diagnosis) নির্দেশিত পরামর্শদান প্রক্রিয়ার পূর্ব শর্ত। অর্থাৎ আগে রোগ বা সমস্যা নির্ণয় করে পরে তার প্রতিকারের পন্থা স্থির করা হয়।

চতুর্থত, পরামর্শ গ্রহীতার সমস্যা নিজে সমাধান করার উপযোগী পরামর্শদানের পরিবর্তে অনেকটা যেন পরামর্শদাতা নিজেই সমাধান স্থির করে তাকে সেই পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করেন।

পঞ্চমত, পরামর্শদাতা ও গ্রহীতা দুইয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক কিছুটা বিশেষজ্ঞ ও অজ্ঞ ব্যক্তির সম্পর্কের মত। এখানে পারস্পরিক আস্থার পরিবর্তে একমুখি আস্থা বেশি কার্যকর।

সবশেষে, নির্দেশিত পরামর্শদানের কার্যকারিতা নির্ভর করে পরামর্শদাতার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও পরামর্শ গ্রহীতা কতটা নিষ্ঠার সঙ্গে নির্দেশ পালন করবে তার উপর।

৯.৪.২ অনির্দেশিত পরামর্শদান (Non-directive Counselling)

নির্দেশিত পরামর্শদানের বিপরীত ধারা অনির্দেশিত পরামর্শদান। এই পদ্ধতির অপর নাম মক্কেলকেন্দ্রিক পরামর্শদান (Client Centred Counselling) অথবা এই পদ্ধতির ভিত্তি যে ব্যক্তিত্ব তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তদনুযায়ী মানবাত্মিক পরামর্শদান (Humanistic Counselling)। কাউন্সেলিং-এর জনক কার্ল রোজার্স (Carl Rogers) মানবাত্মিক ব্যক্তিত্ব তত্ত্বেরও জনক। তাঁর কাউন্সেলিং ধারাই অনির্দেশিত কাউন্সেলিং নামে পরিচিত। সেজন্য রোজার্সের তত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করবে।

রোজার্সের মতে মানুষ মূলত যুক্তিনির্ভর ও অভিজ্ঞতা নির্ভর ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে বেড়ে ওঠা একটি সম্পূর্ণ প্রাণী। ফ্রয়েডের তত্ত্বে বলা হয়েছে মানুষ প্রাথমিকভাবে অদস (Id) নিয়ন্ত্রিত অসামাজিক প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। রোজার্সের মত এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তার তত্ত্বের কেন্দ্র বিন্দু আত্মপ্রত্যয় (Self concept)। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয় ছোটবেলা থেকে গড়ে ওঠে প্রত্যক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। পাঁচটি মৌলিক ধারণার ভিত্তিতে তাঁর তত্ত্বের বিবরণ দেওয়া যায়।

- সক্রিয় প্রত্যক্ষণ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। প্রত্যক্ষণের প্রতিটি বিষয় ব্যক্তি নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বুঝে নেয়, অর্থাৎ অভিজ্ঞতার অর্থ সর্বজনীন নয় ব্যক্তি নির্ভর। পরিবেশ থেকে গৃহীত উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেওয়ার সময় আংশিকভাবে প্রতিক্রিয়া করে না—একটি সামগ্রিক স্বাধীন প্রতিক্রিয়া করতে সচেষ্ট থাকে। সেজন্য কোন বাইরে থেকে দেওয়া নির্দেশ তার অপছন্দের বিষয়। স্বাধীন সত্ত্বার নির্দেশমত সে প্রতিক্রিয়া করে।
- তার প্রত্যক্ষণজাত অভিজ্ঞতার একটি অংশ নিজের সম্ভবন্ধে ধারণা গঠনে সংহত হতে থাকে। এই আত্মবোধ (Self realisation) থেকে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। তার অভিজ্ঞতা ও চাহিদার সঙ্গে আত্মবোধের সামঞ্জস্য না থাকলে, সেই সব অভিজ্ঞতা ব্যক্তি বর্জন করে। এই বাছাই পর্বের মাধ্যমেই ধীরে ধীরে আত্মপ্রত্যয় (Self concept) গঠিত হতে থাকে।
- নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আত্মসম্মানবোধ আত্মপ্রত্যয়কে শক্তিশালী করে। এইগুলি না থাকলে আত্মপ্রত্যয়ের বিকাশ ব্যাহত হয়।
- আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে অভিজ্ঞতার বিরোধ দেখা দিলে সঙ্গতি বিধানের সমস্যা দেখা দেয়।
- ব্যক্তি আত্মপ্রত্যয় ও অভিজ্ঞতার বিরোধ মেনে নিতে পারে না। তার ফলে দেখা দেয় উদ্বেগ (Anxiety) এবং এর ফলে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। তার প্রয়োজন হয় কাউন্সেলিং-এর। সুতরাং কাউন্সেলিং ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া।

রোজার্স বলেছেন,

The Counsellor accepts the counsellee as a person with sufficient capacity to deal constructively with all those aspects of life which can potentially come into conscious awareness. This means, the creation of an interpersonal situation in which the material may come into the client's awareness and a meaningful demonstration of the counsellor's acceptance of the client as a person who is competent to direct himself.

অর্থাৎ (১) নিজের সমস্যার স্বরূপ সম্ভবন্ধে অবহিত হলে পরামর্শ গ্রহীতা তাকে নিজের জন্য গঠনমূলকভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম, (২) পরামর্শদাতা এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই তাকে গ্রহণ করেন, (৩) পরামর্শদান এমন একটি

আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়া যেখানে (৪) পরামর্শ গ্রহীতাকে সচেতন করার উপাদান ও (৫) পরামর্শদাতার সম্ভাতি পেলে, (৬) পরামর্শগ্রহীতা নিজেই নিজেকে পরিচালিত করাতে পারে।

সুতরাং অনির্দেশিত পরামর্শদান নির্দেশিত পরামর্শদানের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে।

- এখানে পরামর্শদাতার ভূমিকা সহায়কের। তিনি গ্রহীতার সামনে তার সমস্যার প্রকৃত স্বরূপটি তুলে ধরেন মাত্র।
- পরামর্শ গ্রহীতা একজন সক্ষম ব্যক্তি তিনি সমস্যার স্বরূপ বুঝতে পারলে নিজেই নিজের দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করতে পারেন ও পরিবর্তন করতে পারেন।
- তার দরকার একজন নির্ভর করার, সাহস যোগানোর ও সহৃদয় মানুষ যে সমস্যা থাকার দরুণ তাকে কখনই হীন বা কৃপার পাত্র মনে করেন না।
- কাউন্সেলিং বিশেষ সমস্যা ভিত্তিক হলেও সামগ্রিকভাবে ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় ও ইতিবাচক করে তোলে। তার ফলে ব্যক্তির পক্ষে ভবিষ্যতে অনুরূপ সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার শক্তি অর্জন করা সম্ভভব হয়।

এই জন্য Bruce Joyee বলেছেন,

This type of counselling (non-directive counselling) and interpersonal relationship claims of facilitating the individuals reorganization of himslef, so that he will (1) be more integrated and more effective, (2) have more realistic view of himself, (3) be less defensive and more adaptive to new situations and information.

উপরোক্ত বক্তব্যের অর্থ, অনির্দেশিত পরামর্শ,

- প্রকৃতপক্ষে একটি আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক (পরামর্শদাতা ও পরামর্শ গ্রহীতার মধ্যে),
- এই সম্পর্ক ব্যক্তির (গ্রহীতার) নিজের পুনর্গঠনে সাহায্য করে (সুতরাং পরামর্শদাতার ভূমিকা সহায়কের ভূমিকা মাত্র),
- পুনর্গঠনের ফলে তার ব্যক্তিত্ব আরও সংহত ও কার্যকর হয়ে ওঠে,
- নিজের সম্ভবন্ধে আরও বাস্তব সম্ভাত ধারণা গড়ে ওঠে,
- নিজের প্রতিরক্ষার জন্য প্রতিরক্ষণ কৌশলের (defence mechanisms) কম দরকার হয়, এবং
- নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে তার আচরণ আরও অভিযোজনমুখি হয়ে ওঠে।

৯.৪.২.১ অনির্দেশিত কাউন্সেলিং-এর পদ্ধতি (Methods of Non-directive Counselling)

রোজার্সের মতে কাউন্সেলিংকে এক কথায় প্রকাশ করতে হলে বলা যায় ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন (Change of personality)। তিনি কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনের ছয়টি আবশ্যিক শর্তের (Essential Conditions) কথা বলেছেন এবং কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াকে সাতটি ধাপে (Stages) ভাগ করেছেন।

আবশ্যিক শর্তগুলি নিম্নরূপ,

(ক) পরামর্শদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে একটি অলিখিত মানসিক চুক্তি থাকবে।

(খ) পরামর্শগ্রহীতার ব্যক্তিত্বের গঠন ও অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন অসঙ্গতি থাকবে যা তার উত্তেজনা ও উদ্বেগের কারণ।

(গ) অপরপক্ষে পরামর্শদাতা একজন নিরুদ্বেগ সংহত ও সঙ্গতিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ।

(ঘ) পরামর্শদাতার মনে গ্রহীতা সম্পর্কে নিঃশর্ত শ্রদ্ধা থাকবে অর্থাৎ তিনি তাকে হীন, দুর্বল, সমস্যা জর্জরিত একজন কৃপাপ্রার্থী হিসাবে মনে করবেন না।

(ঙ) পরামর্শদাতা গ্রহীতা সম্ভবন্ধে সহমর্মিতা মাধ্যমে এমন মানসিক সংযোগ গড়ে তুলবেন যে উভয়ে পরস্পরকে বুঝতে পারে এবং খোলামেলা ভাবে মানসিক আদান প্রদান করতে পারে।

(চ) পরামর্শদাতা সক্রিয়ভাবে গ্রহীতার প্রতি তাঁর গ্রহণযোগ্যতার মনোভাব, উষ্মা সহৃদয়তা ও বোঝাপড়ার মনোভাব প্রকাশ করবেন।

রোজার্সের মতে এই শর্তগুলি পূরণ হলে তবেই কাউন্সেলিং সফল অর্থাৎ গ্রহীতার ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন হওয়া সম্ভভ।

১৯৬১ সালে রোজার্স কাউন্সেলিং এর যে সাতটি ধাপ বলেছেন, তা এখনও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

- **প্রথম ধাপ (Stage I)**

১। পরামর্শগ্রহীতা নিজের সম্ভবন্ধে জানাতে অনিচ্ছুক এবং শুধুমাত্র প্রাথমিক তথ্যগুলি জানাতে ইচ্ছুক।

২। তার ব্যক্তিগত সমস্যা সম্ভবন্ধে ধারণাহীন, জানালেও তা মানতে রাজি নয়।

৩। নিজের ধারণায় অনড় ও অনমনীয়।

৪। পরামর্শদাতার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করে না।

৫। নিজের দৃষ্টিভঙ্গী, মতামত পরিবর্তনে অনিচ্ছুক এবং পরামর্শের যে কোন গুরুত্ব আছে তাও মানতে নারাজ।

- **দ্বিতীয় ধাপ (Stage II)**

  ১। নিজের সম্ভবন্ধে সেই সব তথ্য দিতে শুরু করে যা তার বিবেচনায় ততটা ব্যক্তিগত (Private) নয়।

  ২। মনে করে সমস্যাটা বাইরের, তার নিজের ভেতরের নয়।

  ৩। নিজের সমস্যা নিরসনের জন্য কোন দায়িত্ব স্বীকার করতে চায় না।

  ৪। কাউন্সেলিংজনিত অনুভূতি ও পরিস্থিতিকে আগেকার মতোই অসংগতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করতে থাকে।

  ৫। নিজের মধ্যেকার স্ববিরোধগুলি সম্ভবন্ধে একটু একটু সচেতন হতে শুরু করে।

- **তৃতীয় ধাপ (Stage III)**

  ১। নিজের অনুভূতি খোলাখুলি প্রকাশ করতে থাকে। নিজের বিষয়ে কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে বিচার করতে শুরু করে। কিন্তু নিজের, দুর্বলতাগুলিকে লজ্জাজনক, অস্বাভাবিক বা গ্রহণযোগ্য নয় এরকম মনে করতে শুরু করে।

  ২। নিজের ধারণাগুলি তখনও অনমনীয়, কিন্তু ধারণাগুলি সম্ভবন্ধে ধীরে ধীরে সচেতন হতে থাকে।

  ৩। নিজের অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে বিরোধগুলি আছে তাকে চিহ্নিত করতে শুরু করে।

  ৪। নিজের আচরণ পদ্ধতি নির্বাচন যে সঠিক কার্যকর নয় তা বুঝতে পারলেও ভুল পরিপ্রেক্ষিতে বোঝে।

- **চতুর্থ ধাপ (Stage IV)**

  ১। পরামর্শগ্রহীতা অতীতের আরও অন্তরঙ্গ অনুভূতিগুলি বলতে থাকে কিন্তু বর্তমানের প্রসঙ্গে নয়।

  ২। তার প্রতিরোধ (খোলাখুলি কথা বলার) অনেকটা জয় করে এবং বর্তমান অনুভূতি প্রকাশ করতে শুরু করে।

  ৩। নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা মনে হয় অবিশ্বাস্য। এরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হবে ভাবলে ভয়পায়।

  ৪। সেজন্য সরাসরি ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করার মনোভাব প্রকাশ করে না।

  ৫। বর্তমান অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির প্রকৃতি মেনে নিলেও অতীতের সঙ্গে তার সম্পর্ক মানতে চায় না।

৬। কিন্তু পরামর্শদাতার সহৃদয় বোঝাপড়া ও আলোচনায় দ্রুত উন্নতি হতে থাকে।

৭। নিজের দুর্বলতা ও স্ববিরোধ চিহ্নিত করতে পারে, তার দায়িত্ব স্বীকার করে নেয় কিন্তু তখনও কিছুটা দোলায়মান থাকে।

৮। এই পর্যায়ে পরামর্শদাতার সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার কথা ভাবলে ভয় পায়।

- **পঞ্চম ধাপ (Stage V)**

১। খোলাখুলি অনুভূতি প্রকাশ করে।

২। অতীত ও বর্তমান অনুভূতির স্বরূপ অনুধাবন করতে পারে কিন্তু তখনও কিছুটা অবিশ্বাস, ভয় এবং অস্পষ্টতা থেকে যায়।

৩। ভালোমন্দ সমস্ত অনুভূতিই যে নিজের তা মেনে নেয়।

৪। নিজের সমস্যার দায়িত্ব স্বীকার করে।

৫। সমস্ত স্ববিরোধ ও অসম্পূর্ণতা মেনে নেয়।

৬। আলোচনা আরও খোলাখুলি হয় এবং নিরাময়ের বাধা অপসারিত হতে থাকে।

- **ষষ্ঠ ধাপ (Stage VI)**

১। যে সব গোপন ও ব্যক্তিগত অনুভূতি আগে প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করছিল, পরামর্শগ্রহীতা সেগুলি তৎক্ষণাৎ এবং স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পারে।

২। নিজের সম্ভবন্ধে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশ ইতিবাচক হয়ে ওঠে।

৩। সমস্ত স্ববিরোধ ও অসম্পূর্ণতা দূর হওয়ায়, পরামর্শগ্রহীতা মানসিক ও শারীরিকভাবে স্বচ্ছন্দ, নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করে।

৪। সমস্যার মুখোমুখি হতে আর ভয় পায় না, নিজেই তার নিরসন করতে পারে।

- **সপ্তম ধাপ (Stage VII)**

১। এই পর্যায়ে পরামর্শগ্রহীতা যে কোন নতুন অভিজ্ঞতার সামনা সামনি হয়ে একজন সক্রিয় ও সংহত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হিসাবে তার আচরণকে পরিচালিত করতে পারে। পরামর্শদাতার সাহায্য আর দরকার হয় না।

২। অনির্দেশিত কাউন্সেলিং অনেকটা মনঃসমীক্ষণী মতবাদের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু মনঃসমীক্ষণী মতবাদের মত গ্রহীতাকে প্রায় নিরপেক্ষ রেখে শুধুমাত্র পরামর্শদাতার ব্যাখ্যা ও পুনর্ব্যাখ্যার ভিত্তিতে পরিচালিত নয়। কারণ মানবাত্মিক তত্ত্বে জন্মের পর থেকেই স্বাধীন সত্তার (Independent self) অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

৯.৪.৩ মিশ্র পরামর্শদান (Eclectic Counselling)

কাউন্সেলিং-এর পদ্ধতিগুলি এক একটি ব্যক্তিত্ব-তত্ত্বকে ভিত্তি করে বিকাশলাভ করেছে এ কথা আগেই বলা হয়েছে। যেমন, নির্দেশিত কাউন্সেলিং ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণী মতবাদ ভিত্তিক, রোজার্সের অনির্দেশিত কাউন্সেলিং মানবাত্মিক তত্ত্ব ভিত্তিক, ইত্যাদি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একজন কাউন্সেলারের পক্ষে কোন একটি বিশেষ তত্ত্বের অনুগামী হিসাবে অন্যান্য তত্ত্ব ও পদ্ধতিকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভভব হয় না। এবং এই ধরনের একনিষ্ঠতা অবৈজ্ঞানিকও বটে। সুতারং বিভিন্ন তত্ত্ব ও পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী যে কাউন্সেলিং-এর ধারা তৈরি হয়েছে তার নাম মিশ্র পরামর্শদান (Eclectic Counselling)।

১৯৫৮ সালে English ও English তাঁদের বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানের অভিধানে (Dictionary of Psychology) মিশ্র মতবাদ (Eclecticism) সম্ভবন্ধে বলেছেন—

Eclecticism in theory building is the selection and orderly combination of compatible features from diverse sources and of incompatible theories and systems into a harmonious whole.

অর্থাৎ তত্ত্বগঠনের ক্ষেত্রে মিশ্রমতবাদ হল বিভিন্ন (তত্ত্বের) উৎস থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশগুলিকে বেছে নিয়ে তার সাহায্যে একটি পূর্ণাঙ্গ সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্ব গঠন করা। যারা কঠোরভাবে কোন মতবাদ অনুসরণ করার পক্ষপাতী তাঁরা মনে করেন মিশ্রতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে কোন তত্ত্ব নয় বিভিন্ন তত্ত্বের জোড়াতালি সংমিশ্রণ। আবার মিশ্রতত্ত্বের পক্ষপাতীরা মনে করেন এককভাবে প্রত্যেকটি তত্ত্বই বড় বেশি অনমনীয়, যা দিয়ে সমস্যা সমাধান করা কঠিন। আসল কথা, মানুষের মধ্যে, তাদের ব্যক্তিগত সমস্যার মধ্যে এত বেশি বৈচিত্র্য বর্তমান যে, কোন একটিমাত্র তত্ত্বের গণ্ডীর মধ্যে সেগুলি বেঁধে রাখা যায় না। একাধিক তত্ত্বের সমন্বয় ঘটালে বরং অনেক সহজে সমস্ত মানুষের সমস্ত সমস্যা সমাধান করা যায়। পরামর্শদানের ক্ষেত্রেও এই কথাটি সর্বাংশে সত্যি এবং সেইভাবেই মিশ্র পরামর্শদান পদ্ধতি গড়ে উঠেছে।

Brammer (১৯৬৯)-এর মতে কাউন্সেলিং-এর সমস্ত তত্ত্বও পদ্ধতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভালো অংশগুলি একত্রিত করে কাজে লাগানোর নাম মিশ্র পরামর্শদান। যদিও তিনি সবচেয়ে ভালো বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করেন নি।

মিশ্রপদ্ধতির একজন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান প্রবর্তক হলেন Thorne (১৯৫০)। তাঁর মতে মিশ্রপদ্ধতি পরামর্শদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বাস্তব সম্মত পদ্ধতি। কারণ কোন একটি বিশেষ তত্ত্ব সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তিনি ছয়টি ধাপে তাঁর পদ্ধতির কার্য প্রণালী বর্ণনা করেছেন।

- সুশৃঙ্খল পর্যায়ক্রমের মাধ্যমে সমস্যার সঠিক নিরূপণ বা রোগ নির্ণয় করা।

- প্রত্যেকটি কাউন্সেলিং-এর তত্ত্ব, তাদের পদ্ধতি ও মনোচিকিৎসা পদ্ধতি (Psychotherapy) ভালো করে জানা। তাদের সুবিধা, গুণ, দুর্বলতাগুলি, একটির সঙ্গে অপরটির বিরোধ, মিল ইত্যাদি সব কিছু খুঁটিয়ে জানা দরকার।
- সরাসরি ভাসা ভাসা ভাবে রোগ লক্ষণের চিকিৎসা না করে তার কারণগুলি ব্যাখ্যা করা ও বোঝার চেষ্টা করা।
- গ্রহীতার চাহিদা ও প্রকৃতি অনুযায়ী এক বা একাধিক পদ্ধতির নির্বাচন করা।
- পদ্ধতির প্রয়োগ ও ফলাফল পর্যালোচনা করে অন্য কোন পদ্ধতিতে আরও ভালো ফল পাওয়া যেত কিনা তারও বিচার করা।
- কাউন্সেলিং-এর ফলাফল বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করে পদ্ধতি ও তত্ত্ব সম্ভবন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

Garfield (১৯৬৯) Thorne-এর পদ্ধতি সম্ভবন্ধে বলেছেন, ... one which is comprehensive and organized and which has brought together a variety of methods though it still remains essentially a loosely gathered system (যদিও ঢিলেঢালাভাবে একত্রিত পদ্ধতির সমাহার তবুও থর্নের পদ্ধতি সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও সংগঠিত পদ্ধতি যার মধ্যে নানা ধরনের পদ্ধতির সমন্বয় ঘটেছে।)

৯.৪.৪ অন্যান্য ধারা (Other Approaches)

কাউন্সেলিং-এর অন্যান্য ধারার মধ্যে আচরণবাদী ধারা (Behaviouristic approach) এবং অস্তিত্ববাদী ধারা (Existential approach) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

- **আচরণবাদী পরামর্শদান (Behaviouristic Counselling) —** এই ধারার মূল উৎস স্কিনারের প্রবলন তত্ত্ব (Skinner's reinforcement theory)। কিন্তু ব্যক্তিত্ব তথা পরামর্শদানের আচরণবাদী ব্যাখ্যা ও পদ্ধতির জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য Dollard এবং Miller-এর।

  আচরণবাদী মত অনুযায়ী মানুষের ব্যক্তিত্ব শিখনের ফল হিসাবে বিকাশ লাভ করে। উদ্দীপক ও আচরণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে শৈশব থেকে যেগুলি প্রবলিত হয় সেগুলি মানুষের আচরণে স্থায়ীত্ব লাভ করে। আচরণ সমস্যা, ব্যক্তির মানসিক সমস্যা (যেমন, উদ্বেগ, ভীতি ইত্যাদি) আসলে ভুল বা অবাঞ্ছিত আচরণ প্রবলিত হওয়ার ফল। সুতরাং উপযুক্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রবলনের (Positive and Negative reinforcement) সাহায্যে অবাঞ্ছিত আচরণের বিলোপ ও বাঞ্ছিত আচরণ আয়ত্ত করার প্রক্রিয়াই হল আচরণবাদী পরামর্শদানের মূল কথা। আচরণবাদী চিকিৎসা (Behaviour therapy) ও কাউন্সেলিং-এর মধ্যে কোন পার্থক্য প্রায় নেই। উভয়ক্ষেত্রেই আচরণ পরিবর্তনের (Behaviour modification) মূলনীতি একই। কিন্তু যেহেতু আচরণ পরিবর্তনের পরিকল্পনা, প্রবলন নির্বাচন, প্রবলনের

ক্রমপর্যায় স্থির করা, সবকিছুই কাউন্সেলারের কাজ, যেহেতু ব্যাপক অর্থে আচরণবাদী পরামর্শদানও একপ্রকার নির্দেশিত পরামর্শদান।

- **অস্তিত্ববাদী পরামর্শদান (Existential Counselling)** — অস্তিত্ববাদী দর্শন ও অস্তিত্ববাদী ব্যক্তিত্ব তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পদ্ধতির উদ্ভব। অস্তিত্ববাদী পরামর্শদান প্রকৃতপক্ষে পরামর্শদানের কিছু নীতির সমন্বয় মাত্র।
  - ❖ অস্তিত্ববাদী মত অনুসারে, পরামর্শ গ্রহীতার সমস্যাকে ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখলে হবে না। কারণ একজন মানুষের অস্তিত্ব তার সচল, কর্মময়, সামগ্রিক সত্ত্বার মধ্যে। সুতরাং সমস্যা নয় ব্যক্তিকে জানা দরকার। তার সামগ্রিক সত্ত্বাটিকে বোঝা দরকার।
  - ❖ অস্তিত্বই প্রকৃত সত্য। সেজন্য অভিজ্ঞতা, যা সামগ্রিক সত্ত্বা অংশবিশেষ তার কোন পরিমাপ হয় না। কারণ পরিমাপ করার অর্থ তাকে খণ্ডিত করা। সুতরাং ব্যক্তির অভিজ্ঞতা যদি সমস্যামূলক হয় তবে তাকে তার সামগ্রিক সত্ত্বা ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য সবকিছুর সম্মিলিত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে, বুঝতে হবে।
  - ❖ আধুনিক জীবন যাত্রার ও আধুনিক মানুষের প্রধান সমস্যা সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা যার অনিবার্য পরিণতি ভয়, অনিশ্চয়তা, একাকীত্ব ও শূন্যতাবোধ। এ কথা যুব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে আরও বেশি সত্যি।
  - ❖ অস্তিত্ববাদী পরামর্শদান এই বিচ্ছিন্নতাবোধ ও শূন্যতাবোধ কাটিয়ে মানুষের জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে চেষ্টা করে।
  - ❖ অনেক মানুষ একই পরিবেশে বসবাস করলেও প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি জগৎ আছে। পরিবেশের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি, ব্যক্তির নিজস্ব জগতের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির কাছে সত্যি। সুতরাং পরামর্শদাতাকে এই দুটি বিষয়কেই বুঝতে হবে।
  - ❖ অস্তিত্ববাদীদের মতে অহং এবং ব্যক্তিসত্ত্বা আলাদা। অহং বাইরের জগৎ নিরপেক্ষ নয়। অন্যদের অনুমোদন, দৃষ্টিভঙ্গী, চাহিদা, ইত্যাদি অহংকে প্রভাবিত করে কিন্তু ব্যক্তিসত্ত্বা (Self) একটি অখণ্ড ধারণা। কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে ব্যক্তি সত্ত্বা ও অহং-এর সাযুজ্য ঘটে।
  - ❖ কারণ উদ্বেগের উৎস উপরোক্ত সাযুজ্যের অভাবে অসহায়ত্ববোধ থেকে অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বের সংকট সম্ভবন্ধে একধরনের চেতনা থেকে।

অস্তিত্ববাদী পরামর্শদান ও তার নীতিগুলি কিছুটা বিমূর্ত কারণ এর ভিত্তি একটি দার্শনিক মতবাদ যা মানুষের জীবন ও জীবনাতীত সবকিছুই স্পর্শ করে যায়। তবে সংক্ষেপে একথা বলা যায় যে অস্তিত্ববাদী পরামর্শদান ব্যক্তির অসহায়ত্ববোধ দূর করে, শূন্যতাবোধ (জীবনের সবকিছুই অর্থহীন), অস্তিত্বের সংকটজনিত উদ্বেগ ইত্যাদির নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

৯.৫ ব্যক্তিগত ও দলগত পরামর্শদান (Individual and Group Counselling)

যখন যথেষ্ট সংখ্যক পরামর্শদাতার অভাবে চাহিদা অনুযায়ী এককভাবে প্রতিটি পরামর্শগ্রহীতাকে পরামর্শদান সম্ভভব হয় না তখন একই ধরনের সমস্যায় একাধিক ব্যক্তিকে একযোগে পরামর্শ দেওয়ার নাম দলগত পরামর্শদান (Group Counselling)। তা ছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দলগত পরামর্শদান, সমস্যা নিরসনের কাজকে ত্বরান্বিত করে কারণ, একই ধরনের সমস্যা ও পরামর্শ গ্রহীতাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় তারা শুধুমাত্র পরামর্শদাতার সঙ্গেই নয় নিজেদের মধ্যেও তথ্য ও অভিজ্ঞতার আদান প্রদান করতে পারে। যেমন, নেশাগ্রস্ত কিশোর কিশোরীদের নেশামুক্ত করার জন্য একযোগে পরামর্শ দিলে, তা যথেষ্ট কার্যকর হয়।

Mahler (১৯৬৯) মনে করেন, পরামর্শ দানের ফলে,

- পরামর্শ গ্রহীতারা অন্যের মতামত জানতে ও বুঝতে পারে।
- অন্যদের প্রতি, বিশেষত যারা আলাদা প্রকৃতির, শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়।
- সমবয়স্কদের সঙ্গে মেলামেশা করার উপযুক্ত সামাজিক দক্ষতা (Social Skill) আয়ত্ত হয়।
- দলগত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের দরুণ অন্যদের সঙ্গে একাত্মতাবোধ ও সহমর্মিতার বিকাশ হয়।
- একই ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে দলগত আলোচনার মাধ্যমে নিজস্ব চিন্তাভাবনা, সমস্যা, মূল্যবোধ, ধারণা ইত্যাদি সম্ভবন্ধে স্পষ্ট বর্ণনা দিতে পারে এবং নিজের কাছেও বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শিক্ষার পরিবেশে দলগত পরামর্শদান কতগুলি বিশেষ সুবিধার সৃষ্টি করে।

- কিশোর ছেলে মেয়েদের আত্মপরিচয় লাভ (Identity) ও জীবনের অর্থ নতুন করে খুঁজে পাওয়া সম্ভভব হয় (যেমন, আমি কে? আমার পরিচয় কি হবে? মানুষের ও আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? ইত্যাদি)।
- নিজের উপর আরও বেশি আস্থাশীল হওয়া এবং আত্ম নিয়ন্ত্রণের (Self direction) শক্তি লাভ হয় (যেমন, আমি এই বিষয়টি নিয়ে পড়ব, বা অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ)।
- অন্যের মতামত শোনা, বোঝা এবং নিজের মতামত বজায় রেখেও সহিষ্ণুতার ক্ষমতা বিকাশ হয়। বিভিন্ন মত ও পথের সমন্বয় করতে শেখে।
- একজনের বিশেষ অনুভূতি (প্রক্ষোভজনিত অবস্থা) ও চিন্তা অনুধাবন করার ক্ষমতা বাড়ে। অথবা অন্যভাষায় বলা যায়, নিজের প্রক্ষোভ সংক্রান্ত বুদ্ধি (Emotional Intelligence) বিকাশ লাভ করে।

- সামাজিক পরিস্থিতিতে সঠিক ও কার্যকর আচরণ করতে শেখে, যা অন্যদের অনেক বেশি প্রভাবিত করতে পারে।

৯.৫.১ দলগত পরামর্শদানের প্রক্রিয়া (Process of Group Counselling)

সাধারণত পাঁচটি ধাপে দলগত পরামর্শদান পরিচালিত হয়।

- **দলগঠন (Formation of Group) —** এইটি প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কারণ দলগঠন ঠিকমত না হলে সমস্ত প্রক্রিয়াটিই ব্যর্থ হতে পারে। কাউন্সেলর দলগঠনের জন্য যে সব বিষয়গুলি বিবেচনা করেন তা নিম্নরূপ।

  (ক) কিসের ভিত্তিতে বা কোন কোন শর্ত অনুযায়ী দলের সদস্য নির্বাচন করা হবে। বয়স, সমস্যার সঠিক প্রকৃতি, সমস্যা সৃষ্টির আপাত কারণ, সমস্যার স্থায়ীত্ব, লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থসামাজিক অবস্থান, ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয় বিবেচনা করে দলগঠন করা দরকার। খুব বৈষম্যমূলক দলগঠন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আবার কাউন্সেলিং-এর পদ্ধতি অনুযায়ী কিছু কিছু বৈষম্য থাকতেও পারে।

  (খ) কতজনকে দলের অন্তর্ভুক্ত করা হবে সেটাও বিবেচ্য বিষয়। খুব ছোট বা খুব বড় দল সবসময় বাঞ্ছনীয় নয়। আবার সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী ২-৩ জনের ছোট দলও কার্যকর হতে পারে।

  (গ) বৈঠকের স্থায়ীত্ব ও সংখ্যা স্থির করা দরকার দলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। এক একটি বৈঠক কতক্ষণ স্থায়ী হবে এবং কত ঘন ঘন বৈঠক হবে তা পূর্বাহ্নেই স্থির করা দরকার এবং সর্বসম্মত হওয়া প্রয়োজন।

  (ঘ) দলগঠন মুক্ত অথবা বন্ধ হবে কি না তা আগে থেকেই সর্বসম্মতভাবে স্থির করা দরকার। মুক্তদল অর্থ প্রয়োজন মত পরবর্তী পর্যায়ে নতুন কোন সদস্য যোগ দিতে পারবে বা মাঝপথে কেউ বৈঠকে যোগদান করতে পারবে। বন্ধদল হলে প্রধানতম শর্ত মাঝপথে কেউ ছেড়ে দিতে পারবে না বা নতুন কেউ যোগ দিতে পারবে না।

- **মানসিক সংযুক্তির পর্যায় (Involvement stage) —** প্রথম দিককার অধিবেশনগুলিতে পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে দলের প্রতি অনুগত্য ও মানসিক সংযুক্তির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। দল হিসাবে পারস্পরিক আস্থা, ঘনিষ্ঠতা ও প্রক্ষোভমূলক সংহতি না হলে কাউন্সেলিং-এর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এই পর্যায়ে স্থির করা হয়, কিভাবে শুরু করা হবে, কিভাবে পারস্পরিক আলোচনা ও মতবিনিময় পরিচালিত হবে, কাউন্সেলারের ভূমিকা কি হবে (অর্থাৎ, পরিচালকের ভূমিকা, একজন সদস্য মাত্র, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের ভূমিকা, শিক্ষকের ভূমিকা ইত্যাদি) এই সব।

- **উত্তরণের স্তর (Transition stage)** — প্রকৃত কাউন্সেলিং পর্যায়ের শুরু এখান থেকে. দলের সদস্যরা প্রথমে এক একজন স্বতন্ত্র মানুষ। তারা পরস্পরের সামনে মুখ খুলতে স্বাভাবিক বাধা অনুভব করে (Resistance)। এই বাধা না জয় করতে পারলে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্পর্ক তৈরি হওয়া সম্ভভব নয়। সেজন্য বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা থেকে একাত্মতার মানসিকতায় উত্তরণ হওয়া প্রয়োজন। কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই এই উত্তরণ ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে।
- **প্রগতির স্তর (Stage of progress)** — এই স্তরে ক্রমশ দলের সদস্যরা নিজেদের সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন নিজেদের দুর্বলতাগুলিকে চিহ্নিত করা, সমস্যা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে নেওয়া, ব্যক্তিত্বের পুনর্গঠন, প্রাক্ষোভিক সামঞ্জস্য বিধান ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে একজন সমস্যা মুক্ত অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সক্রিয় সামাজিক মানুষে পরিণত হতে থাকে। আত্মিক উন্নয়নের এই স্তরটিতে দল ও কাউন্সেলার উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।
- **সমাপ্তির স্তর (Stage of rounding up)** — দলগত পরামর্শদানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে ধীরে ধীরে দলের সদস্যদের আবার স্বাধীন স্বতন্ত্র মানুষ হিসাবে জীবন যাপনের জন্য তৈরি করার প্রক্রিয়া শুরু করা দরকার। দলনির্ভরতা কাটিয়ে, সমস্ত সঙ্কোচ জয় করে, সামাজিক ও মানসিক পুনর্বাসনের জন্য তৈরি হওয়াই এই স্তরের লক্ষ্য।

তবে একথা মনে রাখতে হবে, দলগত পরামর্শদানের পূর্বে ও পরে আবার দলগত প্রক্রিয়া চলাকালীন ব্যক্তিগত পরামর্শদানও প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ দলগত পরামর্শদান ও ব্যক্তিগত পরামর্শদান পরস্পর বিকল্প নয়, পরিপূরক।

৯.৫.২ দলগত ও ব্যক্তিগত পরামর্শদানের তুলনা (Comparison of Individual and Group Counselling)

দলগত ও ব্যক্তিগত পরামর্শদানের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ও পার্থক্য আছে।

- **সাদৃশ্য (Similarities)**
  - (ক) উভয়ের উদ্দেশ্য একই। উভয় প্রক্রিয়াতেই পরামর্শগ্রহীতার ব্যক্তিত্বের সংহতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়।
  - (খ) উভয় ক্ষেত্রে কাউন্সেলর এমন একটি পরিমণ্ডল তৈরি করেন যেখানে, খোলামেলাভাবে অংশগ্রহণ করে পরামর্শগ্রহীতা নিজেকে উন্মুক্ত করার প্রশ্রয় পায় এবং তার সবকিছুই ইতিবাচক দৃষ্টিতে গ্রহণ করা হয়।
  - (গ) প্রতি ক্ষেত্রেই পরামর্শদাতা গ্রহীতাকে নিজের সমস্যা, দুর্বলতা ইত্যাদি সম্ভবন্ধে সচেতন হতে সাহায্য করেন এবং প্রত্যেককেই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার মত অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হতে সাহায্য করেন।

(ঘ) উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও সম্পর্কের গোপনীয়তাকে যথাযথ মূল্য দেওয়া হয়।

- **পার্থক্য (Differences)**

(ক) ব্যক্তিগত পরামর্শদানের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা ও গ্রহীতা মুখোমুখি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। দলগত পরামর্শের বেলায় দলের সদস্যদের মধ্যে সান্নিধ্য বেশি এবং তাদের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ই প্রধান। অনেক সময়ই, কাউন্সেলারের ভূমিকা শুধুমাত্র একজন সংগঠকের।

(খ) ব্যক্তিগত পরামর্শদানের সময় পরামর্শদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে আস্থা ও ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন। দলগত পরামর্শদানের সময় দলগত সংহতি, সদস্যদের পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা, গ্রহণযোগ্যতা এই সবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দলের সদস্যরা যত বেশি মানসিকভাবে সংযুক্ত হবে তত তাড়াতাড়ি সমস্যার নিরসন হবে।

(গ) দলগত পরামর্শদানের ক্ষেত্রে কাউন্সেলরের ভূমিকা অনেক বেশি জটিল। বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর ভূমিকার পরিবর্তন হয়। আবার তিনি পর্যবেক্ষক, নিরপেক্ষ ও সংগঠকের ভূমিকায় থাকলেও, পরোক্ষভাবে তার উপর সমস্ত প্রক্রিয়াটির সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে।

(ঘ) একক বা ব্যক্তিগত পরামর্শদান দলগত পরামর্শদান ছাড়াই সফল হতে পারে। অধিকাংশ সময়ই দলগত পরামর্শদানের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরামর্শদানও কিছুটা প্রয়োজন হয়।

৯.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ধারা প্রকৃতপক্ষে যে সব মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর পদ্ধতিগুলি গড়ে উঠেছে তাদের বৈশিষ্ট্যের ধারা। গাইডেন্স বৃহত্তর অর্থে আচরণবাদী তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গাইডেন্সের তিনটি ধারা তিনটি প্রধান দার্শনিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত। শৈশবের গাইডেন্স প্রক্রিয়া ভাববাদী দর্শনের অনুসারী। শিক্ষা গাইডেন্স অনেকটা প্রকৃতিবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। আর উচ্চতর শিক্ষা ও বৃত্তিগত গাইডেন্স প্রয়োগবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। তবে প্রতিক্ষেত্রেই অন্য দার্শনিক মতবাদের প্রভাব সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নয়। গাইডেন্সের নানা প্রকার সংজ্ঞার মধ্যে এই ধারা তিনটির এবং আচরণবাদী মতবাদের প্রতিফলন ঘটেছে।

কাউন্সেলিং-এর ধারাগুলির প্রতিফলনও কথাটির বিভিন্ন সংজ্ঞায় লক্ষ্য করা যায়। প্রধান তিনটি ধারা নির্দেশিত পরামর্শদান, অনির্দেশিত পরামর্শদান ও মিশ্র পরামর্শদান। নির্দেশিত পরামর্শদান ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণী মতবাদের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। এখানে পরামর্শদাতার ভূমিকাই প্রধান। এই প্রক্রিয়ার ছয়টি ধাপ আছে এবং পরামর্শদাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক এক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ ও অজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যেকার সম্পর্কের মত। অনির্দেশিত পরামর্শদান পদ্ধতির জনক কাল রোজার্স। তাঁর পদ্ধতিতে পরামর্শদাতার ভূমিকা সহায়ক

ও বন্ধুর ভূমিকা। পারস্পরিক সম্পর্ক, গ্রহণমনস্কতা, সহৃদয় সহায়তা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সমস্যাকুল ব্যক্তি নিজেই নিজের দুর্বলতাগুলি সম্ভবন্ধে সচেতন হয় এবং নিজের শক্তিতেই নিজের ব্যক্তিত্বকে পুনর্গঠিত করতে পারে।

মিশ্র পরামর্শদান এমন একটি পদ্ধতি যেখানে বিভিন্ন তত্ত্ব ও পদ্ধতির সামঞ্জস্যপূর্ণ উপাদানগুলির সমন্বয় ঘটেছে। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সমস্যা জটিল ও বিচিত্র। কোন একটি বিশেষ পদ্ধতির প্রতি একনিষ্ঠ হলে সমস্ত সমস্যার নিরসন হয় না। তখন মিশ্র পদ্ধতি কার্যকর হয়। এই তিনটি ছাড়া আরও অন্যান্য ধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আচরণবাদী ও অস্তিত্ববাদী ধারা। আচরণবাদী ধারা স্কিনারের প্রবলন তত্ত্ব ভিত্তিক। অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী অস্তিত্ববাদী পরামর্শদান মানুষের অসহায়ত্ববোধ, বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতাবোধ দূর করে তাকে সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনে উত্তরণ ঘটায়।

যখন একই ধরনের সমস্যাযুক্ত একাধিক মানুষকে একত্রে কাউন্সেলিং করা হয় তখন তাকে বলা হয় দলগত পরামর্শদান। শুধুমাত্র উপযুক্ত কাউন্সেলরের অপ্রতুলতার জন্যই দলগত পরামর্শদান দরকার হয় না। বহুক্ষেত্রেই দলগত পরামর্শদান ব্যক্তিগত পরামর্শদানের চেয়ে দ্রুত ফল দেয়। ব্যক্তিগত ও দলগত পরামর্শদান পরস্পরের বিকল্প নয়, পরিপূরক এবং উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে।

৯.৭ প্রশ্নাবলী (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very Short answer Questions)

(ক) গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ধারা কথাটির অর্থ কি?

(খ) মূল্যবোধের নির্দেশনা কোন দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ও কেন?

(গ) নির্দেশিত পরামর্শদান কাকে বলে?

(ঘ) অনির্দেশিত পরামর্শদানের জনক কে?

(ঙ) মানবাত্মিক তত্ত্বের কেন্দ্রীয় ধারণা কি?

(চ) মিশ্র পরামর্শদান কাকে বলে?

(ছ) মিশ্র পরামর্শদানকে পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি বলা হয়েছে কেন?

(জ) অস্তিত্ববাদী মতে উদ্বেগ কেন সৃষ্টি হয়?

(ঝ) দলগত পরামর্শদানের একটি সুবিধা বলুন।

(ঞ) দলগত ও ব্যক্তিগত পরামর্শদানের একটি পার্থক্য বলুন।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer Questions)

(ক) গাইডেন্সের প্রয়োগবাদী ধারা সম্ভবন্ধে ব্যাখ্যা দিন।

(খ) গাইডেন্সকে কেন আচরণবাদী প্রক্রিয়া বলা হয়েছে।

(গ) নির্দেশিত পরামর্শদানের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

(ঘ) অনির্দেশিত পরামর্শদানের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

(ঙ) আচরণবাদী পরামর্শদানের উদ্দেশ্য কি?

(চ) দলগত পরামর্শদানের ক্ষেত্রে দল নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) গাইডেন্সের তাত্ত্বিক ভিত্তি সম্ভবন্ধে আলোচনা করুন। এর প্রধান প্রধান ধারাগুলির ব্যাখ্যা দিন।

(খ) অনির্দেশিত পরামর্শদানের শর্ত ও পদ্ধতিগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

(গ) নির্দেশিত পরামর্শদান কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন। মিশ্র পরামর্শদানের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(ঘ) ব্যক্তিগত ও দলগত পরামর্শদানের তুলনামূলক আলোচনা করুন। দলগত পরামর্শদানের পদ্ধতি বর্ণনা করুন ও এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

একক ১০ ❐ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর জন্য আবশ্যিক তথ্য (Essential Informations for Guidance and Counselling)

গঠন (Structure)

১০.১ সূচনা

১০.২ উদ্দেশ্য

১০.৩ গাইডেন্সের ধারা

- ১০.৩.১ শারীরিক তথ্য
- ১০.৩.২ বুদ্ধি বিষয়ক তথ্য
- ১০.৩.৩ ব্যক্তিত্ব
- ১০.৩.৪ শিক্ষাগত তথ্য
- ১০.৩.৫ অন্যান্য তথ্য

১০.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক তথ্য

- ১০.৪.১ প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও বিবরণ
- ১০.৪.২ যোগ্যতা বিষয়ক তথ্য
- ১০.৪.৩ শিক্ষক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা
- ১০.৪.৪ আর্থিক তথ্য
- ১০.৪.৫ পাঠক্রম ও ভবিষ্যৎ সম্ভভাবনা

১০.৫ বৃত্তিগত তথ্য

- ১০.৫.১ প্রতিষ্ঠান ও যোগ্যতা
- ১০.৫.২ নির্বাচন প্রক্রিয়া
- ১০.৫.৩ আর্থিক ও ভবিষ্যত সুযোগ সুবিধা
- ১০.৫.৪ বিপদ বিষয়ক তথ্য

১০.৬ অন্যান্য নির্দেশনা বিষয়ক তথ্য

১০.৭ কাউন্সেলিং-এর জন্য বিশেষ তথ্য

১০.৭.১ পারিবারিক তথ্য

১০.৭.২ বিকাশমূলক ইতিহাস

১০.৭.৩ অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য

১০.৮ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

১০.৮.১ প্রত্যক্ষ পদ্ধতি

১০.৮.২ পরোক্ষ পদ্ধতি

১০.৮.৩ তথ্যের সংরক্ষণ

১০.৯ সারসংক্ষেপ

১০.১০ প্রশ্নাবলী

১০.১ সূচনা (Introduction)

গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং উভয়ই এমন ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যার অনেকটাই তথ্য নির্ভর। সঠিক তথ্যের উপর এই দুই প্রক্রিয়া নির্ভরশীল। গাইডেন্স পরিষেবা (Guidance Service), গাইডেন্স ক্লিনিক (Guidance Clinic), স্কুল গাইডেন্স ক্লিনিক (School Guidance Clinic) অথবা কাউন্সেলিং-এর জন্য ক্লিনিক প্রভৃতি স্থাপন করা সেগুলি পরিচালনা করার উপযোগী সমস্ত আয়োজন করা গাইড বা কাউন্সেলরের অন্যতম কাজ। একটি ক্লিনিক, গাইডেন্স বা কাউন্সেলিং অথবা উভয় উদ্দেশ্য, যাই হোক না কেন, তার জন্য দরকার হয় উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী, স্থান, আসবাব ও তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের দেশে সংগঠিত বহুকর্মী ও বিশেষজ্ঞ সমন্বিত গাইডেন্স বা কাউন্সেলিং ক্লিনিকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এমনকি সঠিক অর্থে স্কুল গাইডেন্স ক্লিনিকের অস্তিত্ব প্রায় না থাকার মতই। যে সমস্ত ক্লিনিক শহরাঞ্চলে আছে সেগুলি সবই একক ব্যক্তি নির্ভর। অর্থাৎ একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞানী বা শিক্ষাবিদ্ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ক্লিনিক স্থাপন করেন ও পরামর্শ বা নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এই জন্য বর্তমান পাঠক্রমে গাইডেন্স ক্লিনিকের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আয়োজন বর্ণনা করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ক্লিনিকের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিষয়টিই সবচেয়ে জরুরি। সেজন্য এই এককটিতে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর জন্য আবশ্যিক তথ্য সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

১ ০.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর জন্য কত রকম তথ্য দরকার হয় তা বলতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত তথ্য সম্ভবন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যগুলি উল্লেখ করতে পারবেন।
- বৃত্তিবিষয়ক তথ্য সম্ভবন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- কাউন্সেলিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ তথ্যগুলির বিবরণ দিতে পারবেন।
- তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও সংরক্ষণ সম্ভবন্ধে বলতে পারবেন।
- প্রতিটি তথ্যের গুরুত্ব সম্ভবন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১০.৩ ব্যক্তিগত তথ্য (Personal Information)

কাউন্সেলিং ও গাইডেন্সের জন্য কতরকমের তথ্য দরকার হয় তার বর্ণনা নিঃশেষে দেওয়া সম্ভভব নয়। প্রয়োজন মত যে কোন তথ্যই কাউন্সেলর বা গাইড সংগ্রহ করে থাকেন, তার কিছু স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয় আবার কিছু কিছু তথ্য বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়ে গেলে তার সংরক্ষণ করার দরকার হয় না। আবার সমস্ত ব্যক্তি বা উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সমস্তরকম তথ্য দরকার হয় না। কিছু কিছু তথ্য অনেকের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় আবার কিছু কিছু তথ্য শুধুই ব্যক্তি বিশেষের জন্য দরকার। এই সব বিচার করে দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং গাইড বা কাউন্সেলরের দক্ষতা অনেকাংশে নির্ভর করে তার তথ্য সংগ্রহ ও কাজে লাগানোর দক্ষতার উপর। প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার ব্যক্তিগত তথ্যের কথা।

গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং দুইই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে পরিচালিত প্রক্রিয়া। নির্দেশনা গ্রহীতা ও পরামর্শ গ্রহীতা এক এক জন মানুষ। তাদের চাহিদা অনুযায়ী গাইডেন্স বা কাউন্সেলিং-এর পরকিল্পনা, কার্যপ্রণালী, সার্থকতা বা ব্যর্থতার বিচার সব কিছুই আবর্তিত হয়। সুতরাং গাইড বা কাউন্সেলরকে জানতে হয় তাঁর কাছে উপস্থিত ব্যক্তিটি কে এবং তার পূর্ণাঙ্গ শারীরিক ও মানসিক বিবরণ কেমন। প্রথমেই শারীরিক তথ্য।

১০.৩.১ শারীরিক তথ্য (Physical Information)

শারীরিক তথ্য সম্ভবন্ধে প্রধান দুটি প্রশ্ন হল, কোন কোন শারীরিক তথ্য প্রয়োজন এবং ঐ সব তথ্য প্রয়োজন কেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটির আলোচনা আগে করে নেওয়া দরকার।

শিক্ষা নির্দেশনা ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে নির্দেশনা গ্রহীতার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত লক্ষ্য নির্বাচন করা, লক্ষ্য অর্জন করার জন্য প্রস্তুতিতে সাহায্য করা এবং লক্ষ্য অর্জন করা হলে সাফল্য অসাফল্য বিচার করা এই তিনটি মূল পর্যায়ে গাইডেন্স প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। এমন অনেক পাঠক্রম আছে বা বৃত্তি আছে যেগুলির ক্ষেত্রে শারীরিক সক্ষমতা, দক্ষতা ইত্যাদি সাফল্যের অন্যতম শর্ত। যেমন, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কোন কোন শাখায় মাইনিং সংক্রান্ত পাঠক্রমে শারীরিক সক্ষমতা অন্যতম বিচার্য বিষয় হতে পারে। কারণ ঐ সব পাঠক্রমের সঙ্গে যুক্ত ভারি ও কঠোর শারীরিক সক্ষমতার মান নির্দিষ্ট করা আছে। সুতরাং যদি কোন নির্দেশনা প্রার্থীর লক্ষ্য এমন হয় যেখানে শারীরিক সক্ষমতা যোগ্যতার অন্যতম মাপকাঠি তবে নির্দেশকের প্রয়োজন তার শারীরিক তথ্যগুলি জানা।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাথমিক লক্ষ্য কিছু না থাকলেও শারীরিক বিবরণ লক্ষ্য স্থির করার প্রয়োজনে দরকার হয়ে পড়ে। বিশেষভাবে জানা দরকার হয় কোন শারীরিক সমস্যা, প্রতিবন্ধীতা ইত্যাদি আছে কি না। কয়েকটি অবশ্য প্রয়োজনীয় শারীরিক তথ্যের বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

- উচ্চতা, ওজন, স্থূলত্ব (obesity) সম্ভবন্ধীয় তথ্য।
- ইন্দ্রিয় বিষয়ক তথ্য, যেমন, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ ইত্যাদি। দৃষ্টির ক্ষীণতা, অন্ধত্ব, বর্ণান্ধতা (Colour blindness), চশমা থাকলে দৃষ্টিশক্তির মান ইত্যাদি। বধিরতা থাকলে তার প্রকৃতি ও মান।
- রক্ত সংক্রান্ত তথ্য, যেমন, রক্তের গ্রুপ, রক্ত সংক্রান্ত ব্যাধি (থ্যালাসেমিয়া, ক্রনিক এনিমিয়া, হিমোফিলিয়া ইত্যাদি) থাকলে তার তথ্য। ডায়াবেটিস বা অনুরূপ অন্য কোন সমস্যার বিররণ।
- লিভার, হার্ট, ফুসফুস (যেমন, হাঁপানি), গল ব্লাডার বা অন্য কোন প্রত্যঙ্গের ব্যাধি সম্পর্কিত তথ্য।
- স্নায়বিক বা হাড়ের বিকলাঙ্গতা।

এই সব তথ্যের মধ্যে প্রাথমিক কয়েকটি বিষয় প্রায় বাধ্যতামূলক ভাবে সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সংগৃহীত হয়। কিন্তু বাকি অধিকাংশ তথ্য তখনই দরকার হয় যখন, তা সরাসরি গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য অথবা যখন পরামর্শ গ্রহীতা স্বেচ্ছায় কোন তথ্য লিপিবন্ধ করায় আগ্রহী।

১০.৩.২ বুদ্ধি বিষয়ক তথ্য (Intellectual Information)

কোন মানুষের জীবনে সাফল্যের পিছনে বুদ্ধির ভূমিকা সম্ভবন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সেজন্য বুদ্ধি বিষয়ক তথ্য নির্দেশনা ও পরামর্শদানের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। তিন প্রকার বৌদ্ধিক তথ্যের

প্রতি এখানে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে, সাধারণ বুদ্ধি (General intelligence) বা সাধারণ সক্ষমতা (General ability), বিশেষ প্রবণতা (Special aptitude) এবং সৃজনশীলতা (Creativity)।

- সাধারণ বুদ্ধি, যা সচরাচর I.Q. এই সূচকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, পরিমাপ করার জন্য আছে নানা ধরনের অভীক্ষা। পরামর্শদাতা সরাসরি অভীক্ষা প্রয়োগ করে I.Q. পরিমাপ করতে পারেন। তিনি অভীক্ষার সাহায্যে জেনে নিতে পারেন তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থী স্বাভাবিক, অতিবুদ্ধিমান না ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন। বুদ্ধির সঙ্গে আচরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সর্বজন বিদিত। সুতরাং গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এই দুই ক্ষেত্রেই বুদ্ধি সম্পর্কিত তথ্য প্রয়োজনীয়। প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি প্রায় সমস্ত রকম মানুষের বুদ্ধি পরিমাপ করতে সক্ষম। বাচনিক, অবাচনিক, সম্পাদনী ইত্যাদি নানা ধরনের বুদ্ধি অভীক্ষার সাহায্যে বুদ্ধি পরিমাপ করে যে সব বিষয়ে নির্দেশনা বা পরামর্শদান করা সহজ হয় তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল। এরকম আরও উদাহরণ আছে।

    ১। অনেক সময় অতিবুদ্ধিমান ছাত্রছাত্রীরা অপসংগতি ও সমস্যামূলক আচরণের শিকার হয়।

    ২। অতিবুদ্ধিমান শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার দরকার হয়।

    ৩। কিছুটা ক্ষীণ বুদ্ধি শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষার গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভভব হয় না। তার ফলে, এরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে।

    ৪। সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের কাছে অতিরিক্ত বেশি প্রত্যাশা করলে তারা আচরণের সমস্যায় ভোগে।

    ৫। বিশেষ বিশেষ পাঠক্রম শুধুমাত্র অতিবুদ্ধিমান ছাত্রছাত্রীদের জন্যই নির্দিষ্ট। সুতরাং নির্দেশনার আগে বুদ্ধি পরিমাপ করা দরকার।

এছাড়াও কোন কোন বুদ্ধি অভীক্ষার (যেমন, Wechsler Adult Intelligence Scale) উত্তরগুলি বিশ্লেষণ করলে অপসঙ্গতির প্রাথমিক লক্ষণগুলি ধরা পড়ে। তবে নির্দেশনা বা পরামর্শ প্রার্থী প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই নির্বিচারে বুদ্ধি পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় না। অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা ও গাইড প্রাথমিক তথ্য, কথাবার্তা ও অন্যান্য অবস্থাগুলি পর্যালোচনা করে প্রয়োজন মত কোন বিশেষ বুদ্ধি অভীক্ষা প্রয়োগ করেন।

- বিশেষ প্রবণতা (Special aptitude) সম্ভবন্ধে প্রথম আলোকপাত করেন স্পীয়ারম্যান। তাঁর দ্বি-উপাদান তত্ত্বে যে s উপাদানের কথা তিনি বলেছিলেন সেখান থেকেই বিশেষ প্রবণতার বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতির শুরু। সাধারণভাবে অনেকে মনে করেন বৃত্তি ও শিক্ষা নির্দেশনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রবণতাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা বা বৃত্তি অবলম্ভবন করলে সাফল্যের সম্ভভাবনা অনেক বেশি। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রবণতা পরিমাপ করার জন্য অনেক অভীক্ষা নির্মিত হয়েছিল, যার সর্বোৎকৃষ্ট

উদাহরণ Differential Aptitude Test (DAT)। একটি অভীক্ষার (প্রকৃতপক্ষে একটি Test Battery অর্থাৎ অনেকগুলি অভীক্ষার একত্র সমাবেশ) সাহায্যে নানা ধরনের প্রবণতা পরিমাপ করে সেই অনুযায়ী শিক্ষার ধারা ও বৃত্তি নির্বাচন করা যায়। বর্তমানে বিষয়টি বিতর্কিত এবং কিছুটা গুরুত্বহীন। এর কারণ অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী মনে করেন প্রবণতা শিশু বয়স থেকে বিশেষ বিশেষ পরিবেশের প্রভাব ছাড়া আর কিছুই নয়, বুদ্ধিই আসল। বরং অনেকে মনে করেন বহুমুখি বুদ্ধির জন্যই এক একজন ব্যক্তির প্রতিভা ভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করে। Gardner প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা এই মতের প্রবক্তা।

- সৃজনশীলতা (Creativity) এমন এক ধরনের সক্ষমতা যা বিশেষ বিশেষ মাধ্যমের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। এই সক্ষমতা বুদ্ধির চেয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র কিন্তু সম্পূর্ণ বুদ্ধি নিরপেক্ষ নয়। সমস্ত মানুষেরই কম বেশি সৃজনশীলতা আছে। উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিবেশ সৃজনশীলতার পরিপোষণ ও বিকাশের জন্য দরকার। সেজন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্দেশনার সময় সৃজনশীলতা সম্ভবন্ধে ধারণা নির্দেশককে সাহায্য করে। E.P. Torrance, J.P. Guilford প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা সৃজনশীলতা পরিমাপ করার জন্য নানা অভীক্ষা তৈরি করেছেন। ঐ সব অভীক্ষা অবলম্ভবন করে আমাদের দেশেও B.K. Passi, Baquer Mehdi প্রমুখরা অভীক্ষা নির্মাণ করেছেন। প্রয়োজন হলে এবং প্রাথমিকভাবে সৃজনশীলতার সম্ভভাবনা দেখা গেলে গাইড যে কোন অভীক্ষার সাহায্যে সৃজনশীলতা পরিমাপ করে নিতে পারেন।

১০.৩.৩ ব্যক্তিত্ব (Personality)

ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত তথ্য গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা প্রয়োজনে দরকার হয়।

গাইডেন্সের জন্য ব্যক্তিত্বের প্রোফাইল (Personality Profile) একজন নির্দেশনা প্রার্থীর সম্ভভাব্য আচরণ ও তার প্রকৃতি সম্ভবন্ধে একটি সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে পারে। অধিকাংশ বৃত্তির ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রোফাইল সাফল্যের চূড়ান্ত শীর্ষে নিয়ে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বিগত ৬০-৭০ বৎসরে বহু মনোবিজ্ঞানী এই বিষয়টিকেই তাঁদের গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছেন এবং বহু মূল্যবান তথ্য দিতে পেরেছেন। তাঁরা অনেকেই বিভিন্ন বৃত্তিতে যাঁরা প্রকৃতই সাফল্য লাভ করেছেন তাঁদের ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করে, ঐ সব বৃত্তির জন্য আদর্শ ব্যক্তিত্বের প্রোফাইল তৈরি করেছেন, যেগুলি যারা ঐ সব বৃত্তি অবলম্ভবন করতে ইচ্ছুক তাদের প্রোফাইলের সঙ্গে তুলনা করে কার সাফল্যের সম্ভভাবনা বেশি তা নির্ণয় করার কাজে ব্যবহার করা যায়। গাইডেন্সের ক্ষেত্রে গাইডের কাজ ঠিক এই জায়গায়। শুধু তাই নয়, বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রোফাইল তুলনা করার (Profile matching) উপযোগী বিভিন্ন রাশিবিজ্ঞান সম্ভাত পদ্ধতিও তাঁরা উদ্ভাবন করেছেন। সেজন্য গাইডেন্সের জন্য দরকার সংকলন তত্ত্ব (Trial Theory) ভিত্তিক ব্যক্তিত্ব উন্মোচনী অভীক্ষা (Personality Inventory) গুলিকে ব্যবহার করা (যেমন, 16 PF Test, Eysenek Personality Inventory ইত্যাদি)।

অপরপক্ষে কাউন্সেলিং-এর জন্য ব্যক্তিত্ব সম্ভবন্ধীয় তথ্যের প্রয়োজন হয় মূলত সমস্যা বা রোগ নির্ণয়ের জন্য (Diagnosis)। ব্যক্তিত্বের অসংগতি বা বিশৃঙ্খলা নির্ণয় করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি ব্যক্তিত্ব অভীক্ষার সাহায্যে ব্যক্তিত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রস্তুত করা। এই উদ্দেশ্যে মনঃসমীক্ষণী তত্ত্ব ভিত্তিক অভীক্ষাগুলি ব্যবহৃত হয় সবচেয়ে বেশি (যেমন, Rorschach Ink Blot Test, Thematic Apperception Test, Children's Apperception Test, Picture Frustration Test ইত্যাদি)। তবে সংলক্ষণতত্ত্ব ভিত্তিক অভীক্ষাগুলিও এক্ষেত্রে কিছুটা কাজে লাগতে পারে। সুতরাং একজন গাইড বা কাউন্সেলরের অভীক্ষাগুলির ব্যবহার বিধি ও পরিমাপের ফলাফল ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি জানা একান্ত আবশ্যিক এবং ক্লিনিকে অভীক্ষাগুলির সংগ্রহ রাখাও আবশ্যিক।

১০.৩.৪ শিক্ষাগত তথ্য (Educational Information)

প্রাথমিকভাবে শিক্ষাগত তথ্যকে এক কথায় প্রকাশ করতে হলে বলতে হয়, পরীক্ষার ফলাফল সম্ভবন্ধীয় তথ্য। কিন্তু শিক্ষাগত তথ্য কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য আরও অনেকটা ব্যাপক। শিক্ষাগত তথ্য কোন একটিমাত্র পরীক্ষার ফলাফলের রেকর্ড মাত্র নয়, নির্দেশনার সময়কাল পর্যন্ত পূর্ববর্তী শিক্ষাজীবন সম্ভবন্ধে সম্পূর্ণ তথ্যই শিক্ষাগত তথ্য। যে সব বিষয়গুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা নিচে দেওয়া হল।

- পরীক্ষার ফলাফলের ধারা (Trend) পর্যালোচনা করলে তিন প্রকার শিক্ষার্থী দেখা যায়। একদল ক্রমাগত উন্নতি করে (upward trend), আর একদলের ফলাফল ক্রমশ খারাপ হতে থাকে (downward trend), আর এক দলের ফলাফলের ধারা অনিয়মিত (irregular trend)। এই বিষয়টি নির্দেশনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

- বিষয় ভিত্তিক ফলাফলের ধারা স্বাভাবিকভাবেই এক একটি বিষয়ের বেলায় স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনা করা হয়। বিশেষ প্রবণতা সম্ভবন্ধে কোন অভীক্ষা ব্যবহার না করেও বিষয় ভিত্তিক ফলাফলের গতি প্রকৃতি থেকে ছাত্রছাত্রীদের প্রবণতা সম্ভবন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। যে ছাত্র ক্রমাগত অঙ্কের ফলাফল উন্নত করতে থাকে, অথবা যে ছাত্রের ভাষা বিষয়ক পরীক্ষার নম্ভবর সবসময়ই অন্য বিষয় থেকে তুলনামূলক ভাবে ভালো তাদের বিশেষ প্রবণতা সম্ভবন্ধে প্রাথমিক ধারণার পক্ষে এই তথ্য যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। এই কারণে শিক্ষাগত তথ্যের উপাদান হিসাবে এগুলি উল্লেখযোগ্য।

- বিদ্যালয় সম্ভবন্ধে তথ্য কথাটির অর্থ কোন কোন বিদ্যালয়ে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়েছে সে সম্ভবন্ধে তথ্য। যদি বার বার পরিবর্তন হয়ে থাকে, তবে কেন পরিবর্তন হয়েছে, কোন বিশেষ নামী প্রতিষ্ঠানের ছাত্র কিনা ইত্যাদি। তবে এই সব তথ্য গৌণ, প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্ষিপ্ত হলেও প্রতি বছর প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী সম্ভবন্ধে একটি রিপোর্ট ফলাফলের সঙ্গে দিয়ে থাকে। আধুনিক কালে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে তৈরি হয়। এতে থাকে (১) উপস্থিতির হার, (২) বিশেষ দক্ষতার ক্ষেত্রগুলি, (৩) আচরণ, (৪) সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশা, (৫) স্বভাব, (৬) দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলি, (৭) ক্রীড়া ও অন্যান্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণের প্রবণতা, (৮) উদ্যম, (৯) হবি ইত্যাদি সম্ভবন্ধে শিক্ষকের রেটিং যা গাইডেন্সের পক্ষে খুবই সহায়ক।

১০.৩.৫ অন্যান্য তথ্য (Others Information)

ব্যক্তিগত তথ্যের মধ্যে প্রয়োজনভেদে আরও নানারকম তথ্যের সংযোজন হতে পারে। কিন্তু এসব তথ্যের প্রয়োজন কিছুটা সীমিত বা গাইডেন্সের কাজে এদের কার্যকারিতা পরোক্ষ। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

- **আগ্রহ (Interest)** — বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থাংশ পর্যন্ত আগ্রহকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণয়কারী বিষয় হিসাবে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এই জন্য আগ্রহ পরিমাপক অভীক্ষা, যা আগ্রহ উন্মোচনী (Interest Inventory) নামে পরিচিত, গাইডেন্সের কাজে অপরিহার্য মনে করা হত। বর্তমানে আগ্রহের গুরুত্ব ততটা নেই। এর কারণ প্রথমত, আগ্রহ পরিবর্তনশীল এবং দ্বিতীয়ত আগ্রহকে শুধুমাত্র সাফল্যের কারণ হিসাবে বিচার না করে বিপরীতক্রমে সাফল্যের দরুণ আগ্রহ সৃষ্টির বিষয়টিকে মেনে নেওয়া। অর্থাৎ, উপযুক্ত দক্ষতা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য অনুকূল পরিস্থিতির দরুণ কোন কিছুতে সাফল্য লাভ করতে থাকলে তাতে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, ব্যর্থ হলে আগ্রহ চলে যায়। আগ্রহ ও সাফল্যের এই দ্বিমুখি সম্পর্কের জন্য Kuder Preference Record, Strong Vocational Interest inventory, Thurstone Interest Schedule জাতীয় অভীক্ষাগুলির ব্যবহার এখন খুবই সীমিত। তবে কোন গাইড প্রয়োজন মনে করলে ঐগুলি ব্যবহার করে আগ্রহ সম্ভবন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

- **অর্থনৈতিক অবস্থান (Financial Status)** — বৃত্তি শিক্ষা বা সাধারণ শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা সম্ভবন্ধে মূল্যায়ন করার জন্য এই তথ্য প্রয়োজন। ব্যয় বহুল পাঠক্রম কোন নির্দেশনা প্রার্থীর জন্য সুপারিশ করার আগে এই তথ্য জানা দরকার।

- এছাড়াও নির্দেশক ও নির্দেশনা প্রার্থী উভয়ের সম্মতিক্রমে যে কোন ব্যক্তিগত বিশেষ তথ্য যা গাইডেন্স প্রক্রিয়ার পক্ষে অপরিহার্য তা নির্দেশক সংগ্রহ করতে পারেন।

১০.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক তথ্য (Information about Educational Institution)

শিক্ষা সংক্রান্ত গাইডেন্স (Educational Guidance) বর্তমান যুগে প্রায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর পক্ষে অপরিহার্য। শিক্ষার এক একটি স্তর অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী স্তরের শিক্ষা সম্ভবন্ধে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই

সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে চায়। কারণ উপযক্ত শিক্ষাগ্রহণের উপর ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপ্রকৃতি, প্রতিষ্ঠা, সাফল্য সব কিছু নির্ভর করে। যতই উচ্চতর স্তরে তারা আরোহণ করে ততই দ্বিধা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় বেশি। সেইজন্য গাইডেন্স প্রক্রিয়ার একটা বিরাট অংশই শিক্ষা বিষয়ক। যে সব প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদের মনে সচরাচর দেখা দেয়, তা হল, কি পড়ব? কোথায় পড়ব? প্রতিষ্ঠানটি কেমন, খরচ কত, পাশ করলে ভবিষ্যতে কাজের সুযোগ আছে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কারণে প্রত্যেক শিক্ষা নির্দেশককে তাঁর কাছে নানারকম প্রতিষ্ঠান ও পাঠক্রমের তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হয়। বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নিজেদের সম্ভবন্ধে নানাভাবে প্রচার করে থাকে। তাছাড়া প্রত্যেকেরই নিজস্ব ওয়েবসাইট (Website) থাকায় তাতে প্রতিষ্ঠান সম্ভবন্ধে সমস্ত তথ্য দেওয়া থাকে। নির্দেশক এই সব নানা সূত্র থেকে তথ্যগুলি সংগ্রহ করে রাখেন এবং প্রয়োজন মত সেই সব তথ্য গাইডেন্সের কাজে ব্যবহার করেন।

১০.৪.১ প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও বিবরণ (Location and Description of the Institution)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, অবস্থান ও সম্পূর্ণ বিবরণ নির্দেশনা প্রার্থীর জানা দরকার। দূরবর্তী প্রতিষ্ঠান, গ্রাম্য বা নাগরিক পরিবেশ, যাতায়াত সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা, ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের সময় বিশেষ বিবেচ্য হতে পারে। অবস্থান ছাড়া আরও নানা তথ্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য জানা দরকার হতে পারে। যেমন,

- **ক্যাম্পাস** — বহু প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বতন্ত্র ক্যাম্পাস আছে। সেখানে একটি সুসজ্জিত ক্যাম্পাসের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের যা কিছু প্রয়োজন তার সব ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, আই.আই.টি., অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সুসজ্জিত গাছপালা ঘেরা সুন্দর পরিবেশযুক্ত ক্যাম্পাস আছে। আবার বিপরীত ধরনের প্রতিষ্ঠানও আছে যেখানে স্বল্প পরিসরে কিছুটা অসুবিধাজনক পরিবেশে পড়াশোনা চলে। প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের সময় এই বিষয়গুলি অনেকের কাছেই গুরুত্ব পায়।
- **প্রতিষ্ঠানের প্রাচীনত্ব** — কোন কোন প্রতিষ্ঠান প্রাচীন ও ঐতিহ্য সম্পন্ন, আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ নতুন, যেগুলি সম্ভবন্ধে শিক্ষার্থীর মনে নানারকম দ্বিধা থাকতে পারে। সে জানতে চাইতে পারে প্রতিষ্ঠানটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কতটা ঐতিহ্যমণ্ডিত।
- **প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন (Affiliation of Institute)** — প্রতিষ্ঠানটির স্বীকৃতি বা অনুমোদন আছে কিনা তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল কাউন্সিলের অনুমোদন আছে কিনা, মেডিক্যাল কলেজের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল কাউন্সিলের অনুমোদন, শিক্ষক শিক্ষণ কলেজের জন্য NCTE'র অনুমোদন, থাকা দরকার। আবার এই তথ্যও জানা অত্যন্ত জরুরি যে প্রতিষ্ঠানটি

স্ব-শাসিত (Autonomous) না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অথবা ক্ষেত্রবিশেষে, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের অনুমোদিত NAAC বা UGC স্বীকৃত কিনা। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বোর্ড বা কাউন্সিলের অনুমোদন বিষয়ক তথ্যও জানা দরকার।

- **পরিচালনা ব্যবস্থা (Management) —** কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক পরিচালিত, অর্থাৎ এগুলি সরকারি প্রতিষ্ঠান, আবার অনেক প্রতিষ্ঠান সরকারি নির্দেশ ও নিয়মবিধি মেনে নির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত। আবার এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলি ব্যক্তি, ট্রাস্টি ইত্যাদির মালিকানাধীন। প্রত্যেক প্রকার পরিচালনা ব্যবস্থারই কিছু সুবিধা অসুবিধা, সমস্যা আছে। প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের সময় অনেকের কাছেই এই বিষয়গুলি গুরুত্ব পায়।
- এছাড়াও কিছু কিছু গৌণ বিষয় অনেক সময়ই প্রাধান্য পায়। যেমন, যদি আবাসিক প্রতিষ্ঠান হয়, তবে নিরাপত্তা, হোস্টেল ব্যবস্থা, খাদ্য, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদির প্রসঙ্গগুলিও জানা দরকার হয়ে পড়ে।

১০.৪.২ যোগ্যতা বিষয়ক তথ্য (Information about eligibility)

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলে অধিকাংশ কলেজই ছাত্র ভর্তির জন্য, বিশেষভাবে সম্মানিক পাঠক্রমে (Honours Course) ভর্তির জন্য, নিজেদের মত করে যোগ্যতার মান ঘোষণা করে দেয়। কোন কোন বিষয়ে কত নম্বর থাকলে ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে তার তালিকা প্রকাশ করা হয়। এই কথার অর্থ আলাদা আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতার মান নির্দিষ্ট করা থাকে। একজন গাইডের কাছে সেইসব তথ্য থাকলে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন সহজে হতে পারে।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে বৃত্তিমুখি অনেক পাঠক্রম আছে যা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয় এবং প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই ন্যূনতম যোগ্যতার মান নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে। সে বিষয়ে গাইড তথ্য সংগ্রহ করে নির্দেশনা প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্য সাহায্য করতে পারেন।

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রী নির্বাচনের নানা পদ্ধতি আছে। কোথাও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, কোথাও শুধুমাত্র নম্বরের ক্রমানুসারে, কোথাও আগে এলে আগে সুযোগের ভিত্তিতে, অথবা এইরকম নানা পদ্ধতিতে ভর্তি করা হয়। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানেই, মৌখিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ইত্যাদি প্রচলিত আছে। সুতরাং শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের বিবরণ নয়, পাশাপাশি সেখানে ভর্তি হওয়ার জন্য যোগ্যতার মান ও ভর্তির পদ্ধতি সম্বন্ধেও আগে থেকে জানা দরকার। এই সব তথ্যই গাইড তাঁর তথ্য ভাণ্ডার থেকে সরবরাহ করেন।

১০.৪.৩ শিক্ষক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা (Teachers and Other facilities)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভালোমন্দের বিচার শুধুমাত্র ক্যাম্পাস, বাড়ি বা পরিবেশের উপর নির্ভর করে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষকমণ্ডলী ও বিদ্যাচর্চার অন্যান্য সুযোগ সুবিধার উপর। অনেক নতুন তৈরি হওয়া

ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট বা মেডিক্যাল কলেজের ভালো ক্যাম্পাস আছে কিন্তু তাদের ভালো যোগ্যতা সম্পন্ন যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক নেই। নির্দেশনা প্রার্থীর কাছে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।

- **শিক্ষকমণ্ডলী (Faculty)** — শিক্ষকের সংখ্যা, তাঁদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং নিষ্ঠা বা সুনাম সম্ভবন্ধে তথ্য। যদি আবাসিক প্রতিষ্ঠান হয় তবে শিক্ষকরাও আবাসিক কি না।
- **সহায়ক কর্মচারী (Supporting Staff)** — যেমন, গ্রন্থাগারিক, ল্যাবরেটরি সহায়ক ইত্যাদি।
- **গ্রন্থাগার (Library)** — কোন প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার তার প্রাণ। একটি ভালো গ্রন্থাগার ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা (যেমন, লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক) থাকলে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা যে সাফল্য পায় তা অন্য কোন কিছুতে হয় না।
- **ল্যাবরেটরি (Laboratory)** — উপযুক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ভালো ল্যাবরেটরি আছে কি না।
- **ছাত্রাবাস (Hostel)** — আবাসিক প্রতিষ্ঠান হলে ছাত্রাবাসে থাকা বাধ্যতামূলক। সেক্ষেত্রে ছাত্রাবাস ও তার পরিচালনা ব্যবস্থা সম্ভবন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। আবাসিক প্রতিষ্ঠান না হলেও দূরাগত ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা থাকলে সেই সব প্রতিষ্ঠানে দূরের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি হওয়ার আগ্রহ থাকে। অনেক সময়ই দেখা যায় প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পর তারা বাইরের কোন মেস বা ভাড়াবাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়। নির্দেশক এইসব তথ্য আগে থেকে জানিয়ে দিলে ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে সুবিধা হয়।
- **কম্পিউটার, ইন্টারনেট (Internet) ইত্যাদি** — কম্পিউটার ইন্টারনেট, দৈনন্দিন প্রয়োজনের (শিক্ষা বিষয়ক) বিভিন্ন উপাদান ইত্যাদি নানা তথ্য জানা থাকলে, নির্দেশনা প্রার্থীর কাছে সম্ভভাব্য প্রতিষ্ঠানের একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা যায়, প্রতিষ্ঠানের ভালোমন্দ নির্বিকারভাবে তুলে ধরার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করাই নির্দেশকের কাজ।

১০.৪.৪ আর্থিক তথ্য (Financial Information)

আর্থিক দিক থেকে নানা ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে পারে। সরকারী বা অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে পড়ার খরচ অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলি বেসরকারী ও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর (Private and self financing)। ঐ সব ব্যয়বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের দেশীয় কেন্দ্রে পড়ার ব্যয় সম্ভবন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। জানা দরকার মোট খরচ, মাসিক খরচ, ভর্তির সময়কার খরচ, প্রদেয় কিস্তির ধরণ ও জমা দেওয়ার পদ্ধতি (ব্যাঙ্ক মারফৎ, চেক, নগদ ইত্যাদি) সম্ভবন্ধে।

ছাত্রাবাসে বসবাস, খাওয়া, অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় সম্ভবন্ধেও জানা দরকার।

১০.৪.৫ পাঠক্রম ও ভবিষ্যত সম্ভভাবনা (Curriculum and Prospect)

সবশেষে একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গাইড ও নির্দেশনা প্রার্থীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। যে পাঠক্রমটিতে পড়ার সুপারিশ করা হচ্ছে, সেটি সম্ভবন্ধে খুঁটিনাটি বিবরণ প্রার্থীকে জানিয়ে দিতে হবে। পাঠক্রমটি কতটা আধুনিক, বিষয়বস্তুর নির্বাচন কেমন, ঠিক কি কি পড়তে হবে (কতগুলি পেপার তত্ত্ব ও ব্যবহারিক অংশ কতটা, ইত্যাদি), পরীক্ষা পদ্ধতি, পঠনপাঠন পদ্ধতি, প্রতিযোগিতার মান কেমন অথবা পাঠক্রমটি কতটা সহজ বা কঠিন এইসব তথ্য আগে থেকে জানতে পারলে নির্দেশনা প্রার্থী সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে।

আধুনিক যুগে বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ (Campus Interview) নামক একটি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে যেখানে পড়া চলাকালীন সম্ভভাব্য নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এসে ভবিষ্যত কর্মী নির্বাচন করে রাখেন এবং পড়াশেষ হলে নিয়োগপত্র দিয়ে দেন। সবক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা না থাকলেও বা সমস্ত ছাত্রছাত্রীর এই ভাবে চাকরি না হলেও, এটা সকলেরই জানা দরকার কোন একটি প্রতিষ্ঠান থেকে একটি বিশেষ পাঠক্রম শেষ করার পর কর্মে নিযুক্ত হওয়ার সম্ভভাবনা কতটা। যে পাঠক্রমের কোন চাহিদা নেই, বা যে প্রতিষ্ঠানের কোন চাহিদা নেই, সেরকম প্রতিষ্ঠানে কাউকে পড়তে সুপারিশ করা গাইডের পক্ষে সম্ভভব নয়। সেজন্য এই সব তথ্য তাঁকে সংগ্রহ করে রাখতে হয় এবং প্রতিনিয়তই সংগ্রহ করতে হয়।

১০.৫ বৃত্তিগত তথ্য (Vocational Information)

যদিও বৃত্তিগত গাইডেন্স (Vocational guidance) ও শিক্ষাগত গাইডেন্সের মধ্যে একটি সহজ সংযোগ রয়েছে তবুও বৃত্তিগত সমস্ত তথ্য পূর্বোক্ত তথ্যগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ যেখানে বলা হয়েছে যে কোন পাঠক্রম শেষ করে চাকরির সুযোগ সুবিধা কেমন সেখান থেকেই বৃত্তিগত তথ্য সংগ্রহের সূচনা। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে শিক্ষা চলাকালীন অনেক ছাত্রছাত্রীরই বৃত্তি সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট থাকে না। অনেক পাঠক্রমই নানা ধরনের বৃত্তির জন্য উন্মুক্ত। যেমন, কোন ছাত্র বা ছাত্রী কমার্স বিষয়ে পড়া শেষ করে শিক্ষক হবে না কোন ব্যাঙ্কে চাকরি করবে তা আগে থেকে ঠিক করা থাকে না। সেজন্য পড়া শেষ হলে তার দরকার হয় বৃত্তিগত গাইডেন্সের। তখন সরাসরি, অথবা বৃত্তির শর্ত অনুযায়ী বিশেষ কোন প্রস্তুতিমূলক পাঠ শেষ করে উপযুক্ত বৃত্তি অবলম্ভবন করে থাকে তারা। এই কারণে নির্দেশক বৃত্তি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য তাঁর সংগৃহীত তথ্য ভাণ্ডারে জড়ো করে রাখেন।

১০.৫.১ প্রতিষ্ঠান ও যোগ্যতা (Employer and Qualifications)

প্রথমে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কোন কোন পদে নিয়োগ পাওয়া সম্ভভব তার তালিকা সংগ্রহ করা হয়। সেই সঙ্গে ন্যূনতম যোগ্যতা (Minimum qualification) ও অভিজ্ঞতা (experience) যা নিয়োগ কর্তা

নির্দিষ্ট পদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, সে সম্পর্কিত তথ্য সংগৃহীত হয়। সাধারণত দুই ধরনের নিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়।

- **সরকারি বা আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ (Employment in Government and semigovernment concern)** — এই সব প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর প্রায় নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে উপযুক্ত স্বশাসিত সংস্থার মাধ্যমে অথবা বিভাগীয় উদ্যোগে এক সঙ্গে বহু ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়। এই ধরনের স্বশাসিত সংস্থা (যেমন, School Service Commission, College Service Commission, Public Service Commission, Staff Selection Commission, ইত্যাদি) বিজ্ঞাপন দিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করে এবং তারপর প্রতিযোগিতা মূলক যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করে নির্দিষ্ট দপ্তরে বা প্রতিষ্ঠানে নাম সুপারিশ করে। সুপারিশের ভিত্তিতে প্রার্থীকে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়।
- **বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ (Employment in Non-government concern)** — বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ব্যবস্থা অনিয়মিত ও অনিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজন মত পদ, পদসংখ্যা ও যোগ্যতা নির্ধারণ করে কর্মচারী নিয়োগ করে থাকে। এদের নিয়োগ বিষয়ে স্থায়ী তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা সম্ভভব নয়। সেজন্য নির্দেশদাতা প্রতিনিয়ত সংশ্লিষ্ট মাধ্যমগুলি, যেখানে নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, সে সম্ভবন্ধে খোঁজ রাখেন।

১০.৫.২ নির্বাচন প্রক্রিয়া (Selection Process)

শুধুমাত্র নিয়োগকারী সংস্থা নয় তাদের নির্বাচন পদ্ধতি সম্ভবন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি নির্বাচনী সংস্থার নির্বাচন পদ্ধতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

- **ইউনিয়ন পাবলিক সারভিস কমিশন (Union Public Service Commission)** — কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন একটি স্বশাসিত সংস্থা। কমিশন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করে। কেন্দ্রীয় দপ্তর, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা সংস্থা, চিকিৎসা বিভাগ ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে প্রধানত গেজেটেড পদগুলির নিয়োগ এই সংস্থার মাধ্যমে হয়। প্রশাসনিক পদের জন্য যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষাও এই সংস্থা গ্রহণ করে। অন্যান্য পদের জন্য ইন্টারভিউ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচন করার পর নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে নাম সুপারিশ করা হয়। প্রকৃত নিয়োগপত্র ঐ সব দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়া হয়।
- **কেন্দ্রীয় স্টাফ সিলেকশন কমিশন (Central Staff Selection Commission)** — এর কার্যক্রমও UPSC র অনুরূপ। তবে এর কাজ প্রধানত নিম্নতর পদগুলিতে (নন গেজেটেড) নিয়োগের সুপারিশ করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়।

- **রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (Railway Recruitment Board)** — শুধুমাত্র রেলমন্ত্রকের অধীন পদগুলির জন্য পরীক্ষা গ্রহণ ও নির্বাচন করে।
- **এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ (Employment Exchange)** — রাজ্য সরকারের সংস্থা। এখানে কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই যেকোন শিক্ষিত বেকার নিজের নাম ও যোগ্যতা নথিভুক্ত করে রাখতে পারেন এবং একটি কার্ড রেজিস্ট্রেশন নম্ভবরসহ দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের ও স্বশাসিত অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থাগুলিকে যে সব পদ শূন্য হয়, সেগুলি এই সংস্থায় জানালে তারা উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নাম পাঠিয়ে দেয়। এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ইন্টারভিউ বা অনুরূপ পদ্ধতিতে যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করে। এই সংস্থা শুধুমাত্র সংযোগকারী সংস্থা।
- **রাজ্য পাবলিক সারভিস কমিশন (State Public Service Commission)** — প্রত্যেক রাজ্যেই সেই রাজ্যের নামে একটি স্বশাসিত পাবলিক সারভিস কমিশন আছে (যেমন, West Bengal Public Service Commission)। এদের কাজও Union Public Service Commission-এর অনুরূপ। তবে রাজ্যস্তরে গেজেটেড ও নন-গেজেটেড সমস্ত পদের নিয়োগই হয় এদের মাধ্যমে। এছাড়াও প্রশাসনিক পদে নিয়োগের পরীক্ষা (যেমন, WBCS) ও নানা দপ্তরের কর্মীদের পদোন্নতি বিষয়ক পরীক্ষা এই দপ্তর গ্রহণ করে। এই সংস্থাও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করে এবং পরে ইন্টারভিউ অথবা পরীক্ষা অথবা উভয় পদ্ধতিতে নির্বাচন ও নাম সুপারিশ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে দেয়।
- **পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সারভিস কমিশন (West Bengal College Service Commission)** — এই সংস্থা শুধুমাত্র কলেজের শিক্ষক ও অধ্যক্ষ নির্বাচন করে। প্রথমে UGC অনুমোদিত পাঠক্রম ও পদ্ধতিতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের পরীক্ষা নেওয়া হয়। সমস্ত বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং পরে ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে নির্বাচন ও নাম সুপারিশ করা হয়। অধ্যক্ষ পদের জন্য কোন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় না। আইনত এই সংস্থার সুপারিশ মান্য করতে প্রতিটি সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কলেজ বাধ্য। তবে সরকারী কলেজের ক্ষেত্রে নিয়োগ করার দায়িত্ব পাবলিক সারভিস কমিশনের উপর ন্যস্ত।
- **পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় স্কুল সারভিস কমিশন (West Bengal Central School Service Commission)** — এরকম নাম হওয়ার কারণ এই সংস্থার চারটি আঞ্চলিক সংস্থা (Regional Commission) আছে। কিন্তু মূল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় কেন্দ্রীয় কমিশন মারফত। এদের কাজ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা। দুই ক্ষেত্রেই যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক নির্বাচন করা হয় এবং পরে সাক্ষাৎকারের সাহায্যে চূড়ান্ত নির্বাচন করা হয়। সম্প্রতি সিদ্ধান্ত হয়েছে যে স্কুল শিক্ষাকর্মীরাও এই কমিশনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

এই সব সংস্থা ছাড়াও সারাদেশে বিভিন্ন রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরে অনেক ছোট ছোট সংস্থা আছে যারা সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যবস্থা করে। একজন দক্ষ গাইডের কাজ—

১। সংস্থাগুলির নাম, ঠিকানা ও কার্যপদ্ধতি সম্ভবন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা।

২। সংস্থাগুলি যে সব পদের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করে সেগুলি জানা।

৩। নির্বাচন ও পরীক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষার সিলেবাস ইত্যাদি জানা।

৪। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির সুযোগ সুবিধা সম্ভবন্ধে সন্ধান রাখা।

৫। বিভিন্ন ওয়েবসাইট, পত্রপত্রিকা (যেমন Employment News) ও রেডিও, টেলিভিশনের ঘোষণা অনুযায়ী বিজ্ঞাপিত পদের নাম, পরীক্ষার তারিখ ইত্যাদি সম্ভবন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা।

বর্তমানে বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অর্থের বিনিময়ে এই সব ক্ষেত্রে গাইডের কাজ করে। এছাড়াও আছে Private Employment Exchange অর্থাৎ কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা যারা নানা সূত্র থেকে সম্ভভাব্য নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে এবং নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কর্মপ্রার্থীদের নাম যোগ্যতা ও পছন্দের বিস্তারিত বিবরণ নথিভুক্ত করে রাখে। এবার নিয়োগকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় এবং নিযুক্ত হলে উভয়ের নিকট থেকে কমিশন নিয়ে থাকে। প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রেই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। সুতরাং যোগাযোগ রাখার কোনও সমস্যা হয় না।

১০.৫.৩ আর্থিক ও ভবিষ্যত সুযোগ সুবিধা (Financial and Future Prospect)

বলা বাহুল্য উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রাথমিক বেতন, বেতনক্রম (Pay scale), বিভিন্ন ভাতা ইত্যাদি সম্ভবন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা না হলে গাইডেন্স অর্থহীন। তবে আর্থিক তথ্যের পাশাপাশি জনা দরকার যে ভবিষ্যতে বেতনক্রম সংশোধনের সুযোগ আছে কি না, পদোন্নতির সম্ভভাবনা কতটা, বদলির সম্ভভাবনা আছে কি না, চাকরির স্থায়ীত্ব কতটা, বেতন ছাড়া অন্যান্য সুযোগ আছে কিনা (যেমন, বাসগৃহ, যাতায়াতের বাহন, ভ্রমণ ভাতা, ইত্যাদি), ছুটি সংক্রান্ত তথ্য, চিকিৎসার সুযোগ ইত্যাদি নানা সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য বৃত্তি নির্বাচনের জন্য মানুষের কাছে বিবেচ্য বিষয়। নির্দেশদাতাকে এই সব তথ্যই সংগ্রহ করতে হয়।

১০.৫.৪ বিপদ বিষয়ক তথ্য (Information about Hazard)

অনেক বৃত্তির সঙ্গেই কিছু কিছু বৃত্তিগত বিপদও থাকে (Occupational Hazard)। পুলিশের চাকরি, কলকারখানায় চাকরি, বা এরকম অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভভাব্য সমস্যা বা বিপদ সম্ভবন্ধে সচেতন করে দেওয়ার দায়িত্ব নির্দেশদাতাকেই নিতে হয়। কারণ কাজের ধরন ও বিপদ সম্ভবন্ধে প্রার্থীর কোন ধারণা না থাকাই স্বাভাবিক।

এই কারণে নির্দেশক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে রাখেন এবং প্রার্থীকে সচেতন করে দেন। দীর্ঘ পরিশ্রম, একটানা কাজ, মানসিক পীড়ন (Mental stress), এই সব সম্ভভাবনাও পেশাগত বিপদের অন্তর্গত।

১০.৬ অন্যান্য নির্দেশনা বিষয়ক তথ্য (Information about Other Types of Guidance)

শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত নির্দেশনা ছাড়া অন্যান্য ধরনের গাইডেন্সও তথ্য নির্ভর। তবে সেক্ষেত্রে তথ্যর প্রকৃতি ও পরিমাণ ভিন্ন প্রকার। স্বাস্থ্য নির্দেশনা (Health Guidance) কথাটি খুবই ব্যাপক। স্বাস্থ্য নির্দেশনা একদিকে যেমন কাউন্সেলিং-এর মত সমস্যা ভিত্তিক হতে পারে অপরদিকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চাহিদা ভিত্তিক (Need based) হতে পারে। এই কথার অর্থ, কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন রোগ বা স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যার জন্য সাহায্য প্রার্থী হয় তখন একদিকে নিরাময়ের পদ্ধতি সম্ভবন্ধে নির্দেশনা (Counselling) ও অন্যদিকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য ও সাহায্য (Guidance) তার প্রয়োজন হতে পারে। সেজন্য স্বাস্থ্য নির্দেশনার ব্যাপকতা খুবই বেশি। সাধারণভাবে স্বাস্থ্য নির্দেশনার জন্য ব্যক্তিগত তথ্যের প্রয়োজন অনেকটা সীমাবদ্ধ। স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য প্রয়োজন হয় বেশি। প্রধানত যে ধরনের তথ্য দরকার তা নিম্নরূপ।

- **চিকিৎসক (Doctor) —** বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নাম ঠিকানা, ফোন নম্ভবর, তাদের কর্মক্ষেত্র, দক্ষতার বিবরণ ইত্যাদি।
- **চিকিৎসালয় (Clinic) —** সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ হাসপাতালে (Speciality clinic), অবস্থান, ব্যয় সম্ভবন্ধীয় তথ্য, অন্যান্য পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতা, সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও ডাক্তারদের বিবরণ ইত্যাদি।
- **চিকিৎসার সরঞ্জাম (Accessories of treatment) —** বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম যা চিকিৎসার সময় ও পরে ব্যবহার করা দরকার হয় সেগুলি সম্ভবন্ধে তথ্য।
- **পরীক্ষণাগার (Laboratory) —** চিকিৎসার অপরিহার্য অঙ্গ রোগ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা। অনেকেরই পরীক্ষণাগার সম্ভবন্ধে ধারণা থাকে না। ঐগুলি সম্ভবন্ধে তথ্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে।
- **পথ্য সংক্রান্ত তথ্য (Information about diet) —** পথ্য বিশারদ ছাড়াও চিকিৎসকরাও পথ্য সম্ভবন্ধে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু আপাত স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে পথ্য সম্ভবন্ধে অনেক বিভ্রান্তি দেখা যায়। ভালো স্বাস্থ্য নির্দেশক এই বিষয়ে সাহায্য করেন। সেজন্য তাঁদের প্রচলিত খাদ্য বস্তুর গুণাগুণ পুষ্টিমূল্য ইত্যাদি সম্ভবন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা দরকার।

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গাইডেন্সের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাতে স্বাস্থ্য সম্মত হয় তার জন্য নির্দেশনা। পত্রপত্রিকায় এই বিষয়ে অনেক সঠিক এবং বিভ্রান্তিকর দুই প্রকার কথাই লেখা হয়। একমাত্র উপযুক্ত নির্দেশনার মাধ্যমেই এই বিভ্রান্তি দূর হতে পারে।

স্বাস্থ্য নির্দেশনা ছাড়া সামাজিক নির্দেশনা (Social Guidance), মূল্যবোধ সম্পর্কিত নির্দেশনা (Value Guidance), শিশু নির্দেশনা (Child Guidance) ইত্যাদি ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, ভিন্ন ধরনের শিশু নির্দেশনা, প্রকৃতপক্ষে শিশুর জন্য নয়, তার পিতামাতার জন্য। সেজন্য এর সঠিক নাম পিতামাতার জন্য নির্দেশনা (Parent Guidance)। পিতামাতার জন্য নির্দেশনার প্রয়োজনীয় তথ্য অনেক। তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

- শিশুর বিকাশ ও বৃদ্ধি সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক তথ্য।
- শিশুপালন রীতি ও শিশুপালন নীতির প্রভাব সম্ভবন্ধে তথ্য।
- শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্ভবন্ধে তথ্য।
- শিশুর সম্ভভাব্য রোগ ব্যাধি সম্ভবন্ধে তথ্য, ও সতর্কতার বিষয়।
- শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপদ (Hazard) সম্ভবন্ধে তথ্য।
- এক একটি বিশেষ স্তরের সমস্যা (যেমন, কৈশোর) সম্পর্কে তথ্য।
- শিশুদের জন্য অবশ্যকীয় সরঞ্জাম, চিকিৎসা, বিনোদন, ইত্যাদি সম্ভবন্ধে তথ্য।
- শিশুর মানসিক সমস্যা (যেমন, উদ্বেগ, অসহায়ত্ববোধ ইত্যাদি) সম্পর্কে ধারণা।
- সাধারণভাবে শৈশবেই প্রতিবন্ধীতার প্রতিকার শুরু হওয়া দরকার। সেজন্য সমস্ত গাইডকেই প্রতিবন্ধীতার বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান সংগ্রহ করতে হয়। তবে এই বিষয়টি গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। কারণ বর্তমানে অনেকেই Parent Guidance কথাটির পরিবর্তে Parent Counselling ব্যবহার করার পক্ষপাতী এবং তা যথেষ্ট যুক্তি যুক্তও।

১০.৭ কাউন্সেলিং এর জন্য বিশেষ তথ্য (Specific Information for Counselling)

গাইডেন্সের জন্য সংগৃহীত অনেক তথ্যই কাউন্সেলিং এর কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু কাউন্সেলিং এর প্রকৃতি গাইডেন্সের চেয়ে অনেকটা নিবিড় (Intensive)। সেজন্য আরও সুনির্দিষ্ট এবং খুঁটিনাটি তথ্য কাউন্সেলিং-এর জন্য প্রয়োজন হয়। এই ধরনের কয়েকটি বিশেষ তথ্য উল্লেখ করা হল।

১০.৭.১ পারিবারিক তথ্য (Information about Family)

অনেক ব্যক্তিগত সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ বোঝার জন্য পারিবারিক তথ্য জানার দরকার হয়। যে সমস্ত উদ্দেশ্যে পারিবারিক তথ্য সংগৃহীত হয় তার কয়েকটি নিম্নরূপ।

- **বংশগত ইতিহাস (Family or hereditary history)** — কিছু কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার বংশানুক্রমিক ইতিহাস থাকে। অর্থাৎ মা-বাবা অথবা অন্যকোন পূর্ব পুরুষের রক্ত সম্পর্কিত কারোর একই ধরনের সমস্যা আছে বা ছিল কি না। শারীরিক সমস্যার ক্ষেত্রে (যেমন, উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট সংক্রান্ত রোগ ইত্যাদি) বংশগত প্রভাবের কথা সুবিদিত। তেমনি মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রেও বংশানুক্রমিক পারিবারিক প্রভাব থাকতে পারে। যেমন, মানসিক রোগ, প্রক্ষোভ জনিত সমস্যা, মানসিক প্রতিবন্ধীতা, ইত্যাদি অনেক সমস্যার বেলায় বংশগত ইতিহাস থাকতে পারে।
- **পারিবারিক গঠন (Family Structure)** — যৌথ পরিবার, অথবা অণুপরিবারে সন্তান পালনের রীতিনীতি অনেকটা আলাদা। সামাজিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রেও পরিবারের প্রভাব এক একটি পারিবারিক গঠনের ক্ষেত্রে আলাদা। মনে রাখতে হবে যৌথ পরিবার (Joint family) কথার অর্থ একাধিক পরিবারের একটি নিটোল সমষ্টি (যেমন, বাবা-কাকাদের পরিবার, তাদের ছেলেদের পরিবার, অবিবাহিতরা, এরকম বহু মানুষ একই বাড়িতে একই পরিচালনা ব্যবস্থায় বসবাস করা), সম্প্রসারিত পরিবার (Extended family) হল, একটি অণুপরিবারের মধ্যে আরও কয়েকজন (যেমন, অবসর প্রাপ্ত মা-বাবা, অবিবাহিত, ভাই-বোন ইত্যাদি) একত্র থাকা এবং অণুপরিবার (Neuclear family) অর্থ মা-বাবা ও একটি বা দুটি মাত্র নাবালক সন্তান। এই তিন প্রকার পরিবার সম্পর্কিত তথ্য, পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব অনেক ব্যক্তিগত সমস্যার উপর আলোকপাত করতে পারে।
- **পরিবারের আর্থ সামাজিক অবস্থান (Socio-economic Status of the Family)** — বলাবাহুল্য, পরিবারের আর্থ সামাজিক অবস্থান বহু সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ কারণ। নেশা, পীড়ন (Stress), উদ্বেগ (Anxiety) ইত্যাদি বহু সমস্যার পরোক্ষ উৎস পরিবারের আর্থ সামাজিক অবস্থান।
- **পেশা (Occupation)** — পরিবারের সদস্যদের পেশা (চাকরি, ব্যবসা, শিক্ষকতা ইত্যাদি), মা-বাবার পেশা (বহু অণু পরিবারে, মা-বাবা উভয়েই পেশার প্রয়োজনে সারাদিন বাইরে থাকেন, অথবা বাবা দূরবর্তী কোন স্থানে আলাদা থাকেন), অন্যান্যদের পেশা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য।
- **পারিবারিক সম্পর্ক (Family relation)** — মা-বাবার পারস্পরিক সম্পর্ক, যৌথ পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি, ভগ্ন পরিবার (Broken home) কি না, এই সব তথ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

- **পারিবারিক জীবনশৈলী (Family life style)** — যদিও বিষয়টি আর্থ সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত তবুও এর কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্খী, দ্রুত জীবনযাত্রা প্রণালী (Fast life), প্রতিযোগিতার মনোভাব (Competitiveness), এই সবই নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে।

প্রয়োজনবোধে পরিবার সম্ভবন্ধে অনুরূপ যে কোন তথ্য পরামর্শ প্রার্থী জানাতে পারে।

১০.৭.৩ বিকাশমূলক তথ্য (Developmental History)

প্রাক্ জন্মকালীন (Prenatal), জন্মকালীন (Perinatal) ও জন্মোত্তরকালীন (Postnatal) বিকাশের ইতিহাস অনেক ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। সেজন্য প্রয়োজন মত কাউন্সেলর এই বিষয়ে খুঁটিনাটি তথ্য জেনে নিতে চান।

- **প্রাক জন্মকালীন ইতিহাস (Prenatal history)** — এর মধ্যে মায়ের স্বাস্থ্য ও মানসিক সমস্যা, গর্ভকালীন রোগ ব্যাধি, ঔষধ সেবন, পুষ্টি ও অন্যান্য সমস্যা, গর্ভকাল (পূর্ণ সময় অথবা অপরিণত), আঘাত ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য আছে।
- **জন্মকালীন (Perinatal)** — স্বাভাবিক জন্ম অথবা শল্য চিকিৎসার সাহায্যে জন্ম, জন্মকালীন সমস্যা কিছু থাকলে তার বিবরণ, জন্মের পরমুহূর্তের সমস্যার বিবরণ, এই ধরনের তথ্য জানা যায় মা-বাবার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে।
- **জন্মোত্তর ইতিহাস (Postnatal history)** — জন্মের পরবর্তী বয়সে, বিশেষভাবে শৈশব (Infancy) এবং বাল্যকালে (Childhood) বিকাশের ধারা সম্ভবন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য। যেমন, বসা, দাঁড়ানো ও হাঁটতে শেখা, দাঁত ওঠার সময়, খাদ্য গ্রহণ বিষয়ক তথ্য, কথা বলতে শেখা, বুদ্ধির বিকাশ, ধারণার বিকাশ, ছোটবেলার রোগব্যাধি সংক্রান্ত ইতিহাস, খেলাধূলা, অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে মেলামেশার প্রসঙ্গে তথ্য, উদ্বেগ, ভীতি, ক্রোধ ইত্যাদি প্রক্ষোভ সংক্রান্ত বিকাশ, কৌতুহল, বা এরকম অসংখ্য বিকাশমূলক তথ্যের মধ্যে থেকে যেগুলি কাউন্সেলর জানার প্রয়োজন বোধ করবেন, সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জেনে নিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে কোন বিষয়ক তথ্য কতটা দররকার হবে তা নির্ভর করে সমস্যার প্রকৃতি ও তীব্রতার উপর।

১০.৭.৩ অন্যান্য তথ্য (Other Informations)

কাউন্সেলিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া প্রায় অসম্ভভব। ব্যক্তিগত জীবন যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি সমস্যার প্রকৃতিও বিচিত্র। সেজন্য কাউন্সেলর যে কোন ধরনের তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন। তা ছাড়া, পরামর্শ গ্রহীতার বয়স, লিঙ্গ ও সমস্যার ক্ষেত্র এসবের উপরেও তথ্যের

প্রকৃতি নির্ভর করে। যেমন, অতিবার্ধক্য জনিত সমস্যার জন্য যে কাউন্সেলিং (Gerontological Counselling) দরকার হয় তার প্রকৃতি বিবাহ সংক্রান্ত কাউন্সেলিং (Marriage Counselling) থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বিদ্যাচর্চা সংক্রান্ত কাউন্সেলিং (Academic Counselling) এবং আচরগত কাউন্সেলিং (Behaviour Counselling) বা পিতামাতার জন্য কাউন্সেলিং (Parent Counselling), প্রকৃতি সমস্যা, উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতির দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, তথ্যের প্রকৃতিও আলাদা। এই জন্য কাউন্সেলিং কোন একটি একক পেশা নয় বা একই কাউন্সেলর জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে পরামর্শ দিতে পারেন না। এক একজন বিশেষজ্ঞের মত ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সমস্যার জন্য আলাদা কাউন্সেলারের প্রয়োজন। যিনি যে ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তিনি তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য জানতে চান। এমনকি, ক্ষেত্র বিশেষে একজন চিকিৎসকের মতই (Therapist or Clinical Therapist) তিনিও নানা ধরনের নিদানমূলক অভীক্ষা (Diagnostic test) প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করেন। দুই একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে।

- **বিবাহ সংক্রান্ত কাউন্সেলিং (Marriage Counselling) —** বিবাহের পূর্বে হলে, দাম্পত্য, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সন্তান ধারণ, যৌথজীবন, যৌনতাবাহিত রোগ, জন্মগত রোগ ইত্যাদি সম্ভবন্ধে সাধারণ তথ্য। বিবাহের পরে দাম্পত্য সমস্যা সম্পর্কিত হলে, ব্যক্তিগত তথ্য, যৌথ জীবন সম্ভবন্ধে তথ্য, স্বামী ও স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, পছন্দ-অপছন্দ, মেজাজ, সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এবং পারিবারিক তথ্য।
- **পিতামাতার কাউন্সেলিং (Parent Counselling) —** এই জাতীয় কাউন্সেলিং তখনই দরকার হয় যখন সন্তানের কোন বিশেষ সমস্যা (যেমন, প্রতিবন্ধীতা) থাকে। এক্ষেত্রে, সন্তান ও তার সমস্যা সম্পর্কিত যাবতীয় ইতিহাস ও আনুষঙ্গিক তথ্য, পিতা-মাতার কিছু কিছু ব্যক্তিগত তথ্য এবং প্রতিবন্ধীতা, তার প্রতিকার ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য। পিতামাতাকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য।
- **বিদ্যাচর্চা বিষয়ক কাউন্সেলিং (Academic Counselling) —** বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে সমস্যা, মনোযোগ সংক্রান্ত সমস্যা, বিশেষ ধরনের অক্ষমতা, আগ্রহের অভাব, উদ্যমের সমস্যা, প্রেষণাজনিত সমস্যা, প্রক্ষোভজনিত সমস্যা (যেমন, উদ্বেগ) ইত্যাদির জন্য শিক্ষার্থী সম্ভবন্ধে যাবতীয় বিকাশমূলক তথ্য, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য, বিদ্যালয়, শিক্ষক ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক তথ্য।

১০.৮ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর জন্য তথ্যের বিপুল সম্ভভার ও বৈচিত্র্য সম্ভবন্ধে যে সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া গেল, তার পরে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে এত তথ্য কোথা থেকে কি ভাবে পাওয়া যাবে এবং এতরকম

তথ্য সংরক্ষণ করা হবে কিভাবে। তথ্য সংগ্রহের জন্য গাইড বা কাউন্সেলর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই প্রকার পদ্ধতিই ব্যবহার করেন। প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে (Direct method) সরাসরি তথ্যের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় আর পরোক্ষ পদ্ধতিতে (Indirect method) অন্যের সংকলিত ও সংগৃহীত তথ্যকে কাজে লাগানো হয়।

১০.৮.১ প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (Direct method))

কয়েকটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি দেওয়া হল।

- **ব্যক্তিগত তথ্য** — সাক্ষাৎকার (Interview) ও ব্যক্তিগত নথি থেকে ব্যক্তিগত অধিকাংশ তথ্য সংগৃহীত হয়। কেস হিস্টরি তৈরি করার সময়ও প্রধানতম হাতিয়ার ইন্টারভিউ। প্রয়োজন মত ব্যক্তি, তার মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রশিক্ষক ইত্যাদি ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, আগ্রহ, বা অনুরূপ বিষয়গুলি সম্ভবন্ধে তথ্য সরাসরি উপযুক্ত কোন অভীক্ষা প্রয়োগ করে জানা যায়।
- **বৃত্তিমূলক তথ্য** — বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাদের ওয়েবসাইট থেকে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে বৃত্তিমূলক তথ্য পাওয়া যায়। অনেক প্রতিষ্ঠান নিজেদের সম্ভবন্ধে প্রসপেক্টাস (Prospectus), পুস্তিকা (Brochure) ইত্যাদি প্রকাশ করে এবং কখনও কখনও বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ঐ সব পুস্তিকা সংগ্রহ করে বহু সঠিক তথ্য জানা যায়।
- সরাসরি ও আধা সরকারি পদ ও প্রতিষ্ঠান সম্ভবন্ধীয় তথ্য এমপ্লয়মেন্ট এক্স চেঞ্জ, পাবলিক সারভিস কমিশন ও অন্যান্য সারভিস কমিশন থেকে সংগৃহীত হয়।

বিদেশী প্রতিষ্ঠান সম্ভবন্ধে তথ্যও একইভাবে সংগৃহীত হয়।

১০.৮.২ পরোক্ষ পদ্ধতি (Indirect Method)

পরোক্ষ পদ্ধতিতে তথ্য সংগৃহীত হয় তখনই যখন গাইড বা কাউন্সেলরের পক্ষে ঐ সব তথ্য সরাসরি জানা বা জানার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভভব নয় অথচ অন্য কোন নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সহজেই প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এরকম কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হল।

- **বিদ্যাচর্চা সম্পর্কিত তথ্য** — স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্ভবর, বোর্ডের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্ভবরগুলি এই বিষয়ে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করতে পারে।
- **বিদ্যালয়ে আচরণ সংক্রান্ত তথ্য** — স্কুলের প্রগতিপত্র (Progress report) এবং আধুনিক যুগে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের Exit portfolio এ সম্ভবন্ধে তথ্যের উৎকৃষ্ট উৎস।
- **খেলাধূলা ও বিশেষ দক্ষতার ক্ষেত্র** — বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের শংসাপত্র (Certificate) ও পুরস্কারের বিবরণ।

- **সৃজনশীলতা** — শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, ইত্যাদির ক্ষেত্রে সৃষ্ট বস্তু ও শংসাপত্র।
- **শারীরিক ও রোগ ব্যাধি বিষয়ক তথ্য** — মেডিক্যাল ও প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট।

১০.৮.৩ তথ্য সংরক্ষণ (Preservation of Information)

গাইডেন্সের ক্ষেত্রে যে সব তথ্য অনেকের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে (যেমন, প্রতিষ্ঠান ও বৃত্তি সম্পর্কিত তথ্য), সেগুলি সংরক্ষণ করা খুবই জরুরি। আবার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি নির্দেশনা বা পরামর্শ প্রার্থীর প্রয়োজন মিটে গেলে আর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ঐগুলি সংরক্ষণ করা হলে গাইড বা কাউন্সেলরের পক্ষে ভবিষ্যতে অনুরূপ কোন সমস্যা সমাধান করার জন্য কাজে লাগতে পারে। সেজন্য নির্দেশনাগার ও পরামর্শকেন্দ্রে সংগৃহীত সমস্ত তথ্যেরই সংরক্ষণ করা হয়। বলা বাহুল্য ব্যক্তিগত তথ্যের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

- **সাধারণ তথ্য (Common Information)** — প্রতিটি গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং কেন্দ্রে একটি করে সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত লাইব্রেরি থাকে যেখানে সমস্ত সাধারণ তথ্য সংরক্ষিত রাখা হয়। মুদ্রিত তথ্য ছাড়াও কম্পিউটারে বিষয়বস্তু, প্রতিষ্ঠান, বৃত্তি, পাঠক্রম ইত্যাদির স্বতন্ত্র বর্ণানুক্রমিক সূচি তৈরি করা হয়। হার্ডডিস্ক (Hard disk) বা Software উভয় প্রযুক্তিই ব্যবহার করে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। এজন্য বিপুল পরিমাণ তথ্য অল্প জায়গায় সংরক্ষণ করা যায় এবং খুব দ্রুত প্রয়োজনীয় তথ্যের পুনরুদ্ধার ও মুদ্রণ সম্ভভব হয়।
- **ব্যক্তিগত তথ্য (Personal Information)** — প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি করে কেস ফাইল (Case file) রাখা হয়, যেখানে একজন ব্যক্তি সম্ভবন্ধে যাবতীয় তথ্য রাখা থাকে। ফাইলগুলি নির্দিষ্ট Index number ও বর্ণানুক্রমিক তালিকার ভিত্তিতে সাজিয়ে রাখা হয়। এর ফলে যে কোন সময় যে কোন তথ্য পাওয়া যায়। বর্তমানে লিখিত কেসফাইলের পরিবর্তে একটি Compact Disk অথবা Floppy তে সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত করে রাখা হয়। সেখান থেকে পুনরুদ্ধার করা আরও সহজ।

যে সব ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করার দরকার নেই সেগুলি নষ্ট করে ফেলা হয়।

১০.৯ সারসংক্ষেপ (Summary)

গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং দুই-ই তথ্য নির্ভর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। এই কাজের জন্য বিপুল পরিমাণ তথ্যের প্রয়োজন হয়। শিক্ষাগত নির্দেশনার জন্য প্রথমেই দরকার ব্যক্তিগত তথ্য। নির্দেশনা প্রার্থীর নাম, বয়স, লিঙ্গ, বিভিন্ন পরীক্ষায় তার ফলাফলের গতি প্রকৃতি, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ ইত্যাদি সম্ভবন্ধে তথ্য সংগৃহীত হয়। ব্যক্তিগত

তথ্য ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠক্রম, প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, পড়ার ব্যয় প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত তথ্য জানা দরকার হয়, বৃত্তিগত নির্দেশনার জন্য দরকার নিয়োগকারী সংস্থা, নিয়োগ পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, বেতন, ভবিষ্যত সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি সম্পর্কিত তথ্য।

কাউন্সেলিং এর জন্য ব্যক্তিগত ঐ সব তথ্যের অনেকটাই কাজে লাগে। কিন্তু তা ছাড়াও আরও অনেক ব্যক্তিগত তথ্য দরকার হয়। তথ্যের প্রকৃতি নির্ভর করে কাউন্সেলিং এর প্রকার উদ্দেশ্য ও সংশ্লিষ্ট সমস্যার উপর। সমস্ত তথ্যই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতিতে সংগৃহীত হয় এবং লাইব্রেরি বা কম্পিউটারের সাহায্যে সংরক্ষণ করা হয়।

১০.১০ প্রশ্নাবলী (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Very Short answer Questions)

(ক) ব্যক্তিগত তথ্য কথাটির অর্থ কি?

(খ) শারীরিক সক্ষমতার প্রয়োজন কোন ক্ষেত্রে হয়—একটি উদাহরণ দিন।

(গ) শারীরিক তথ্যের একটি উদাহরণ দিন।

(ঘ) বুদ্ধি সম্পর্কিত তথ্য দরকার হয় কেন — একটি কারণ লিখুন।

(ঙ) মনঃসমীক্ষণী তত্ত্ব ভিত্তিক ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা কোনগুলি।

(চ) অর্থনৈতিক অবস্থান সম্ভবন্ধে তথ্য দরকার হয় কেন?

(ছ) প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বলতে কি বোঝায়?

(জ) শিক্ষক মণ্ডলী সম্পর্কিত তথ্য কি?

(ঝ) ইউনিয়ন পাবলিক সারভিস কমিশন কি করে?

(ঞ) স্বাস্থ্য নির্দেশনা কাকে বলে?

(ট) তথ্য সংগ্রহের পরোক্ষ পদ্ধতি কি?

(ঠ) প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে কোন ধরনের তথ্য সংগৃহীত হয়?

(ড) ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা হয় কেন?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (Short answer Questions)

(ক) গাইডেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক তথ্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(খ) ব্যক্তিত্ব বিষয়ক তথ্যের গুরুত্ব কি?

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও বিবরণ জানা প্রয়োজন কেন?

(ঘ) বৃত্তিগত নির্দেশনায় নির্বাচন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যের বিবরণ দিন।

(ঙ) পেশাগত বিপদ কাকে বলে? নির্দেশনায় এর গুরুত্ব কি?

(চ) কাউন্সেলিং এর জন্য পারিবারিক তথ্যের বিবরণ দিন।

(ছ) গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও সংরক্ষণ সম্ভবন্ধে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Questions)

(ক) ব্যক্তিগত তথ্য কাকে বলে? গাইডেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত তথ্যগুলি ব্যাখ্যা করুন এবং প্রয়োজনমত উদাহরণ দিন।

(খ) গাইডেন্সের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য কেন প্রয়োজন হয়। এই জাতীয় তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ দিন।

(গ) বৃত্তিগত তথ্য কাকে বলে? বৃত্তিগত তথ্য সম্ভবন্ধে আলোচনা করুন। ঐ সব তথ্য কিভাবে সংগ্রহ করা সম্ভভব?

(ঘ) কাউন্সেলিং এর জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ তথ্য সম্ভবন্ধে বর্ণনা দিন এবং ঐ সব তথ্য সংরক্ষণ করার পদ্ধতি উল্লেখ করুন।

References :

1. Anand, S. P. *ABC's of Guidance in Education,* Pagestar Publications, Bhubaneswar, 1998.
2. Bernard, H. W. and Fullness, D. F. *Principles of Guidance.* Crowell, New York, 1977.
3. Gibson, R. L. And Mitchell, M. H. *Introduction to Guidance,* Macmillan, New York, 1986.
4. Parischa, P. *Guidance and Counselling in Indian Education,* NCERT, New Delhi, 1976.
5. Rao, S. N. *Counselling and Guidance.* Tata McGraw-Hill, New Delhi, 1991.